CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 25 July 2021 ■ আগরতলা ২৬ জুলাই, ২০২১ ইং ■ ৮ শ্রাবণ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ভারোত্তলনে অলিম্পিকে রুপো জিতলেন মণিপুরের মীরাবাঈ চানু। ছবি-ট্যুইটার।

অলিম্পিকে দেশকে প্রথম পদক দিলেন মণিপুরের কন্যা মীরাবাই

ভারোত্তলনে লাভ করলেন রূপা ভাসছেন অভিনন্দনের জোয়ারে

গুয়াহাটি, ২৪ জুলাই (হি.স.)। টোকিও অলিম্পিকে ভারতকে প্রথম পদক এনে দিলেন মণিপুর-কন্যা সাইখম মীরাবাই চানু। মহিলা ভারোত্তলন (ওয়েইট লিফটিং)-এর ৪৯ কেজি শাখায় রৌপ্যপদক জয় করেছেন মীরাবাই। স্নেচে ৮৭ কিলোগ্রাম এবং ক্লিন অ্যান্ড জার্কে প্রথম প্রচেষ্টায় ১১০ কেজি, দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় ১১৫ কিলোগ্রাম এবং এর পর যথাক্রমে ১১৭ এবং ২০২ কেজি ভারোত্তলন করেও সফল হতে পারেননি তিনি। চিনের ঝিহুই হউ ২১০ কিলোগ্রাম ভারোত্তলন করে স্বর্ণপদক ছিনিয়ে নিয়েছেন।

নার্ভাস লাগছিল, সেরাটা দেওয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম ঃ মীরাবাঈ চানু

ভারতের এই খেলোয়াড় স্বর্ণপদক বিজয়ীর সম্ভাবনায় তালিকায় ছিলেন। তবু রৌপ্যপদক অর্জন করে দেশের জন্য প্রথম সুখবর এনে দেওয়ায় মীরাবাইকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, মণিপুর ও অসমের মুখ্যমন্ত্রী যথাক্রমে নংথমবাম বীরেন সিংহ, হিমন্তবিশ্ব শর্মা, কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রক, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের সর্বস্তরের আধিকারিক-কর্মচারী থেকে শুরু করে গোটা দেশ উষ্ণ অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

ভারোত্তলনে ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছোট্ট রাজ্য মণিপুরের রাজধানী ইমফলের মেয়ে সাইখম মীরবাই। ২১ বছর পর ভারতকে ভারোত্তলনে দ্বিতীয় পদক এনে দিয়ে ইতিহাস রচনা করেছেন তিনি। এর আগে সিডনি অলিম্পিক ২০০০-এ ভারোত্তলনে পদক লাভ করেছিলেনে কর্ণম মল্লেশ্বরী। অলিম্পিকে রৌপ্যপদক অর্জনকারী প্রথম ভারতীয় ভারোত্তলক সাইখম মীরাবাই চানু।

কেবল উত্তরপূর্বই নয়, সমগ্র দেশের জন্য গৌরব কেড়ে এনেছেন পূর্ব ইমফলের বছর ২৭-এর সাইখম মীরাবাই চানু। মীরাবাইয়ের এই সাফল্যে তাঁর গৃহ এলাকায় অকাল দীপাবলি পালিত হচ্ছে। এছাড়া গত কয়েকদিন থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ক্রীড়ানুরাগী মহলের পাশাপাশি গোটা মণিপুরও আজ মীরাবাইয়ের ভারোত্তলন ইভেন্ট দেখতে টানটান উত্তেজনায় ছিল। তাঁর বাড়িতে ভোররাত থেকে ভিড় করেছিলেন প্রতিবেশীরা।

এদিকে মীরাবাইয়ের রৌপ্যপদক অর্জনে বেজায় উচ্ছ্বসিত মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংহ। তিনি তাঁর অফিশিয়াল টুইটে লিখেছেন, মীরাবাই চানু, তোমার এই সাফল্যে আমি গর্বিত। গর্বিত মণিপুর। তোমার আরও সাফল্য কামনা করছি।

ইন্ডিয়ান ওয়েইট লিফটিং ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সহদেব যাদব মীরাবাইকে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, তাঁদের দৃঢ় আশা ছিল তিনি স্বর্ণপদক লাভ করবেন। কেননা, ইতোপূর্বে তাঁর প্রদর্শন অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক ছিল। তবু রৌপ্যপদক অর্জন করে দেশের মাথা আরও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমবাসায় নাবালকি ধর্ষিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। ধলাই জেলার আমবাসা থানা এলাকার হরিণ ছড়ায় এক নাবালিকা ধর্ষিতা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে থানায় সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ অভিযুক্ত দুই জনকে গ্রেপ্তার করেছে। গত ২১ জুলাই হরিনছড়ার এক উপজাতি মেয়েকে ধর্ষণ করে দুই যুবক।

গত ২৩ জুলাই মেয়ের বাবা আমবাসা থানায় ওই দুই যুবকের নামে অভিযোগ করেন। অভিযোগ মূলে আমবাসা থানার পুলিশ দুইজনকে গ্রেপ্তার করে। দুইজন অভিযুক্তকে শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর আদালতের উদ্দেশ্যের প্রেরণ করে পুলিশ। ধৃতরা হল রাজেশ কন্দ এবং নিরঞ্জন দেবনাথ।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় , মেয়েটির বাবা যখন হরিনছড়ার একটি ছড়ার জলে কাঁকড়া ধরার উদ্দেশ্যে রাতে বের হয় এমন সময় দুইজন যুবক ঘরে ঢুকে ঐ নাবালিকা মেয়েকে ধর্ষণ করে। পরবর্তী সময় ঘটনা জানাজানি হতেই যুবকদের পক্ষ থেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চুরি করতে গিয়ে আটক কিশোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। নেশার নেশার টাকা যোগাড় করতে চুরি বিদ্যায় হাত-পা কাঁপছে একাংশের কিশোর- যুবক-। এই ভয়ঙ্কর প্রবণতা গত বেশ কিছুদিন ধরে বেড়ে চলেছে। বর্ডার গোলচক্কর এলাকায় এক কিশোরকে আটক করেছেন স্থানীয় জনগণ।ভয়ঙ্কর নেশার কবলে যুব সমাজ। আকৃষ্ট হচ্ছে কিশোর কিশোরীরাও। এ ধরনের প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় অস্বস্তি বাড়ছে। এসব যুবক ও কিশোররা নেশার টাকা যোগাড় করতে চুরি বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠতে শুরু করেছে। বাড়ির চার দেওয়াল ছেড়ে অন্যত্র তারা হাত-পাকাতে শুরু করেছে। তাতে জনমনে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা বাড়ছে। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ট্রাক্টরের নীচে পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু নাবালকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। ফটিকরায়ের কৃষ্ণনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে জমিতে চালু অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রাখা ট্রাক্টর এর নিচে পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে বার বছরের এক বালকের। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ধানী জমিতে চালু অবস্থায় থাকা একটি ট্রাক্টরের নিচে পড়ে গুরুতর আহত বারো বছর বয়সী এক নাবালক।আহত নাবালকের নাম শিবেন্দু পাল।

ঘটনা শনিবার ফটিকরায় থানাধীন কৃষ্ণনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার আসামবস্তিতে।ঘটনার বিবরনে জানা গেছে , শনিবার এলাকার নিধুবন পালের ১২ বছর বয়সী নাবালক ছেলে শিবেন্দু তাদের বাড়ির পাশের একটি ধানী জমিতে চাষের কাজে নিয়োজিত চালু অবস্থায় দাড়িয়ে থাকা একটি ট্রাক্টরের কাছে গিয়ে তাতে ধরতেই অসাবধানতা বসত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে এক লাফে অনেকটাই কমল দৈনিক সংক্রমণ, সাথে হ্রাস মৃত্যুও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। ত্রিপুরায় এক লাফে অনেকটাই কমল দৈনিক সংক্রমণ। সাথে কমেছে মৃত্যুর সংখ্যাও। এমনকি সুস্থতাও স্বস্তি দিচ্ছে। সপ্তাহান্তে মিডিয়া বুলেটিনে অন্তত তা-ই দেখা যাচ্ছে। সব মিলে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ২৯৯ জন করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পাশাপাশি, এক জনের মৃত্যু এবং ৪৭৬ জন সুস্থ হয়েছেন। সংক্রমণের হার ৩.৩৯ শতাংশ। অথচ, ৫০৯ জন করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পাশাপাশি, চার জনের মৃত্যু এবং ৫৪৩ জন সুস্থ হয়েছিলেন। সংক্রমণের হার ছিল ৪.৯১ শতাংশ।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআরে ৯৫৪ এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৭৮৭৪ জনকে নিয়ে মোট ৮৮২৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআরে ২০ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনে ২৭৯ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলে গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ২৯৯ জনের শরীরে নতুন করে করোনা সংক্রমণের খোঁজ পাওয়া গেছে। সংক্রমণের হার বেড়ে হয়েছে ৩.৩৯ শতাংশ।

এদিকে, সুস্থতা স্বস্তি দিচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৭৬ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তাতে বর্তমানে করোনায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কারফিউ জারি করে রাজ্যবাসীর অধিকার হরণ করা হচ্ছে, অভিযোগ সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। দফায় দফায় লকডাউন এবং কারফিউ জারি করে রাজ্যের সাধারণ মানুষের অধিকার হরণ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাস। শুধু তাই নয় তিনি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদ্গার করেছেন করোনা মোকাবিলার পরিকল্পনা নিয়ে। তিনি অভিযোগ করেছেন রাজ্যে করোনা মোকাবিলায় কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই।

শনিবার সিপিএম রাজ্য কার্য্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি অভিযোগ করেছেন লকডাউন এবং করোনা কারফিউ জারি করার ফলে শ্রমিক মেহনতি মানুষের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। তিনি বলেন, মানুষকে খাদ্যের ব্যবস্থা করে না দিয়ে লকডাউন এবং কারফিউ জারি করার হচ্ছে। তিনি আবারও দাবী করেছেন মাথাপিছু দশকেজি করে খাদ্য সামগ্রী প্রদান করা এবং নগদে সাড়ে সাত হাজার টাকা দেয়া হকো যেসব পরিবারকে আয়কর দিতে হয় না।

তিনি বলেন, রাজ্যে করোনা পরীক্ষা করার ক্ষেত্রে আরটিপিসিআর নামমাত্র হচ্ছে। এন্টিজেন্ট টেস্টের রিপোর্ট কোন কোন সময় ভুল হচ্ছে। তাই সামনেই করোনার তৃতীয় ঢেউ আছড়ে পড়বে বলে যে আশঙ্কা করা হচ্ছে তাতে রাজ্যের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠবে। পাহাড়ী এলাকায় খাদ্যের ও কাজের মারাত্মক সংকট দেখা দিয়েছে বলেও তিনি জানান।

বিশালগড়ে ২৯৭০ কেজি গাঁজা সহ আটক ট্রাক চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৪ জুলাই।। নেশার বিরুদ্ধে আবারও বড়সড় সাফল্য পেল ত্রিপুরা পুলিশ। গাঁজা সহ এক ব্যক্তি পুলিশের জালে ধরা পড়েছে। আজ শনিবার সিপাহীজলা জেলায় চিড়িয়াখানার সামনে জাতীয় সড়কে একটি ট্রাকে তল্লাশি চালিয়ে ১৯৮টি প্যাকেটে ২৯৭০ শুকনা গাঁজা উদ্ধার করেছে বিশালগড় পুলিশ। উদ্ধার গাঁজার বাজারমূল্য আনুমানিক ২ কোটি টাকা হবে বলে দাবি পুলিশের।

সিপাহীজলা জেলা পুলিশ সুপার কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী সংবাদমাধ্যমকে জানান, শনিবার ভোর ৪:৩০ মিনিট নাগাদ উদয়পুর থেকে ট্রাকটি রওনা হয়েছিলো। বিশালগড় থানার ওসির কাছে ওই খবর গোপন সুত্রে আসে। সেই মতো পুলিশ ও টিএসআর বাহিনীকে সাথে ওৎ পেতে বসেন ওসি দেবাশীষ সাহা। চিড়িয়াখানার সামনে আসতেই টিএন ১৭ এটি ৪৮৫৮ নম্বরের ট্রাকটি আটক করে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সরকারী জায়গায় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ক্ষোভ ঋষ্যমুখে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৪ জুলাই।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ার ঋষ্যমুখে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সরকারী জায়গায় বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। তাতে স্থানীয় জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ঋষ্যমুখ সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জায়গায় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় জনগণ। এ ব্যাপারে অভিযোগ জানানোর পরেও কোন পদক্ষেপ নেই। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারকে আইনি নোটিশ পাঠালেন জনৈক নাগরিক।হরিপুরের নাগরিক আশিষ চৌধুরী জানান ; ঋষ্যমুখ সামাজিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্রীনগরের জঙ্গলে উদ্ধার এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। শ্রীনগর থানার এলাকার আনন্দনগর আচার্য পাড়া এলাকার জঙ্গল থেকে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্যে অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভাব-অনটন এবং মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে মানুষ আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম শান্তি আচার্য। বয়স ৬০ বছর। মৃত ব্যক্তি পেশায় শ্রমিক ছিল।

বৃদ্ধ শ্রমিকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গতকাল থেকে নিখোঁজ ছিল পেশায় দিনমজুর শান্তি আচার্য। অনেক খোঁজা খুঁজির পর শনিবার সকালে বাড়ির পাশে একটি জঙ্গল থেকে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পেয়ে স্থানীয় জনগণ শ্রীনগর থানার পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মোহনপুরে করোনা বিধি লঙ্ঘন করায় জরিমানা, গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। করোণা বিধি অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছে মোহনপুর মহকুমা প্রশাসন। শনিবার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে বেশ কয়েকজনকে জরিমানা করা হয়েছে এবং দুজন ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

শনি ও রবিবার দুদিন রাজ্যে জারি রয়েছে উইকেন্ড কার্ফিও।এই উইকেন্ড কার্ফিও আইন অমান্য করে রাস্তায়,বাজারে বের হওয়া লোকজন এবং দোকান খুলে বসা ব্যাবসায়ীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যাবস্থা নিতে পুলিশ প্রশাসনকে সাথে নিয়ে মোহনপুরে অভিযানে নামলেন মোহনপুর মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত। শনিবার দুপুরে মহকুমা শাসক মোহনপুরের তুলাবাগান চৌমুহনীতে অভিযান চালিয়ে রাস্তায় বের হওয়া ও বাজারে ঘুরাফেরা করার পাশাপাশি মাস্ক ব্যবহার না করা লোকেদেরকে আটক করে ফাইন করেন। নেওয়া হয়েছে এইসব লোকজনদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যাবস্থা।মহকুমা শাসকের সাথে অভিযানে নেতৃত্ব দেন মোহনপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ডঃ কমল বিকাশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রথমবার অক্সিজেন এক্সপ্রেসে ২০০ মেট্রিক টন এলএমও গেল বাংলাদেশ

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই (হি. স.) ।। কোভিড মোকাবিলায় ভারত-বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মাধুর্য্য বাড়াতে এই প্রথম রেলের মাধ্যমে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে অক্সিজেন যাচ্ছে। ২০০ মেট্রিক টন লিকুইড মেডিকেল অক্সিজেন(এলএমও) ভারতীয় রেলের অক্সিজেন এক্সপ্রেসে পেট্রাপোল দিয়ে বেনাপোল পৌছাবে আগামীকাল। গত ২৪ এপ্রিল থেকে ভারতীয় রেলের অক্সিজেন এক্সপ্রেস দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অক্সিজেন পৌছে দিচ্ছে। এই প্রথম প্রতিবেশী রাষ্ট্রে পাড়ি দিল ভারতীয় রেলের অক্সিজেন এক্সপ্রেস।

আজ দক্ষিন পূর্ব রেলওয়ের চক্রধরপুর ডিভিশনের অধীনে টাটানগর থেকে ২০০ মেট্রিক টন লিকুইড মেডিকেল অক্সিজেন লোড হয়েছে। ট্রেনের ১০টি কন্টেইনার রেকে আজ সকাল ৯টা ২৫ মিনিট নাগাদ লোডিং সম্পুর্ন হয়েছে। সেখান থেকে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছে ওই অক্সিজেন এক্সপ্রেস। করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় ভারত থেকে অক্সিজেন ক্রয় করছে বাংলাদেশ।

এআরএম টাটানগর বিনোদ কুমার জানিয়েছেন, ৫টি ওয়াগনে ১০টি কন্টেইনার ভর্তি অক্সিজেন আজ সকাল ১০টা ১৫ মিনিটে টাটানগর থেকে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছে। তাতে, ২০০ মেট্রিক টন লিকুইড মেডিকেল অক্সিজেন রয়েছে। ঢাকাস্থিত ভারতীয় হাই কমিশন এক টুইট বার্তায় জানিয়েছে, ভারত থেকে অক্সিজেন এক্সপ্রেস আগামীকাল বেনাপোল পৌছাবে।

এদিকে, গত বৃহস্পতিবার ট্যাঙ্কারে করে ভারত থেকে অক্সিজেন বাংলাদেশ পাঠানো হয়েছিল। ওইদিন ১৮০ মেট্রিক টন অক্সিজেন বাংলাদেশে পাঠিয়েছে ভারত। ১৪টি ট্যাঙ্কারে পেট্রাপোল আইসিপি দিয়ে বাংলাদেশে গেছে ওই অক্সিজেন। বাংলাদেশ ওই অক্সিজেন ভারত থেকে ক্রয় করেছে। তবে, দীর্ঘ সময় ধরে তা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রত্যেক বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে দিতে জিও ম্যাপিং এবং স্পেস টেকনোলজির গুরুত্ব অপরিসীম ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। ত্রিপুরায় প্রত্যেক বাড়িতে পানীয় জল পৌছে দেওয়ার কাজ চলছে। তাতে, জিও ম্যাপিং এবং স্পেস টেকনোলজি গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা নিয়েছে। শিলংয়ে অনুষ্ঠিত এনইএসএসি-র বৈঠকে এ-বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে অবগত করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। প্রসঙ্গত, ওই বৈঠকে পৌরহিত্য করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এছাড়া, উত্তর-পূর্বের সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগণ উপস্থিত ছিলেন।

এদিন তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অবগত করেছি, প্রতি বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার কাজ ত্রিপুরায় ইতিমধ্যেই ৩১ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। জলজীবন মিশন শুরুর আগেই ২০১৮ সালে এই যোজনা শুরু হয়েছে ত্রিপুরায়। এই কাজে জিও ম্যাপিং এবং স্পেস টেকনোলজি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। আগে জলস্তরের সম্যক ধারণা ছিল না।

শনিবার শিলংয়ে এনইএসএসি এর বৈঠকে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

সাথে তিনি যোগ করেন, ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুনাল ত্রিপুরা স্পেস এপ্লিকেশন সেন্টার ৩১ হাজার ৬৯৪টি ওয়াটার বডি চিহ্নিত করেছে। তার মধ্যে ১৯১০টিতে কাজ শুরু হয়েছে। তা ছাড়া জিও ট্যুরিজম ড্যাশ বোর্ডেরও পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে।

এদিন তিনি দৃঢ় নিশ্চয়তার সাথে বলেন, ত্রিপুরা খুব শীঘ্রই ভিজন ডকুমেন্ট ২০৩০-র লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করে নেবে। তার জন্য তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং ডোনার মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এক্ট ইস্ট নীতি পূর্বোত্তরের রাজ্যগুলিকে দারুনভাবে সহযোগিতা করছে। ত্রিপুরায় প্রধানমন্ত্রীর হীরা মডেল রাজ্যকে উন্নয়নের নতুন উচ্চতায় পৌছে দিয়েছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা, পশুপাখি ও ঐতিহ্যময় সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ। এসব সম্পদের কারণে এই অঞ্চলে পর্যটন শিল্পের বিশেষ করে ইকো ট্যুরিজম বিকাশের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। আজ শিলংয়ে নর্থ-ইস্ট স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টারের এক সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরা সরকার নর্থইস্ট স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টারের পরামর্শে ২১টি প্রকল্প চিহ্নিত করেছে।

তিনি বলেন, জিও স্পেসিয়াল প্রযুক্তি ও পর্যটনের মধ্যে একটা সম্পর্ক রয়েছে। পরিবেশ বান্ধব পর্যটনের স্থায়ী উন্নয়নের ক্ষেত্রে জিও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে টিআরএলএম-র সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরলেন গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। রাজ্যে সরকার পরিবর্তনে ত্রিপুরা রুরাল লিভলিহুড মিশন (টিআরএলএম)-র অভূতপূর্ব সাফল্য মিলেছে। তার খতিয়ান সবিস্তারে বর্ণনা দেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা।

তিনি বলেন, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাজেট বাড়ানোর সাথে সাথে টিআরএলএম-র কার্যক্রম ১৮টি ব্লক থেকে ৫৮টি ব্লকে প্রসারিত করতে সক্ষম হয়েছি। সাথে তিনি যোগ করেন, ২০১৮ সালের ১ এপ্রিল থেকে রাজ্যে মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি এক লাফে পূর্বেকার তুলনায় অনেক অগ্রগতি হয়েছে। তাঁর দাবি, গত তিন বছরে রাজ্যে টিআরএলএম দ্বারা সর্বমোট ২৩,১৫১ জন মহিলাকে স্বসহায়ক দল প্রকল্পের দ্বারা উন্নীত করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৭-১৮ পর্যন্ত টিআরএলএম দ্বারা পদোন্নতিত মহিলা স্ব-গোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৪,০৬১টি। কিন্তু বর্তমান সরকারের প্রচেষ্টায় মহিলা স্ব-গোষ্ঠীগুলির উন্নয়নে ৫.৫ গুণ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে।

তিনি বলেন, গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের অর্থনৈতিক উন্নতি ও মর্যাদার জন্য ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে মহিলা স্বসহায়ক দলসমূহ এবং তাদের গ্রাম, ক্লাস্টার লেভেল ফেডারেশনস (সিএলএফ)কে বর্তমান সরকার ১৩৪.৫৫ কোটি টাকা কমিউনিটি ফান্ড হিসেবে বরাদ্দ করেছে, যা পূর্বেকার তুলনায় ৪.৬ গুণ বেশি। তিনি জোর গলায় বলেন, স্বসহায়ক দলগুলিতে গড় পরিমাণ কমিউনিটি ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড(সিআইএফ) প্রদানের ক্ষেত্রে সমস্ত উত্তর-পূর্ব এবং উত্তর-পশ্চিম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ২৭৫ ▫ ২৫ জুলাই ২০২১ ইং ▫ ৮ শ্রাবণ ▫ রবিবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

পরীক্ষার্থীদের ভবিষ্যত

অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থা ও অনলাইন পরীক্ষা ব্যবস্থা ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যতেকে আরও বিপন্ন করিয়া তুলিবার পথ প্রশস্ত করিতেছে। অনলাইন পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে। কিন্তু সবকিছু জানিয়া সবকিছু বুঝিয়া অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থা ও পরীক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া এই করোনা মুহূর্তে বিকল্প পথ খোলা নাই। কেননা মানুষের কাছে সবচাইতে বড় হইল জীবনের মূল্য। জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন, পরীক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়া মূল্যায়ন প্রয়োজন। বর্তমান ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যেঅনলাইন শিক্ষাব্যবস্থা এবং পরীক্ষা ব্যবস্থায় জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে মহামারিতে বিপর্যস্ত পৃথিবীতে ছকে বাঁধা জীবন-স্পন্দন তালগোল পাকাইয়া গিয়াছে। নতুন পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্য দিয়া যাইতে হইতেছে সভ্যতাকে। এ একপ্রকার বাধ্যবাধকতাই। যেমন শিক্ষাক্ষেত্র। লকডাউনের ফলশ্রুতিতে পরীক্ষা পুরোটা হয়নি। যাইহোক এক ফর্মুলায় রেজাল্ট অবশ্য বাহির হইবে। পড়াশোনা পুরোটাই অনলাইনে। আর কলেজস্তরে প্রাইভেট টিউশন তো এখন আমাদের কালচারে ঢুকিয়া গিয়াছে।

তাছাড়া টিউশনের মাস্টারমশাই ফোন এবং হোয়াটসঅ্যাপের সামনেই বসিয়াছিলেন। ইন্টারনেট তো আছেই। সুতরাং পরীক্ষা ভালো হওয়ারই ছিল। হইয়াছেও।তাহাদের অসুবিধা একটা আছে। সহপাঠীদের কাউকে তাহারা চিনিয়া নিতে পারে না। কারণ ক্লাস হয়নি, সহপাঠীদের সঙ্গে দেখাও হয়নি কখনও। তাহাদের এই সুবিধা রহিয়াছে অনলাইনে। নিজেদের মধ্যে আলোচনা, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে উত্তর পোস্ট ইত্যাদি।অনলাইন পরীক্ষা আগেও কিছু ছিল। কিন্তু সার্বিকভাবে হাজির হইয়াছে এই করোনা পরিস্থিতিতে। মাস্ক, স্যানিটাইজারের মতো এটাও এক নতুন কালচার। যে পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হাজার হাজার এবং ভৌগোলিকভাবে প্রত্যন্ত অঞ্চলে পরীক্ষার্থীরা ছড়াইয়া থাকিলেও অনলাইনে পরীক্ষা নেওয়া প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ভুক্ত। ইন্টারনেটের বিস্তৃতি এখনও উপযুক্ত নয় এই গ্রহের কোনায় কোনায়। তাই সিবিএসই কিংবা টি বি এস ই অথবা বিভিন্ন রাজ্যের বোর্ড পরীক্ষা আপাতত পিছাইয়া যায়, অপেক্ষা চলে পরীক্ষা নেওয়ার উপযুক্ত মুহূর্তের। ভার্চুয়াল নয়, সশরীরে।

বিশ্বজুড়িয়া অনলাইন পরীক্ষা চলিতেছে উঁচু ক্লাসে। অর্থাৎ কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে যেখানে ছাত্রসংখ্যা কম। কিন্তু সত্যি বলিতে কী, এইসব পরীক্ষায় সততা নিয়ে সন্দেহ প্রবল। যথেচ্ছ চিটিং অর্থাৎ টোকাটুকির অভিযোগ উঠিয়াছে নানাভাবে। সন্দেহটা যে সর্বক্ষেত্রে অমূলক, সেটাও নয়। বাস্তবে এই অনলাইন পরীক্ষা যেন টেক-হোম পরীক্ষা। ছাত্রদের প্রশ্নপত্র দিয়া দেওয়া হইল। তাহারা বাড়ি নিয়া গিয়া বইপত্র এবং ক্লাসনোট ঘাটিয়া উত্তর দিবে। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে কখনো-সখনো এই ধরনের টেক-হোম পরীক্ষা হইয়া আসিতেছে বহু বছর ধরিয়া। অবশ্য এক্ষেত্রে প্রশ্ন হইতে হইবে ভিন্ন প্রকৃতির, যার উত্তর সহজে বই, ক্লাসনোট কিংবা ইন্টারনেটে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ছাত্রকে প্রয়োগ করিতে হয় তাহার বিশ্লেষণ ক্ষমতা।

কোভিড পর্যায়ে অনলাইন পরীক্ষাগুলির প্রশ্নপত্র যদি এমন করা যাইত, তবে সমস্যা কমিয়া যাইতো অনেক। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাহা যে হইতেছে না, সেটা পরিষ্কার। এমনিতেও এটা খুব সহজ নয়। না এভাবে পড়ানো হয় বেশিরভাগ জায়গায়, না বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নকর্তারা এভাবে প্রশ্ন করগতে অভ্যস্ত, না ছাত্ররা অভ্যস্ত এইভাবে পরীক্ষা দিতে।পরিবর্তে তাই নানা স্ট্র্যাটেজি নেওয়া হইয়াছে জায়গায় জায়গায়। যেমন প্রশ্নের সংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়া, যাহাতে লিখিতে হয় অনেক অথবা আলোচনা করা, বইপত্র বা ইন্টারনেটে খোঁজার অবকাশ না মিলে। কিছু প্রতিষ্ঠান আবার অনলাইন পরীক্ষাতেও দূর থেকে পাহারা দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে। যেমন কোনও ছাত্র যখন পরীক্ষা দেবে, মোবাইল বা ল্যাপটপের ক্যামেরা যেন তাহার দিকে ফোকাস করা থাকে। নানাবিধ অ্যান্টি-চিটিং সফটওয়্যারেরও সাহায্য নেওয়া। বর্তমান পরিস্থিতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করা বাাা পরীক্ষা দেওয়া রীতিমতো চ্যালেঞ্জ এর বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। তবু বাঁচিয়া থাকিবে শিক্ষা ব্যবস্থা। বাঁচিয়া থাকিবে পরীক্ষা ব্যবস্থা।

গোয়ায় মুষলধারে বৃষ্টি, বাড়িঘর ভেঙে প্রবল বিপর্যয়ের মুখে মানুষ

পানাজি, ২৪ জুলাই (হি.স.) : গত সপ্তাহ থেকে মুষলধারে বৃষ্টির জেরে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে গোয়া জুড়ে। এক নাগাড়ে বৃষ্টির জেরে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত উত্তর গোয়া। শনিবার সাংবাদিকদের সামনে গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত জানান, এ পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে ৪ থেকে ৫ হাজার বাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে ১০০ হাজার বাড়ি। প্রশাসনের তরফে শুরু করা হয়েছে উদ্ধার কাজ। আর্থিকভাবেও মানুষকে সাহায্য করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফেও সাহায্য মিলবে বলে আশা প্রকাশ করেন প্রমোদ সাওয়ান্ত।

ইসলামপুরে ভ্যাকসিনের লাইনে দাঁড়িয়ে হুড়োহুড়িতে সংঘর্ষ

ইসলামপুর, ২৪ জুলাই (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর ব্লকের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভ্যাকসিনের লাইনে দাঁড়িয়ে হুড়োহুড়িতে সংঘর্ষে ইটের আঘাতে এক ব্যক্তির মাথা ফাটল। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার সকালে। জানা গিয়েছে, আহত ব্যক্তির নাম নজরুল ইসলাম। এদিন সকাল থেকেই ইসলামপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র রামগঞ্জে ভ্যাকসিনের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রচুর মানুষ। ৪০০ জনের ভ্যাকসিন দেওয়ার কথা থাকলেও প্রায় ১০০০ জন লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েন। কে আগে থাকবেন লাইনে তা নিয়েই প্রথমে বচসা বাঁধে। এরপরই পরিস্থিতি আরও ভয়ানক হয়ে ওঠে। হাতাহাতি থেকে শুরু করে তা এরপর নিজেদের মধ্যে ইটবৃষ্টি শুরু হয়। ইটের ঘায়ে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা নজরুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তির মাথা ফাটে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে চিকিৎসা করানো হয়। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে ইসলামপুর থানার রামগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

মিলল সমাধান সূত্র, দিঘার সব হোটেল পুনরায় খুলল

দিঘা, ২৪ জুলাই (হি. স.) : দিঘার সৈকত নগরীতে আসার জন্য আর বাধ্যতামূলক থাকলো না কোভিডের জোড়া ভ্যাক্সিন বা আরটিপিসিআর টেস্টের নেগেটিভ রিপোর্ট। এই দুটি ছাড়াও এবার দিঘায় আসতে পারবেন পর্যটকেরা। তবে হোটেলে ঢোকার আগে করতেই হবে কোভিড টেস্ট। আর তা করার ব্যবস্থা রাখছে হোটেল কর্তৃপক্ষ। সমাধান সূত্র মেলার পরই শনিবার থেকে পুনরায় খুলল দিঘার সব হোটেল।

শুক্রবার রাতে পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা শাসকের সঙ্গে এক বৈঠকে বসেন দিঘা-শঙ্করপুর হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা। সেখানেই এই সমাধান সূত্র উঠে আসায় এদিন থেকেই দিঘার সব হোটেল পুনরায় খুলে গিয়েছে। হচ্ছে না কোনও হোটেল ধর্মঘটও। তবে হোটেলে ঢোকার সময়ে পর্যটকদের কোভিড টেস্ট করাতে হবে। সেই টেস্টের জন্য হোটেল থেকেই ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। হোটেল মালিকেরা নিজেরাই কোভিড টেস্টের কিট কিনে রাখবেন। তা দিয়েই এই টেস্ট করা হবে। তবে এই টেস্টে কারা নমুণা সংগ্রহ করবেন তা যেমন এখনও পরিষ্কার নয়, তেমনি এই টেস্টের জন্য পর্যটকদের বাড়তি কত টাকা গুণতে হবে সেটাও পরিষ্কার নয়। তবে ওই টেস্টে কেউ পজিটিভ হলে তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সেই শর্ত মেনেই এদিন সকাল থেকেই দিঘা, মন্দারমণি, শঙ্করপুর, তাজপুরে ফের খুলে গিয়েছে সব হোটেল। তবে এদিনও সৈকত ছিল পর্যটক শূন্য। তবে হোটেল ব্যবসায়ীদের আশা আগামী ২-৩ দিনের মধ্যেই দিঘায় ফের ভিড় জমাতে শুরু করে দেবেন পর্যটকেরা। তবে জেলা প্রশাসনের তরফে সব হোটেল মালিকদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ৫০ শতাংশ ঘরই ব্যবহার করা যাবে পর্যটকদের জন্য। বাকি ঘর খালি রাখতে হবে।

উপাচার্য ডা. হাসান সুরাবর্দি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে

ড. বিমল কুমার শীট

চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রাচীনতম শাস্ত্রগুলির অন্যতম। ভারত তার আয়ুর্বেদ চিকিৎসা শাস্ত্রে গৌরব অর্জন করলেও ক্রমে এই চিকিৎসা বিদ্যার কদর জনসাধারণের মধ্যে কমতে থাকে। দেশে পাশ্চাত্য চিকিৎসার ব্যাপক প্রচলন শুরু হল ইংরেজদের এদেশে আগমনের পর থেকে। দেশিয় লোকেদের এই চিকিৎসাবিজ্ঞানের শিক্ষা লাভের সুযোগ ঘটে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হবার পর থেকে। খুব কম সময়ের মধ্যে এই চিকিৎসা পদ্ধতি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং সারা দেশে তা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার বাঙালি চিকিৎসকের ইংরেজ চিকিৎসকদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বতা করে যোগ্যতার প্রমাণ দেয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানে উপাচার্যের পদ (১৯৩০-৩৪) অলংকৃত করেন চিকিৎসক হাসান সুরাবর্দি। এর আগে চিকিৎসক হিসাবে এই পদ প্রথম অলংকৃত করেন ডা. নীলরতন সরকার।

ডা. হাসান সুরাবর্দি ব্রিটিশ ভারতে বাংলার ঢাকায় এক সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারে ১৮৮৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মৌলানা ওবেলদুল্লা এল ওবয়দি আরবি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। হাসানের পড়াশোনা শুরু হয় কলকাতা মাদ্রাসায়। পরে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। এল এমএল এস পরীক্ষায় পাশ করার পর কিছুদিন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কাজ করেন। পরে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে পাড়ি দেন। পড়াশোনা করেন ডাবলিন, এডিনবরা ও লন্ডনে সেখান থেকে এমডি, এফআরসিএস এবং ডিপিএইচ উপাধি নিয়ে দেশে ফিরে বেঙ্গল মেডিক্যাল সার্ভিসে যোগ দেন। ১৯১৬ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ের ডিস্ট্রিক্ট মেডিক্যাল অফিসার পদে নিযুক্ত হন। নিপুন সার্জেন হিসাবে খ্যাত অর্জন করেন। তিনি (১৯২৮-৩৭ সালে ইন্ডিয়ান স্টেট রেলওয়ের মেডিক্যাল ও হেল্‌থ বিভাগের প্রধান ছিলেন। স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী (১৯২১-২৩) তাঁর উদ্যোগে ১৯২৩ সালে কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এক নতুন নিয়ম প্রবর্তিত হয়। সে সময় ওই হাসপাতালে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের ডাক্তারদের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। তাঁদের বেশিরভাগই বিদেশি। সে সময় এ দেশিয় ডাক্তাররা আই এমএস না হয়েও তাঁরা তাদের যোগ্যতায় বিদেশি ডাক্তারদের সমকক্ষ হয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় স্থানীয় বিশিষ্ট চিকিৎসকদের সাম্মানিক চিকিৎসক পদে নিয়োগ শুরু হয়। নতুন নিয়মে স্যার কৈলাসচন্দ্র বসু মিডিসিনে ও ডা. হাসান সুরাবর্দি সার্জরিতে কলসালটেন্ট নিযুক্ত হন। এদের সরাসরি প্রতিযোগিতা করতে হত আইএমএস ডাক্তারদের সঙ্গে। এই দু'জন চিকিৎসক এতই দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেন যে পরে আরও কয়েকজন দেশিয় চিকিৎককে সাম্মানিক কলসালটেন্ট হিসাবে নিয়োগ করা হয়। ১৯৩৪ সালে সুরাবর্দি বড়লাট লর্ড ইউলিংডনের অনারারি সার্জেন হন। তিনিই ভারতীয় হিসাবে এই সম্মান লাভ করেন। ১৯৩৩ সালে ব্রিটেনের জেনারেল কাউন্সিলের মতো ভারতের একটি মেডিক্যাল কাউন্সিল গঠিত হয়। এই নতুন মেডিক্যাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার সভাপতি হন ডা. বিধানচন্দ্র রায় এবং সহ সভাপতি হন ডা. হাসান সুরাবর্দি। ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে ছিলেন। তবে মেডিক্যাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া গঠনের এক ইতিহাস রয়েছে। সে সময় গ্রেট ব্রিটেনের জেনারেল মেডিক্যাল কাউন্সিল ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দ্বারা প্রদত্ত মেডিক্যাল ডিগ্রিগুলির স্বীকৃতি দিছিলেন, তার অন্যতম প্রধান কারণ চিল শিক্ষকদের অধিকাংশ ছিলেন ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের ডাক্তার। সে সময় ১৯২৩ সালে ভারতীয় স্ত্রীলোকদের মধ্যে অত্যাধিক মৃত্যুহার নিয়ে ব্রিটেনে খুব হইচই শুরু হয়। তাই ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা আরও উন্নতমানের হওয়ার প্রয়োজন বলে অনেকেই মতপ্রকাশ করেন। ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষার মান নিরূপণের জন্য জেনারেল মেডিক্যাল কাউন্সিল স্যার নরম্যান ওয়াকারকে এদেশে পাঠায়। তিনি ইংলান্ডে ফিরে গিয়ে যে রিপোর্ট দেন, তাতে ঠিক হয় ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দেবার প্রণালী ও পরীক্ষার মান পর্যবেক্ষণের জন্য কাউন্সিল একজন পরিদর্শক পাঠাবেন। যদি তিনি সন্তোষজনক মনে করেন, তবে ডিগ্রির অনুমোদন দেওয়া হবে। জেনারেল কাউন্সিলের এই সিদ্ধান্ত এদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পক্ষে ছিল মর্যাদা হানিকর। বিসিষ্ট দেশিয় চিকিৎসকগণ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এর প্রতিবাদে সোচ্চার হন। কাউন্সিল ১৯২৪ সালের ৩০ নভেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল ডিগ্রির অনুমোদন দেয়। কিন্তু ১৯৩০ সালে পুনরায় তা বাতিল হয়। তারপরই মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া গঠিত হয়। ডা. হাসান সুরাবর্দি ১৯৩০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিযুক্ত হন। চিকিৎসক হিসাবে এই পদপ্রাপ্তি ছিল দ্বিতীয় নিদর্শন। এর আগে চিকিৎসক হিসাবে উপাচার্যের পদে বসেছিলেন ডা. লীলরতন সরকার। ডা. হাসানের উপাচার্যের সময়কালটি ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ব। দেশ তখন বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে উত্তাল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও এর উত্তাপ থেকে রেহাই পেল না। ১৯৩২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি সমাবর্তনের রীতি অনুযায়ী প্রথমে পদক এবং ডক্টরেট ডিগ্রি দেওয়া হয়। দীনেশচন্দ্র সেনকে প্রথম পদক দেওয়া হয়। তারপর উপাচার্য ডা. হাসান সুরাবর্দি তাঁর ভাষণ প্রদান করেন। সবশেষে আচার্য বাংলার ছোটলাট স্ট্যানিল জ্যাকসন তাঁর ভাষণ শুরু করেন। ভাষণের শেষে হঠাৎ গুলি। ছোটলাট টেবিলের নীচে আশ্রয় নেন। উপাচার্য ডা. সুরাবর্দি কী করছে, কী করছ' বলে মঞ্চ থেকে লাফিয়ে নামেন। উপস্থিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এই আকস্মিক ঘনটায় কিংকর্তব্যবিমূঢ়। পঞ্চম সারিতে বসা ছাত্রী বীণা দাস গুলি চালিয়ে ছিলেন। কয়েকজন এগিয়ে গিয়ে তাকে জাপটে ধরে। মেয়েটি ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসুর আদর্শ শিক্ষক বেণীমাধব দাসের কন্যা। তিনি সুভাষচন্দ্রকে স্বদেশী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। বীণা দাস এসেছিলেন বিএ এর ডিগ্রি নিতে। আদালতের রায়ে তাঁর নয় বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। সাত বছরের মাথায় রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধিজির হস্তক্ষেপ অন্য বন্দিদের সঙ্গে বাণী দাসও ১৯৩৯ সালে মুক্তি পান।

আর ডা. হাসান সুরাবর্দি কর্তব্য নিষ্ঠাপ পুরস্কার স্বরূপ 'স্যার' উপাধি পেলেন। প্রত্যক্ষদর্শী ভাষাতত্ত্ববিদ ড. সুকুমার সেন তাঁর আত্মজীবনী 'দিনের পর দিন যে গেল' গ্রন্থে সেই ঘটনা বর্ণনা দিয়েছেন 'সে এক কনভোকেশনে আমি হাজির ছিলুম। তারিখ ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২। কনভোকেশন হচ্ছে। চ্যান্সেলর স্যার স্ট্যানলি জ্যাকসন, ভাইস চ্যান্সেলর ডাক্তার হাসান সুরাবর্দি। আমি গিয়েছিলুম সেবার আশুতোষ মেডেল নিতে। দেখলুম বীণা দাস এগিয়ে এসে তিনবার গুলি ছুঁড়লে চ্যান্সেলরের দিকে। মনে হল গুলি খেয়ে চ্যান্সেলর টলে পড়ে গেলেন। তা যাননি। তিনি আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে পড়ে যাওয়ার বান করেছিলেন। সুরাবর্দি তাঁকে জড়িয়ে ধরে ছিলেন। বীরত্ব দেখা গিয়েছিল এই পযন্ত বাকিটুকু প্রথম সারির হুড়োহুড়ির শোভন সংস্করণ। আগে থেকেই ছদ্মবেশী পুলিশের সেনেট হাউসে ভর্তি ছিল। পোশাক পরা পুলিশও ঢের ছিল। গুলির আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে সেনেট হাউসের সব দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ডায়াসের পিছন দিয়ে চ্যান্সেলর, ভাইস চ্যান্সেলর ও কোন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি বেরিয়ে গেলেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে সেনেট হাউসের দরজা খুলে গেল। দুরু দুরু বুকে বাড়ি ফিরে এলুম। ডা. হাসান সুরাবর্দি উপাচার্য থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ১৯৩২ সালে অভিনন্দন দেওয়া হয় তাঁর সত্তর বছর পূতি উপলক্ষে। অবশ্য এক বছর আগে এই আগে ডা. সুরাবর্দি যখন ইংল্যান্ডে উচ্চশিক্ষার জন্য ছিলেন সেখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। অভিনন্দনে ডা. সুরাবর্দি কবির পারস্য ভ্রমণ সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। তাঁর সময়ে ১৯৩২ সালে যখন দীনেশচন্দ্র সেন, রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক পদ থেকে অবসর নেন তখন সিন্ডিকেট কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দু'বছরের জন্য বাংলা বিভাগে অধ্যাপক পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়। পদটি রামতনু লাহিড়ী অধ্যপক পদ নয়। তবে ওই ফান্ড থেকেই বেতন দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথের তখন দারুন অর্থাভাব। ১৯৩৩ সালের জানুয়ারি মাসে রবীন্দ্রনাথ 'কমলা লেকচার' দেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ডা. সুরাবর্দির সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয় ললিতকলার বাগেশ্বরী অধ্যাপক নির্বাচনের ব্যাপারে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে জড়িয়ে পড়েন। যোগ্যতম ব্যক্তি নির্বাচনের জন্য রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও পার্সি ব্রাউনকে নিয়ে তিন সদস্যের এক কমিটি গঠন করা হয় কমিটি রিপোর্ট দেওয়ার আগেই রবীন্দ্রনাথছ অন্যান্যদের কথা বিবেচনা না করে উপাচার্য ডা. সুরাবর্দির কাছে প্রেরিত এক ব্যক্তিগত পত্রে সাহেদ সুরবার্দির (কবি ও শিল্প সমলোচক) নাম সুপারিশ করেন। ইনি ছিলেন উপাচার্যের ভ্রাতুষ্পুত্র। যদিও কমিটির কাছে দশজন প্রার্থীর নাম পাঠান হয়েছিল। এর সমালোচনা করে প্রবাসী পত্রিকায় সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লেখেন 'রানী বাগেশ্বরী অধ্যাপক পতে অপনিয়োগ'। শেষ পর্যন্ত শাহেদ সুরাবর্দি এই পদে নিযুক্ত হন।

ডা. হাসান সুরাবর্দি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিদ্যার অধ্যাপক, ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিনের ডীন, আরবি ও পারসি ভাষার শিক্ষাবোর্ডের সভাপতি প্রভৃতি পদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৩৭ সালে তিনি লন্ডনে যান টেরিটোরিয়াল ফোর্সের মেডিক্যাল বিভাগের প্রকিতিনিধিরূপে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেনিং কোরের কমান্ডিং অফিসার এবং 'অর্ডর অব সেন্ট জন' এর কমান্ডার হয়ে যুবসমাজের মনে তিনি উদ্দীপনা সৃষ্টি করতেন। সেজন্য কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে সেনাবাহিনীর লেফটেনেন্ট কর্ণেল পদবী দেওয়া হয়।

ডা. হাসান সুরাবর্দি কেবল খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন তা নয় তিনি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯২১ সালে তিনি বঙ্গীয় আইন পরিষদে সদস্য নির্বাচিত হন। এই সময় বিধায়ক এসএম বসু মহিলাদের ভোটাধিকারের স্বীকৃতি জানিয় এক প্রস্তাব আইন পরিষদে আনলে ফজলুল হক, আবদুল্লা মোমিন সুরাবর্দি, যতীন্দ্রমোহন মৈত্র প্রমুখ তা সমর্থন করেন। কিন্তু প্রস্তাবের বিপক্ষে বিজয়প্রসাদ সিংহরায়, বিশপ্রসাদ রায়, হোসেন শহিদ সুরাবর্দি প্রমুখের সঙ্গে ডা. হাসান সুরাবর্দি ও ভোট দেন। আর এই প্রস্তাব ৩৭-৫৬ ভোটে বাতিল হয়ে যায়। ১৯২৩ সালের ডা. হাসান সুরাবর্দি বঙ্গীয় আইন পরিষদে সহ সভাপতি নিযুক্ত হন সাইমন কমিশনের পরামর্শদাতাও তিনি ছিলেন। সারাভারত মুসলিম লিগের তিনি সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ১৯৪৬ সালে মৃত্যুর আগে ডা. হাসান লিগের নির্দেশে নাইটহুড ত্যাগ করেন।

(সৌজন্যে-দৈ : স্টেটসম্যান)

'মধুর রূপে ভরেছ ভুবন'

লক্ষ্মীনারায়ণ মল্লিক

মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথ মাসির বাড়ি ঘুরে নিজের কর্মবেদী শ্রীমন্দিরে ফিরেছেন উল্টোরথের দিন আষাঢ় শুক্ল দশমীতে। বিশ্বপ্রসিদ্ধ ওঁর এই রথযাত্রাকে 'নবদিনাত্মক যাত্রা'-ও বলে। কিন্তু সত্যি কি এটি ন'দিনের যাত্রা? যাত্রায় 'যাব-যাব' বলে সেই যে প্রায় একমাস আগে দাদা আর বোনকে নিয়ে জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় রত্নসিংহাসন থেকে নেমেছেন, প্রায় একমাস পর উল্টোরথে আষাঢ় শুক্ল দশমীতে সিংহদ্বারে এসে পৌঁছনোর পরও রত্নসিংহাসনে ফিরে যেতে ওঁর কি ইচ্ছা করে না?

অবশ্য যুগে যীগে ভক্তের অধীনি উনি। তাই বাইরের খোলামেলা পরিবেশ, নামসংকীর্তনের কোলাহলমুখর প্রাবল্য ছেড়ে গর্ভগৃহে এত তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে ভাবগ্রাহী কেমন যেন কুণ্ঠিত। এদিকে, অগ্রজ বলভদ্রের সাবধাণবাণী ভিতরে মা মহালক্ষ্মী কিন্তু রেগে অস্থির হয়ে আছেন। যাত্রার পঞ্চশ দিনের মাথায় (হেরা পঞ্চমী) দলবল নিয়ে গিয়েছিলেন মহালক্ষ্মী গুণ্ডিতা মন্দিরে। মা বিমলার পরামর্শ ছিল মোহচুর্ণে শ্রীজগন্নথাকে বশীভূত করে শ্রীমন্দিরে ফিরিয়ে আনতে। বহুবিধ অলংকার ও পুষ্পে সজ্জিত হয়ে পালকি চেপে সন্ধের সময় গুন্ডিচা মন্দিরে উপনীত হন তিনি। কিন্তু ওই গুপ্ত বৃন্দাবনে ভগবানের মাধুর্য এবং লীলার সামনে মা লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য ফকে হয়ে যায় এবং রাগের বশে নন্দীঘোষ রথ ভেঙে, সারথি আর প্রভুর সেবায়তদের তিরস্কার করে ফিরে আসেন তিনি।

উল্টোরথেরদিন নন্দী ঘোষ রথে আসীন জগতের নাথের ফেরার সংবাদ পেয়ে মা বিমলা ওঁকে বুঝিয়ে ফের পাঠিয়েছিলেন মন্দির প্রাঙ্গণে স্থিত চাহানি মণ্ডপে। পথ যখন রাজপ্রাসাদের সামনে, তখন দূর থেকে মহাপ্রভুর সঙ্গে চোখের মিলন হয়েছে মা লক্ষ্মীর। গজপতি মহারাজার বিনীত প্রার্থনায় পালকি চড়ে মহালক্ষ্মী এসেছেন রাজপ্রাসাদের সামনে প্রতীক্ষারত নন্দী ঘোষের কাছে। গজপতির মধ্যস্থতায় লক্ষ্মী ও নারায়ণ ভেট হয়েছে। পতি পরমেশ্বর ফিরে আসায় প্রসন্নচিত্তে মা লক্ষ্মী মন্দিরে যান স্বাগত ব্যবস্থার জন্য। কিন্তু সিংহদ্বারে পৌঁছেও সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরে না ঢুকে আরও তিনদিন বাইরে থাকেন ভক্তবৎসল প্রভু জগন্নাথ। ভক্তের আনন্দের জন্য, মানবসমাজকে শিক্ষণীয় সন্দেশ দিতে আরও কয়েকটি লীলা রচনা করেন রথ-মণ্ডপ থেকে। একাদশী তিথিতে রথের উপরে প্রচুর স্বর্ণভূষণ পরে রাজরাজেশ্বর বেশ ধারণ করেন তিন ঠাকুর। প্রায় ১৩৮ রকমের সোনার অলংকার (যেমন-শ্রীপয়র, শ্রীভুজ, মুকুট, আয়ুধ, কণ্ঠমালায়) ও ঐশ্বর্যে বিমণ্ডিত হন। বছরের আরও চারবার রত্নসিংহাসনের উপরে এই সুনাবেশ অনুষ্ঠিত হয় আশ্বিন শুক্ল দশমী (বিজয়া দশমী), কার্তিক পূর্ণিমা (রাস পূর্ণিমা), পৌষ পূর্ণিমা এবং দোল পূর্ণিমার দিন। কিন্তু রথযাত্রার অন্তিম পর্যায়ে বড়দাণ্ডে রথের উপর ঠাকুরের সুবর্ণবেশ হলে সমস্ত বর্গের প্রজা এই রাজকীয় বেশ দেখার সুযোগ পাবেন, তাই ভেবে গজপতি কপিলেন্দ্রদেব ১৪৬০ সালে এই পরম্পরা আরম্ভ

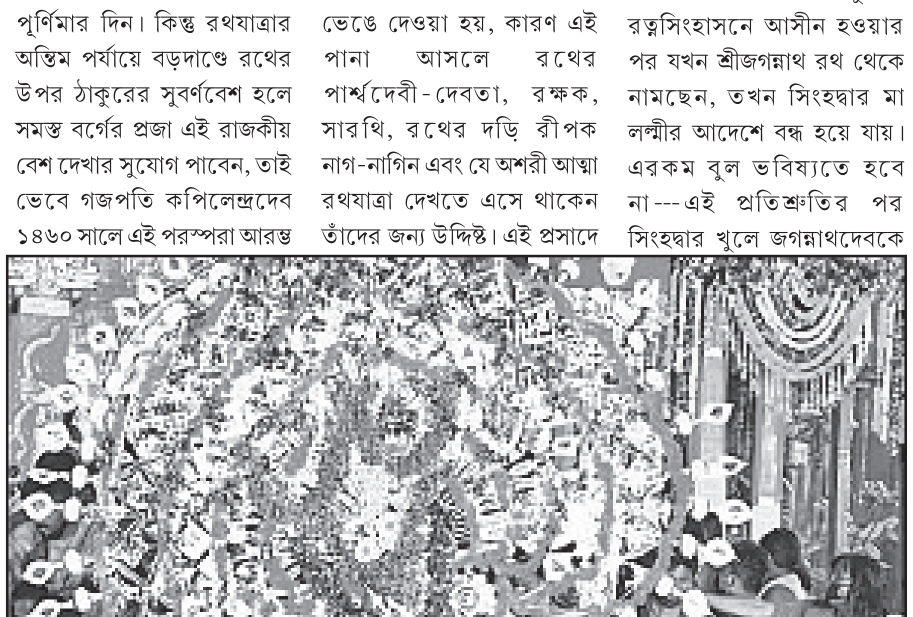

করেছিলেন। দ্বাদশীর রাতে রথের ওপরে অধরপনা নীতি পালন হয় তিনি রথে বিগ্রহদের অধর স্পর্শ করার মতো উচুঁ বারোটি তুম্বাকৃতি মাটির পাত্রে পানাভোগ লাগানো হয়। ন'রকমের দ্রব্য---দুধ, সর, ছানা, নবাত (মিছরি জাতীয় মিষ্টান্ন) কলা, গোলমরিচ, জায়ফল, কর্পূর,জল দিয়ে প্রস্তুত হয় 'বারো হান্ডি পানা'। পুজোর পর হান্ডিগুলো ঠাকুরের সামনে ভেঙে দেওয়া হয়, কারণ এই পানা আসলে রথের পার্শ্বদেবী-দেবতা, রক্ষক, সারথি, রথের দড়ি রূপক নাগ-নাগিন এবং যে অশরী আত্মা রথযাত্রা দেখতে এসে থাকেন তাঁদের জন্য উদ্দিষ্ট। এই প্রসাদে আপ্যায়িত করে ওঁদের বিদায় দেওয়া হয়।

এরপর আরম্ভ হয় মহাপ্রভুর 'নীলাদ্রি বিজে'। এক আবেগময় বাতাবরণে রথকে প্রাণহীন করে ঘণ্টা, তুরী-কাহালি, আলট চামর, রোশনি ও আতশবাজির বর্ণাঢ্য উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে মহাপ্রভু ফিরে যাব রত্নসিংহাসনে। নীলাদ্রি বিজের রাতে দু'-দু'বার মহালক্ষ্মীর রোষের শিকার হতে হয়েছে শ্রীজগন্নাথকে। বড়ঠাকুর শ্রীবলভদ্র আর দেবী সুভদ্রা রত্নসিংহাসনে আসীন হওয়ার পর যখন শ্রীজগন্নাথ রথ থেকে নামছেন, তখন সিংহদ্বার মা লল্মীর আদেশে বন্ধ হয়ে যায়। এরকম বুল ভবিষ্যতে হবে না---এই প্রতিশ্রুতির পর সিংহদ্বার খুলে জগন্নাথদেবকে মন্দিরে ঢুকতে দেন মন্দিরের অধীশ্বরী মা মহালক্ষ্মী। আবার রত্নসিংহাসনের আগে জয় বিজয় দ্বার বন্ধ করে মা লক্ষ্মী নিজের রোষ প্রকাশ করেন। এই সময়ে জগন্নাথের সেবক এবং লক্ষ্মীর সেবিকাদের মধ্যে বচনিকা (যুক্তি-তর্ক,রাগ-অভিমান, কথা কাটাকাটি) আদানপ্রদান চলে, যাকে আমরা 'লক্ষ্মী-নারায়ণ কলহ' বলি। (শারদীয় দুর্গোৎসবে লক্ষ্মী-নারায়ণ রথসম এক পালকিতে সূর্যাস্তের পর দুর্গা-মাধব রূপে ৮ দিন মন্দির প্রাঙ্গণে এবং ৮দিন বাইরে স্থিত নারায়ণী মন্দিরে যাত্রা করেন। শ্রীক্ষেত্রে এটি 'গুপ্ত গুন্ডিচা যাত্রা' নামে ক্যাত)। যাই হোক, কলহযাপনের কিছু সময় পর বলভদ্র মা লক্ষ্মীকে ছোটভাইয়ের ভুলক্ষণা করে দিতে অনুরোধ করেছিলেন। পত্নীকে সন্তুষ্ট করতে যাত্রা থেকে আনা উপহারও রসগোল্লা (লক্ষ্মীর অত্যন্ত প্রিয় প্রসার) প্রদান করার পর মহালক্ষ্মীর মানভঞ্জন হয় এবং কলহর অন্ত ঘটে। শ্রীক্ষেত্রে প্রায় সমস্ত দেবী-দেবতার পীঠে এই দিনটিতে রসগোল্লা ভোগ দেওয়া হয়।

জ্যৈষ্ঠ শুক্ল একাদশীতে রুক্মিণী বিবাহের সময়ে যে-গাঁটছড়া পড়ে থাকে, নীলাদ্রি রূপী মহালক্ষ্মীর শাড়ি থেকে। কারণ শুক্ল চতুর্দশী রাতে চতুর্থী হোম পরস্পরার পর গৃহের মধ্যে এই প্রথম সাক্ষাৎ দু'জনের। এই বিশেষ পরস্পরা 'গাঁটছড়া খোলা নীতি' নামে পরিচিত, যা দাম্পত্য সম্পর্কের মধুর মুহূর্তে। এরপর মহালক্ষ্মী জগন্নাথর বন্দনা করে তাঁকে রত্নসিংহাসনে আসীন করে রথযাত্রা মহোৎসবের সমাপন করেন। মহালক্ষ্মীর রোষ প্রকাশের বিভিন্ন নীতি এবং শ্রীজগন্নাথের সবাইকে সন্তুষ্ট করার বিভিন্ন উপায় আসলে আমাদের সামাজিক এবং পারিবারিক সম্পর্কের মধুরতা ও প্রেম-বন্ধনের কথা বলে।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে করোনা ভ্যাকসিন প্রদানের কর্মসূচি। শনিবার। ছবি ঃ নিজস্ব

৩৯-হাজারের ঊর্ধ্বে সংক্রমণ, ভারতে কোভিডে মৃত্যু ৪.২০-লক্ষাধিক

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই (হি.স.): ভারতে ফের বাড়ল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ, আগের দিনের তুলনায় বাড়ল মৃত্যুর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৯,০৯৭ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৫৪৬ জনের। শুক্রবার সারাদিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৩৫,০৮৭ জন, ফলে ভারতে এই মুহূর্তে মোট সুস্থতার হার ৯৭.৩৫ শতাংশ। ভারতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৪,০৮,৯৭৭ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ৩,৪৬৪ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে কোভিড টেস্টের সংখ্যা ১৬,৩১,২৬৬। মোট টেস্টের সংখ্যা ৪৫.৪৫ কোটির গন্ডি ছাড়িয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৯,০৯৭ জন, নতুন করে ৩৯,০৯৭ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩,১৩,৩২,১৫৯। বিগত ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ৩,৪৬৪ জন, ফলে এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ১.৩১ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে ৪২.৭৮-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড-টিকাকরণ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৪২,৭৮,৮২,২৬১ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে মাত্র ৪২,৬৭,৭৯৯ জনকে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৫৪৬ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,২০,০১৬ জন (১.৩৪ শতাংশ)। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা আরও বাড়ল, শুক্রবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩৫,০৮৭ জন। ফলে শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,০৫,০৩,১৬৬ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৭.৩৫ শতাংশ।

গুরু পূর্ণিমার শুভেচ্ছা মোদীর এক-দিনের জন্য খুলল বেলুড় মঠ

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২৪ জুলাই (হি.স.): গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটার মারফত দেশবাসীকে গুরু পূর্ণিমার শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ শনিবার সকালে শুভেচ্ছা বার্তায় প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ”গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে হার্দিক শুভেচ্ছাঊ” গুরু পূর্ণিমা হল হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের ঐতিহ্য মতে পালিত একটি উৎসব, যাতে ”গুরু পূজা” সম্পন্ন করা হয় ঊ হিন্দু পুরাণ মতে, এই দিন ”মহাভারত” রচয়িতা মহির্ষি বেদব্যাস জন্মগ্রহণ করেছিলেন মুণি পরাশর ও মাতা সত্যবতীর ঘরেঊ ফলে এই দিনটিকে কখনও কখনও ”ব্যাস পূর্ণিমা”- ও বলা হয়ঊ হিন্দু ধর্মে আষাঢ়ের পূর্ণিমাকে ”গুরু পূর্ণিমা” হিসেবে ধরা হয় ঊ এই দিন গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর দিনঊ শুধু ভারতে নয়, এই দিনটি নেপালেও শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করা হয় । হিন্দু ধর্ম ছাড়াও বৌদ্ধ ধর্মেও এই দিনটির গুরুত্ব অপরিশীম শনিবার গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে একদিনের জন্য খুলল বেলুড় মঠ। সকাল ৭টা থেকে ১১টা ও বিকেল ৪ থেকে ৫টা পর্যন্ত মন্দির খোলা থাকবে। সম্পূর্ণ করোনা বিধি মেনে ভক্তদের মন্দিরে প্রবেশ করতে হবে। শুধুমাত্র মন্দিরই খোলা হয়েছে। তবে করোনার জেরে ফুল, মালা, প্রসাদ কিছু নিয়ে প্রবেশ নিষেধ।

‘পাকিস্তানের সঙ্গে থাকবে নাকি পৃথক রাষ্ট্রের মর্যাদা নেবে’, কাশ্মীর ইস্যুতে গণভোট চান ইমারন খান

ইসলামাবাদ, ২৪ জুলাই (হি.স.) : কাশ্মীর নিয়ে এক বড় সিদ্ধান্ত নিল পাকিস্তানের ইমরান খান সরকার। পাকিস্তানের সঙ্গে থাকবে, নাকি একটি পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে নিজেদের স্বীকৃতি দিতে চায় কাশ্মীরবাসীরা- তা নিয়ে এক গণভোটের আয়োজন করতে চায় পাক সরকার। তাঁর কথায়, গত এক শতাব্দী ধরে ‘মুক্তি’র জন্য যুদ্ধ করেছে কাশ্মীরবাসী। তাই এই সিদ্ধান্ত তাঁদের নিজেদের নেওয়া উচিৎ। ভারত বরাবরই জানিয়ে এসেছে জম্মু ও কাশ্মীর চিরকালই ভারতেরই অংশ ‘ছিল, আছে ও থাকবে’। কিন্তু পাকিস্তান বারবারই বিতর্ক উসকে দিয়েছে। ইমরানের এদিনের মন্তব্যেও সেই সুরই শোনা গেল।

আগামী রবিবার ২৫ জুলাই পাক অধিকৃত কাশ্মীরের তরল খল অঞ্চলে নির্বাচন। তার আগে প্রচারে এসে এক বিরোধী নেতার দাবি প্রত্যাখ্যান করেই এমন কথা জানালেন ইমরান। ওই নেতার দাবি ছিল, কাশ্মীরকে নিজেদের রাজ্য হিসেবেই রাখতে চায় পাকিস্তান। সেই দাবিকে উড়িয়ে এদিন ইমরান দাবি করলেন, কাশ্মীরিরা কী চান, সেটা তাঁদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হোক। তাঁর মতে, শিগগিরি এমন দিন আসবে যেদিন রাষ্ট্রসঙ্ঘের মত অনুসরণ করে কাশ্মীরের মানুষকেই এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে দেওয়া হবে। অর্থাৎ এবিষয়ে গণভোটের ‘টোপ’ দিলেন পাক প্রধানমন্ত্রী। কাশ্মীর ইস্যুতে প্রতিবেশী পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের বিরোধের অন্যতম কারণ। ২০১৯ সালের আগস্টে জম্মু ও কাশ্মীরের উপর থেকে বিশেষ মর্যাদা তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্তের পর থেকে পাকিস্তান বারবার বিষয়টির উত্থাপন করেছে রাষ্ট্রসঙ্ঘে। কিন্তু ভারত কড়াভাবে জানিয়ে দিয়েছে, এটা একান্তই দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়। এর সমাধানের জন্য অন্য কোনও দেশের সঙ্গে আলোচনা চায় না নয়াদিল্লি।

২৫-২৮ জুলাই জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখ সফরে কোবিন্দ, ঠাসা কর্মসূচি রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই (হি.স.): আগামী ২৫-২৮ জুলাই জম্মু ও কাশ্মীর ও লাদাখ সফরে যাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। ২৫-২৮ জুলাই ঠাসা কর্মসূচি রয়েছে রাষ্ট্রপতির। আগামী ২৬ জুলাই কার্গিল বিজয় দিবস, এই সফরে ২৬ জুলাই কার্গিল বিজয় দিবসের ২২ তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে কার্গিল যুদ্ধ স্মারকে শ্রদ্ধা জানাবেন রাষ্ট্রপতি।

এছাড়াও ২৭ জুলাই কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯ তম বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠান। পরবর্তী দিন ২৭ জুলাই শ্রীনগরে কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯ তম বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

বৃষ্টি ও ভূমিধসে মহারাষ্ট্রে মৃত ১৩৬, শুধু রায়গড়েই ৪৪

মুম্বই, ২৪ জুলাই (হি.স.): প্রবল বৃষ্টি ও ভূমিধসে লাফিয়ে লাফিয়ে মৃতের সংখ্যা বাড়ছে মহারাষ্ট্রে। মহারাষ্ট্রের ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী বিজয় ওয়াদেত্তিওয়ার জানিয়েছেন, শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত বৃষ্টি ও বর্ষা সংক্রান্ত কারণে মহারাষ্ট্রে মৃত্যু হয়েছে ১৩৬ জনের। শুধুমাত্র মহারাষ্ট্রের রায়গড় জেলাতেই মৃতের সংখ্যা ৪৪। রায়গড়ের জেলাশাসক নিধি চৌধুরী জানিয়েছেন, রায়গড় জেলার মাহাদে দু”টি স্থানে ধ্বংসস্তূপ থেকে ৪৪টি দেহ উদ্ধার হয়েছে। ৩৫ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। রায়গড় জেলার ৬টি স্থানে শুক্রবার ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে।

উত্তর প্রদেশে ট্রাক্টর-ট্রলিতে ট্রাকের ধাক্কায় মৃত ৪, আহত কমপক্ষে ১২ জন

বারাবাঙ্কি (উত্তর প্রদেশ), ২৪ জুলাই (হি.স.): উত্তর প্রদেশের বারাবাঙ্কি জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাক্টর-ট্রলিতে ধাক্কা মারল একটি ট্রাক। শুক্রবার রাতের এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের, এছাড়াও ১২ জন কমবেশি আহত হয়েছেন। শুক্রবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কুরসি রোডে। শনিবার সকালে পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার রাতে ট্রাক্টর-ট্রলিতে চেপে সীতাপুর জেলার বামুলা পারা গ্রামের বাসিন্দারা সাত্রিখ থানার অন্তর্গত নাগ দেবতা মন্দিরের মজিথা মেলায় যাচ্ছিলেন। পুলিশ সুপার যমুনা প্রসাদ জানিয়েছেন, কুরসি রোডে বদরুদ্দিন গ্রামের কাছে তাঁদের ট্রাক্টর-ট্রলিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে একটি ট্রাক। দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৪ জনের এবং ১২ জন আহত হয়েছেন। মৃতদের নাম-সন্তোষ (৪০), বীরেন্দ্র (২৫), ছোটু (৩৫) ও ময় দেবী (৫০)। আহত ১২ জনের মধ্যে ৫ জনের শারীরিক অবস্থা সঙ্কটজনক।

ভুয়ো বন্দুক লাইসেন্স মামলা : শ্রীনগর-সহ ২২টি ঠিকানায় সিবিআই তল্লাশি

শ্রীনগর, ২৪ জুলাই (হি.স.): ভুয়ো বন্দুক ও অস্ত্র দুর্নীতি মামলায় আরও তৎপর সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)। এই মামলায় শনিবার শ্রীনগর-সহ জম্মু ও কাশ্মীরের ২২টি ঠিকানায় তল্লাশি অভিযান চালাল সিবিআই। সিবিআই সূত্রের খবর, ভুয়ো বন্দুক ও অস্ত্র দুর্নীতি মামলায় শনিবার জম্মু ও কাশ্মীরের মোট ২২টি ঠিকানায় তল্লাশি চালানো হয়েছে। ২২টির মধ্যে কাশ্মীরের ১২টি ঠিকানা ও জম্মুর ১০টি ঠিকানায় তল্লাশি চালানো হয়েছে।

শ্রীনগর শহরের তুলসী বাগ এলাকায় সরকারি কোয়ার্টারেও তল্লাশি চালিয়েছেন সিবিআই আধিকারিকরা। ২০১৮ সালে ভুয়ো বন্দুক ও অস্ত্র দুর্নীতি মামলার তদন্তভার সিবিআই-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল, সেই মামলাতেই শনিবার তল্লাশি চালিয়েছে সিবিআই। সিবিআই-এর আগে এই মামলার তদন্ত করেছিল রাজস্থানের সন্ত্রাস-বিরোধী স্কোয়াড (এটিএস)। এটিএস তদন্তে জানতে পারে, জাল নথির ভিত্তিতে ৪০ হাজার ভুয়ো বন্দুকের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল।

ভুয়ো বন্দুক লাইসেন্স মামলা : শ্রীনগর-সহ ৪০টি ঠিকানায় সিবিআই তল্লাশি

শ্রীনগর, ২৪ জুলাই (হি.স.): ভুয়ো বন্দুক ও অস্ত্র দুর্নীতি মামলায় আরও তৎপর সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)। এই মামলায় শনিবার দিল্লি ও শ্রীনগর-সহ মোট ৪০টি ঠিকানায় তল্লাশি অভিযান চালাল সিবিআই। সিবিআই সূত্রের খবর, ভুয়ো বন্দুক ও অস্ত্র দুর্নীতি মামলায় শনিবার জম্মু ও কাশ্মীরের মোট ২২টি ঠিকানায় তল্লাশি চালানো হয়েছে। ২২টির মধ্যে কাশ্মীরের ১২টি ঠিকানা ও জম্মুর ১০টি ঠিকানায় তল্লাশি চালানো হয়েছে।

জম্মু-কাশ্মীরের জম্মু, শ্রীনগর, উধমপুর, রাজৌরি, অনন্তনাগ, বারামুল্লায় তল্লাশি চালানো হয়। শ্রীনগর শহরের তুলসী বাগ এলাকায় সরকারি কোয়ার্টারেও তল্লাশি চালিয়েছেন সিবিআই আধিকারিকরা। এছাড়াও তৎকালীন আইএএস অফিসারের অফিস ও বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশি চালানো হয় প্রায় ২০টি গান হাউসে। ২০১৮ সালে ভুয়ো বন্দুক ও অস্ত্র দুর্নীতি মামলার তদন্তভার সিবিআই-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল, সেই মামলাতেই শনিবার তল্লাশি চালিয়েছে সিবিআই। সিবিআই-এর আগে এই মামলার তদন্ত করেছিল রাজস্থানের সন্ত্রাস-বিরোধী স্কোয়াড (এটিএস)। এটিএস তদন্তে জানতে পারে, জাল নথির ভিত্তিতে জম্মু ও কাশ্মীরের বাসিন্দা নন এমন ব্যক্তিদের ৪০ হাজার ভুয়ো বন্দুকের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল। ভুয়ো বন্দুকের লাইসেন্স ইস্যু করেছিলেন তৎকালীন একজন আইএএস অফিসার।

পেগাসাস আতঙ্কে ফোন ও নম্বর বদল করলেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট

প্যারিস, ২৪ জুলাই (হি.স.): ইজরায়েলী স্পাইওয়্যার পেগাসাস আতঙ্কে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। পেগাসাস জুজু থেকে সুরক্ষিত থাকতে এবার তিনি নিজের মোবাইল ফোন পালটে ফেললেন ম্যাক্রোঁ। শুধু তাই নয় নম্বরও বদলে ফেলেছেন তিনি। যদিও বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে নারাজ ফরাসি সরকার। মুখপাত্র গ্যাব্রিয়েল আত্তালের বক্তব্য, প্রেসিডেন্ট অনেক ফোন নম্বর ব্যবহার করেন। তাই নম্বর বদলানো কোনও বিষয় না।

ভারতে পেগাসাসের কীর্তি ফাঁস হওয়ার পরপরই জানা যায়, মরক্কোর তরফে ওই ইজরায়েলী স্পাইওয়্যার কাজে লাগিয়ে আড়ি পাতা হচ্ছিল ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর ফোনেও। প্যারিস এ নিয়ে তদন্তের তোড়জোড় শুরু করলেই মরক্কো সেই অভিযোগ খারিজ করে দেয়। এই বিষয়টি সামনে আসতেই তড়িঘড়ি নিজের ব্যবহৃত ফোন ও ফোন নম্বর পালটে নিয়েছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ।

যদিও সরকারি মুখপাত্র গ্যাব্রিয়েল আত্তাল বলছেন, ”উনি একটি নয়, নতুন বেশ কয়েকটি নম্বর নিয়েছেন। তবে তার সঙ্গে পেগাসাসের কোনও সম্পর্ক নেই। প্রেসিডেন্ট অনেক নম্বরই ব্যবহার করছেন। বাড়তি সুরক্ষার জন্যই এতগুলো নম্বর নেওয়া।”

বঙ্গভবনে ২৮ জুলাই বৈঠক মমতার ডাকছেন বিজেপি বিরোধী নেতাদেরও

কলকাতা, ২৪ জুলাই (হি.স.) : আগামী ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচন মাথায় রেখে জাতীয় রাজনীতিতে বিজেপি বিরোধী শক্তিগুলিকে একজোট করতে উদ্যোগী হচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ২১ জুলাইয়ে ভার্চুয়াল সভায় নিজের ভাষণে নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহ জোটকে রুখতে এবার ২৮ জুলাই রাজধানীর বঙ্গভবনে বিজেপি-বিরোধী নেতাদের নিয়ে বৈঠক শুরু হতে চলেছে।

সূত্রের খবর, নয়াদিল্লিতে বঙ্গভবনে সভা করবেন তৃণমূল নেত্রী। বেলা তিনটেয় সভা শুরু। সেখানে ডাকা হচ্ছে বিজেপি বিরোধী দলগুলিকেও। প্রসঙ্গত, গত ২১ জুলাই মমতার শহিদ স্মরণ সভার রেশ রাজ্যের গণ্ডীর বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে। কোভিড-১৯ আবহে দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে মমতার ভাষণ শোনানোর আয়োজন করেছিল তৃণমূল। সেখানে ভাষণ শুনতে এসেছিলেন শীর্ষ কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরম, এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পওয়ার।ভাষণে মমতা পেগাসাস অ্যাপের মাধ্যমে বিরোধী নেতাদের ফোনে আড়ি পাতার অভিযোগকে হাতিয়ার করে মুখর হন। জানান, মোদী সরকারের বিরুদ্ধে সবাইকে নিয়ে এগতে হবে। বিজেপি বিরোধী দলগুলি শাসিত রাজ্যগুলির নেতৃত্বকেও সঙ্গে নিতে চান তিনি। অর্থাতমোদী-বিরোধী রাজনীতির প্রেক্ষাপট তৈরির একটি প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই চালু রয়েছে। তার মধ্যেই দিল্লিতে পা রেখে তাতে মমতা নতুন মাত্রা যোগ করতে চলেছেন বলে মনে করছে পর্যবেক্ষক মহল।

তৃণমূল সূত্রের খবর, ২৮ জুলাই দিল্লিতে দলের সাংগঠনিক বৈঠক করছেন মমতা। তিনি সহ তৃণমূলের কয়েকজন শীর্ষ নেতা থাকবেন। বঙ্গভবন ২ এর লনে কোভিড প্রটোকল মেনে হবে বৈঠক। থাকবেন ১০০ জনের মতো অতিথি। অতিথি হিসাবে কাদের ডাকা হবে, সেই তালিকা তৈরি হচ্ছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে বিরাট সাফল্যের নেপথ্যের কারিগর ভোটকুশলী প্রশান্ত কুমারের তত্ত্বাবধানে। সব মিলিয়ে রাজধানীকে মোদী বিরোধী লড়াইয়ের অন্যতম কেন্দ্র করে তুলতে চলেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। বিজেপি ইতিমধ্যেই মমতার রাজ্যের বাইরে পা রাখার উদ্যোগকে কটাক্ষ করা শুরু করেছে।

আফগান সীমান্তে সেনা মোতায়েন করছে পাকিস্তান, শঙ্কিত কাবুল

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই (হি.স.): আফগানিস্তান সীমান্তে সেনা মোতায়েন করছে পাকিস্তান। সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধাসেনা সরিয়ে আফগান সীমান্ত বরাবর সেনাবাহিনী মোতায়েন করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পাক অভ্যন্তরীণ বিষয়ক (স্বরাষ্ট্র) মন্ত্রী শেখ রশিদ আহমেদ। সীমান্তে সেনা মোতায়েনে পাকিস্তান স্থিতিশীলতা বজায় রাখার যুক্তি দিলেও বিষয়টি নিয়ে আতঙ্কিত আফগানিস্তান।

আমেরিকা সেনা প্রত্যাহার শুরু করার পরেই আফগানিস্তান জুড়ে সক্রিয়তা বেড়েছে তালিবানের। ইতিমধ্যেই ইরান সীমান্তবর্তী ইসলাম কালা এবং তুর্কমেনিস্তান সীমান্ত লাগোয়া টোরঘুন্ডি শহরের দখল নিয়েছে তারা। চলতি সপ্তাহের গোড়ায় পাকিস্তানের বালুচিস্তান প্রদেশ লাগোয়া স্পিন বল্ডোক শহরও তালিবানের দখলে চলে গিয়েছিল। কিন্তু কন্দহর প্রদেশের ওই শহর পুনর্দখলের লক্ষ্যে নতুন করে অভিযানে নেমেছে পাক সেনা। সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধাসেনা সরিয়ে আফগান সীমান্ত বরাবর সেনাবাহিনী মোতায়েন শুরু করেছে ইমরান খান সরকার। এবিষয়ে শনিবার পাক অভ্যন্তরীণ বিষয়ক (স্বরাষ্ট্র) মন্ত্রী শেখ রশিদ আহমেদ এ কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, “আফগানিস্তানে সরকার এবং তালিবানের সংঘর্ষের জেরে সীমান্তে ক্রমশই উত্তেজনা বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে ফ্রন্টিয়ার কনস্টেব্যুলারি বাহিনীকে সরিয়ে কিছু সীমান্ত চৌকির দায়িত্ব সেনাকে দেওয়া হয়েছে।” আফগানিস্তানে নতুন করে শুরু হওয়া গৃহযুদ্ধের জেরে সীমান্ত পেরিয়া বহু শরণার্থী পাকিস্তানে আশ্রয় নিচ্ছে বলে জানিয়েছেন রশিদ।

তবে ইসলামাবাদের তরফে সীমান্তে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার যুক্তি দেওয়া হলেও আফগানিস্তানের সংবাদমাধ্যম তা মানতে নারাজ। তাদের অভিযোগ, তালিবান জঙ্গিদের সহায়তার উদ্দেশ্যেই খাইবার-পাখতুনখোয়া এবং বালুচিস্তান সীমান্ত বরাবর অবস্থান নিচ্ছে পাক ফৌজ। প্রসঙ্গত, আফগান প্রেসিডেন্ট আশরফ গনিও সম্প্রতি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তালিবানকে মদত দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন।

সময়ের দ্বিতীয় ডোজ না নিলে কমতে পারে কার্যকারিতা, কোভ্যাক্সিনের আকালে শঙ্কা বাড়ছে রাজ্যে, কোভ্যাক্সিনের আকালে শঙ্কা বাড়ছে রাজ্যে

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই (হি.স.): নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করোনার দ্বিতীয় ডোজ না নিলে ভ্যাকসিনের ক্ষমতা কমে। একটা সময়ে প্রথম ডোজের কার্যকারিতা শূন্যে নেমে আসতে পারে। রাজ্যে কোভ্যাক্সিনের জোগান কমে যাওয়ায় এমনটাই আশঙ্কা প্রকাশ করছেন বিশেষজ্ঞরা।

গত রবিবার রাজ্যে ৪০ হাজার ডোজ কোভ্যাক্সিন আসে। এরপর থেকে হাপিত্যেশ করে বসে থাকাই সার। গত পাঁচদিনে একটিও কোভ্যাক্সিনের ভায়াল রাজ্যে আসেনি। ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে। সরকারি-বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কোভ্যাক্সিন না পেয়ে বাড়িমুখো উপভোক্তারা। এই ঘটনায় সিঁদুরে মেঘ দেখছেন ক্লিনিক্যাল ফার্মাকোলজির বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের অভিমত, নিয়ম অনুযায়ী প্রথম ডোজ নেওয়ার ৪-৬ সপ্তাহের মধ্যে দ্বিতীয় ডোজ নিতে হয়। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে না নিলে প্রথম ডোজের ক্ষমতা ক্রমশ কমতে শুরু করে। একটা সময়ে প্রথম ডোজের কার্যকারিতা একেবারেই কমে যায়।সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় ডোজকে প্রথম ডোজ হিসাবে ধরা যেতে পারে। ফলে যাঁরা ৪-৬ সপ্তাহ পরেও কোভ্যাক্সিনের দ্বিতীয় ডোজ নিতে পারবেন না তাঁদের টিকা কীভাবে হবে তা নিয়ে শুক্রবার জরুরি ভিত্তিতে জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকদের সঙ্গে স্বাস্থ্যকর্তারা আলোচনা করেন।

জানা গিয়েছে, খাস কলকাতার এম আর বাঙুর-সহ একাধিক সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কোভ্যাক্সিনের দ্বিতীয় ডোজ না পেয়ে ফিরে গেছেন অনেকেই। চাহিদা মেটাতে এখনই প্রায় ২ লক্ষ ১৪ হাজার ডোজ কোভ্যাক্সিন দরকার। এরমধ্যে ১ লক্ষ ৭০ হাজার দ্বিতীয় ডোজ এবং বাকিটা যাঁরা প্রথম ডোজের জন্য নাম নথিভুক্ত করেছেন।তবে শুক্রবার রাজ্যে প্রায় পাঁচ লাখ ডোজ কোভিশিল্ড ভ্যাকসিন আসে। গত মঙ্গলবার এসেছিল প্রায় সাড়ে ৯ লক্ষ ডোজ কোভিশিল্ড।

আগাগোড়া উত্তম মেধা, বিতর্কিতও, জহর সরকারের মনোনয়নে মিশ্র প্রতিক্রিয়া

কলকাতা, ২৪ জুলাই (হি স)। আগাগোড়া উত্তম মেধা, বিতর্কিতও। রাজ্যসভায় তৃণমূলের তরফে জহর সরকারের মনোনয়নে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

কে এই জহর সরকার? সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের প্রাক্তনী, প্রেসিডেন্সি কলেজের (অধুনা বিশ্ববিদ্যালয়) ঠাত্র হিসাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক হন। এরপর প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস এবং সমাজবিদ্যা নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডবল এমএ, পরবর্তীতে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ও সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও উচ্চশিক্ষা লাভ করেন।

জহরবাবু শুধু প্রাক্তন আইএএস অফিসারই নন, তিনি পশ্চিমবঙ্গের বিক্রয় কর কমিশনারও ছিলেন। হয়েছিলেন ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের সচিব এবং প্রসার ভারতীর সিইও।

জহরবাবুর পেশাগত জীবন শুরু হয় আশির দশকে। ১৯৭৫ সালে তিনি আইএএস অফিসার হন। নয়ের দশকে পশ্চিমবাংলার বিক্রয় কর কমিশনার পদে আসেন। এরপর ২০০৬ সালে দিল্লিতে ডেভলপমেন্ট কমিশনার ফর মাইক্রোর অতিরিক্ত সচিব হন। ২০০৮ সালে ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের সচিবের পদে আসীন হন জওহরবাবু। কিছু দিন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকেরও সচিব ছিলেন।

অন্য মহলের মতে, “স্বার্থপর হিসাবে ঘনিষ্ঠমহলে পরিচিতি আছে জহরবাবুর। বাঙালি কিন্তু বাংলার জন্য কিছু করেন নি আর করবেন না। তিন ভাই। জহর, গান্ধী, সুভাষ। বড় জন আইএএস, পরের জন রিলায়েন্সে উঁচু জায়গায় আছে। দিল্লিতে মোদীর সাথে বনিবনা না হওয়ার জন্য, কলকাতা ফিরে যেতে বাধ্য হন। রাজনৈতিক ভাবে তৃণমূলের কোনও লাভ হবে না। এর চেয়ে যশবন্ত সিনহা ভালো প্রার্থী ছিলেন।“ যদিও, তৃণমূল যাঁকে মনোনীত করবে, তিনিই যাবেন রাজ্যসভায়। অন্য কোনওয়দলের মতামত এখানে মূল্যহীন।

জহরবাবুর নিজের কথায়, “অনেকেই জানেন আমি মোদী সরকার থেকে ইস্তফা দিয়ে চলে এসেছি ৫ বছর আগে। তারপর থেকে আমি ক্রমাগত তাঁর নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করে গিয়েছি, লিখেছি, বক্তব্য রেখেছি। আমার উপর তাঁরা বিভিন্ন রকমের স্নায়ুর চাপও রেখেছে। এই মোদী সরকারের দুর্নীতি ও ত্রুটি মানুষের সামনে তুলে ধরার আরেকটা সুযোগ দেওয়া হল আমাকে। সেই সঙ্গে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করারও সুযোগ পেলাম।

করোনায় প্রয়াত বাংলাদেশের গণসঙ্গীত শিল্পী ফকির আলমগীর

ঢাকা, ২৪ জুলাই (হি. স.) : করোনায় প্রয়াত বাংলাদেশের কিংবদন্তী গণসঙ্গীত শিল্পী ফকির আলমগীর। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। শুক্রবার রাত দশটা ৫৬ মিনিটে রাজধানী ঢাকার ইউনাইটেড হাসপাতালের আইসিইউতে টানা চারদিন লাইফ সাপোর্টে থাকার পরে প্রয়াত হন তিনি। আলমগীরের অকাল প্রয়াণে দেশের সংস্কৃতিমহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

দেশের গণসঙ্গীতের সম্রাটের প্রয়ানে শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, বিদেশ মন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব এবং সমাজের বিভিন্ন পেশার বিশিষ্টজনেরা। ফকির আলমগীরের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জানিয়ে বরেণ্য সঙ্গীত শিল্পীর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ‘দেশের সঙ্গীতাঙ্গনে বিশেষ করে গণসঙ্গীতকে জনপ্রিয় করে তুলতে তাঁর ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে থাকবে’। প্রসঙ্গত, গত ১৪ জুলাই প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হন গণসঙ্গীতের সম্রাট ফকির আলমগীর। বাড়িতে থেকে চিকিৎসা চলছিল। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে তাঁর জ্বর ও শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায়। চিকিৎসকদের পরামর্শে দ্রুত তাঁকে ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হওয়ায় গত রবিবার আইসিইউ থেকে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়। শুক্রবার চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই হৃদরোগে আক্রান্ত হন। এরপর রাতেই তিনি না ফেরার দেশে চলে যান। ১৯৫০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ফরিদপুরের ভাঙ্গা থানার কালামৃধা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ফকির। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

কোভিড সংক্রমণের হার ঊর্ধ্বগামী, ব্রাজিলে কোভিডে ১,২৮৬ জনের মৃত্যু

রিও ডি জেনেইরো, ২৪ জুলাই (হি.স.): ব্রাজিলে কোভিড সংক্রমণের হার ক্রমেই ঊর্ধ্বগামী, মৃত্যুর সংখ্যাও বাড়ছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনা-সংক্রমিত ১,২৮৬ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে ৫ লক্ষ ৪৮ হাজারেরও বেশি করোনাভাইরাসে- সংক্রমিত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৫ হাজার ৪৬০ জন, সবমিলিয়ে ব্রাজিলে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৯,৬৩২,৪৪৩ জন। ব্রাজিলের স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, শুক্রবার সারাদিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৪৫,৪৬০ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে এযাবৎ ব্রাজিলে ১৯,৬৩২,৪৪৩ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ১,২৮৬ জনের মৃত্যুর পর ব্রাজিলে মোট মৃত্যু হয়েছে ৫ লক্ষ ৪৮ হাজার ৪২০ জনের। ব্রাজিলে ইতিমধ্যেই করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ১৮,৩৩১,৪৬২ জন।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

পার্টির জমাটি স্টার্টার

চিকেন মোল্টেন ফিঙ্গার

উপকরণ: বোনলেস চিকেন ব্রেস্ট (সরু করে কাটা) ৪ টুকরো, আদা-রসুন বাটা ২ চা চামচ, কালোমরিচ গুঁড়ো এক চিমটে, সরষে গুঁড়ো এক চিমটে, পাতিলেবুর রস ১ চা চামচ, নুন স্বাদ মতো, কাঁচা লঙ্কা কুচি আধ চা চামচ, পার্সলে পাতা কুচি ১/৪ চা চামচ, কাঁচা লঙ্কা বাটা ১/৪ চা চামচ, চিজ ২ টেবিল চামচ, ফ্রেশ ব্রেড ক্রাম্বস (কোটিংয়ের জন্য), ডিমের সাদা অংশ (ফেটানো), ভাজার জন্য সাদা তেল।

প্রণালী: নুন, পাতিলেবুর রস, আদা-রসুন বাটা, মরিচ গুঁড়ো, সরষে গুঁড়ো দিয়ে চিকেন ম্যারিনেট করে রাখুন। চিজ, পার্সলে পাতা কুচি, কাঁচা লঙ্কা কুচি মিশিয়ে একটা পুর তৈরি করুন। এ বার চিকেন ব্রেস্টের মধ্যে সেটা ভরে রোল করে মুড়ে নিন। সেগুলো একে একে ডিমের সাদা অংশে ডুবিয়ে, ফ্রেশ ব্রেড ক্রাম্বস মাখিয়ে কম আঁচে ডুবো তেলে ভেজে নিলেই তৈরি চিকেন মোল্টেন ফিঙ্গার।

চিংড়ির চটপটি

উপকরণ: চিংড়ি ২০০ গ্রাম, আদা-রসুন বাটা ২ চা চামচ, শা-মরিচ এক চিমটে, নুন স্বাদ মতো, কাঁচা লঙ্কা বাটা ১ চা চামচ, কর্নফ্লাওয়ার ৪ চা চামচ, ডিম (ব্যাটারের জন্য), সাদা তেল পরিমাণ মতো, নারকেল কোরা ২ চা চামচ, পেঁয়াজ কুচি ১ চা চামচ, শুকনো লঙ্কা ২টি, ধনেপাতা কুচি ১ চা চামচ।

প্রণালী: ডিম, নুন, আদা-রসুন বাটা, কাঁচা লঙ্কা বাটা, শা-মরিচ আর কর্নফ্লাওয়ার একসঙ্গে মিশিয়ে চিংড়িগুলো তাতে মাখিয়ে ডুবো তেলে ভেজে তুলে নিন। এ বার প্যানে আবার তেল গরম করে নারকেল কোরা, পেঁয়াজ কুচি, নুন, কাঁচা লঙ্কা, শুকনো লঙ্কা দিয়ে চিংড়িগুলো মিশিয়ে টস করে নিলেই তৈরি স্টার্টার। গরম গরম পরিবেশন করুন।

মিষ্টি দই গলৌটি

উপকরণ: মিষ্টি দই (জল ঝরিয়ে নিতে হবে) ১৫০ গ্রাম, চিনি গুঁড়ো ২৫ গ্রাম, রোস্টেড চানা গুঁড়ো ২৫ গ্রাম, এলাচ গুঁড়ো এক চিমটে, ঘি পরিমাণ মতো।

প্রণালী: পুরো রান্নাটাই ঘিয়ে হবে। দই, চিনি, রোস্টেড চানা গুঁড়ো ও এলাচ গুঁড়ো মিশিয়ে নিয়ে প্যানে ঘি গরম করে অল্প আঁচে রান্না করে নিন। নামিয়ে একটু ঠান্ডা হলে চ্যাপ্টা কাবাবের আকারে গড়ে নিয়ে ফের ঘিয়ে শ্যালো ফ্রাই করুন। উপরে ক্রিম ও চকো চিপস দিয়ে পরিবেশন করুন।

লঙ্কা লইট্যা ফ্রিটার্স

উপকরণ: লোটে মাছ ৬টি, নুন স্বাদ মতো, শা-মরিচ এক চিমটে, রসুন বাটা ১ চা চামচ, কাঁচা লঙ্কা বাটা ১ চা চামচ, কর্নফ্লাওয়ার ৫ চা-চামচ, ধনেপাতা বাটা ১ চা চামচ, ডিম (ব্যাটারের জন্য) ১টি, সাদা তেল পরিমাণ মতো, বেকিং পাউডার অল্প।

প্রণালী: লোটে মাছের কাঁটা ছাড়িয়ে নিয়ে টুকরো করে নিতে হবে প্রথমে। নুন, কাঁচা লঙ্কা বাটা, মরিচ গুঁড়ো, রসুন বাটা দিয়ে লোটে মাছগুলো ম্যারিনেট করে রাখতে হবে। এ বার ডিম, কর্নফ্লাওয়ার, কাঁচা লঙ্কা বাটা, ধনেপাতা বাটা আর নুন দিয়ে একটা সবুজ ব্যাটার তৈরি করে তার মধ্যে ম্যারিনেট করে রাখা মাছের টুকরোগুলো ডুবিয়ে ভেজে নিতে হবে। কাসুন্দির সঙ্গে গরম গরম পরিবেশন করুন।

চিংড়ি টফি

উপকরণ: চিংড়ি ৩০০ গ্রাম, লাল লঙ্কা বাটা ১/৪ চা চামচ, হলুদ গুঁড়ো এক চিমটে, নুন স্বাদ মতো, চিনি স্বাদ অনুযায়ী, কাঁচা লঙ্কা বাটা ১/৪ চা চামচ, কর্নফ্লাওয়ার অল্প, আদা-রসুন বাটা ১ চা চামচ, পার্সলে পাতা কুচি আধ চা চামচ, ধনেপাতা কুচি আধ চা চামচ, পেঁয়াজ কুচি ২ চা চামচ।

সসের জন্য: রসুন কুচি ১/৪ চা চামচ, আদা কুচি ১/৪ চা চামচ, কাঁচা লঙ্কা কুচি ১/৪ চা চামচ, শুকনো লঙ্কা (বীজ ছাড়ানো) বাটা আধ চা চামচ, টম্যাটো বাটা ২ চা চামচ, নুন স্বাদ মতো, পাতিলেবুর রস স্বাদ মতো, তেল ২-৩ চা চামচ।

টাকার জোরে সমৃদ্ধ হয় শিশুর শব্দভাণ্ডার? কী বলছে গবেষণা

শব্দ কই? কে ভাল অভিভাবক, তা নিয়ে বিতর্ক ছিল। থাকবে। আগে বলা হত সন্তান পালনের ক্ষেত্রে শব্দই সম্পদ। কোন কথা শিশুর সামনে আলোচিত হবে, তার উপরে অনেকটাই নির্ভর করবে তার জীবনবোধ। কিন্তু হালের গবেষণা বলছে, সম্পত্তিই শব্দ নিয়ন্ত্রণ করে।

'ডেভেলপমেন্টাল সায়েন্স' নামক এক পত্রিকায় ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। সেখানেই এমন দাবি করেছেন গবেষকেরা। তাঁদের বক্তব্য, অর্থাভাবের কারণে অনেক সময়ে সন্তানের সঙ্গে কম বাক্যালাপ করেন বাবা-মায়েরা। তার প্রভাব পড়ে সন্তানের শব্দ-শিক্ষার উপরে। বাড়িতে যত কম কথা হয়, ততই কম শব্দ শেখে শিশু। ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মহেশ শ্রীনিবাসনের নেতৃত্বে হয়েছিল একটি সমীক্ষা।

কৈশোর কি শুধু আহ্লাদের? সন্তানকে কোন কাজ শেখাবেন এ সময়ে আগে ভাবা হতো মা-বাবা হওয়ার প্রাক্কালে কিছু কথা জানতে পারলে সুবিধা হয় শিশুকে বড় করতে। হবু বাবা-মায়েদের সে ভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থাও হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। কিন্তু এই গবেষণার ফল নতুন করে ভাবাচ্ছে সকলকে। গবেষকেদের বক্তব্য, একই মানুষের আচরণ এক-এক রকম হয় মাসের বিভিন্ন সময়ে। আর সেই আচরণই নানা ভাবে প্রভাব ফেলে শিশুর বড় হয়ে ওঠার সময়ে।

গবেষকেরা জানিয়েছেন, এর মানে এমন নয় যে, বাড়িতে অনটন চলা মানেই অভিভাবকের সঙ্গে কথোপকথন থাকবে না শিশুর। কিন্তু সেই আলাপ-আলোচনা থেকে শিশু কতটা সমৃদ্ধ হচ্ছে, তা নির্ভর করে বাবা-মায়ের মানসিক পরিস্থিতির

তিনি বলেন, অর্থের টানাটানি সংসারের পরিবেশে কী ভাবে প্রভাব ফেলে, তা জানতে চেয়েছিলাম আমরা। সে কারণেই সমীক্ষা চালানো হয়। বাবা-মায়েরা যখন টাকা জোগাড় করার চিন্তায় মগ্ন থাকেন, তখন বাড়ির শিশুটির কী হয়? এ কথা জানতে গিয়েই তাঁরা দেখেন, শব্দের জোগানে টান পড়ে টাকার অভাব থাকলে।

সন্তানের জন্মের পরে অবসাদে ভুগছেন বাবা? এমনও হয় নাকি উপরে। আর মানসিক অবস্থা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে অর্থের জোগানের দ্বারা।

ফলে কোন কথা শুনে সন্তান বড় হচ্ছে, তার অনেকটাই নির্ভর করছে পারিবারিক আয়ের উপরে। কারণ, মাথায় যদি সর্বক্ষণ খাদ্যের জোগানের চিন্তা ঘুরপাক খেতে থাকে কোনও অভিভাবকের, তাঁর পক্ষে শিশুর সার্বিক বৃদ্ধির কথা মাথায় রেখে চলা কঠিন হতেই পারে। এমনই দাবি করা হয়েছে গবেষণায়।

মেয়েরা আবার পর্ন দেখে নাকি? দেখলেও কোন ধরনের পর্ন পছন্দ তাদের

যে ভিডিয়োয় দেখায় মেয়েরা যৌনসুখ উপভোগ করছে, তা দিব্যি লাগে। তার সঙ্গে অন্য কোনও পর্নের তুলনা হয় না!

বক্তব্যটি এক মহিলার। এ শহরের একটি তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার ইঞ্জিনিয়র। নাম নবনীতা রায়। বয়স ৩৭।

মেয়েরা আবার পর্ন দেখে নাকি? দেখলেও বলে নাকি! এমন ভাবনা ইতিমধ্যে অনেকের মনেই ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে।

যৌনতা নিয়ে আলোচনা থেকে ভিডিয়ো দেখা, সবই পুরুষদের ক্ষেত্র। এমনই ধরে নেওয়া হয় অধিকাংশ সময়ে। কিন্তু বাস্তব ও ধারণার মাঝে দূরত্ব ছিলই। আরও বেড়েছে। স্মার্ট ফোন আর ব্যক্তিগত ল্যাপটপের এই যুগে আরও বেশি সংখ্যক মহিলা এমন ভিডিয়োর দিকে ঝুঁকছেন। আন্তর্জাতিক এক পর্ন সাইট সম্প্রতি সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছে, তাদের প্রতি দশজন গ্রাহকের মধ্যে অন্তত তিনজন মহিলা।

কী ধরনের পর্ন দেখতে পছন্দ করে মেয়েরা? জানতে ইচ্ছা করবেই। কিন্তু এক শব্দে এ কথার কোনও উত্তর হয় না। ১৭ থেকে ৫৭, নানা বয়সের মহিলাদের সঙ্গে কথা বলে এমনই তথ্য মেলে। ছেলেরাও যেমন নানা ধারার পর্ন দেখতে ভালবাসে, মেয়েরাও তেমনই। পরিস্থিতি, বয়স, অভিজ্ঞায় প্রেক্ষিতের সঙ্গে বদলে যায় পছন্দ। কখনও বন্ডেজ দেখতে ভাল লাগে তো কখনও অ্যানিমেশনেই মন যায়। কোনও সময়ে জাপানের পর্ন বেশি দেখা হয়, তো কোনও বয়সে ভারতীয়। তবে মহিলাদের চাহিদার ধরনে একটি মিল পাওয়া যাচ্ছে। তা কেমন?

মেয়েদের যৌনচাহিদা যেখানে গুরুত্ব পাবে, তা-ই তুলনায় বেশি জনপ্রিয়। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সমীক্ষায় এ কথা উঠে এসেছে। এ শহরের মেয়েদের সঙ্গে কথা বলেও তেমনই জানা যাচ্ছে। এমন কিছু দেখতে হবে, যেখানে তার ইচ্ছা মূল্য পায়।

এক সময়ে পর্ন ছবি বানানো হত মূলত পুরুষ দর্শকের কথা মাথায় রেখে। পুরুষ মানেই মহিলাদের সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হতে পছন্দ করবে, সে কথাও ধরে নেওয়া হত। ফলে মহিলারা থাকত সে সব ছবিতে ছাহিদার বস্তু হিসাবে। এক অর্থে পণ্য। এই ধারণার উপরে ভিত্তি করেই একটি কল্পজগৎ তৈরি হতো। শুধু পর্ন কেন, সাধারণ চলচ্চিত্র থেকে বিজ্ঞাপনেও সে ভাবনার স্পষ্ট ছাপ থাকত। এখনও থাকে বহু ক্ষেত্রে।

তবে সময়ের সঙ্গে সবেতেই কিছু বদল এসেছে। পর্নও তার বাইরে নয়। মহিলা গ্রাহক যত বাড়ছে, তত তাদের পছন্দের দিকে নজরও দেওয়া হচ্ছে। আবার মহিলাদের পছন্দে গুরুত্ব দিয়ে নতুন ধরনের ভিডিয়ো তৈরি হওয়ায় বাড়ছে গ্রাহকের সংখ্যাও। সম্প্রতি এক পর্ন সাইটের তরফে জানানো হয়েছে, সমকামী নারীদের যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হওয়ার ভিডিয়ো সবচেয়ে বেশি দেখেন তাদের মহিলা গ্রাহকেরা। তাই সে ধরনের ভিডিয়োর জোগান বাড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে। শহরের এক বেসরকারি সংস্থার কর্মী সুচরিতা সাহার পছন্দও তেমন। বলেন, "আমি সমকামী নই। কিন্তু দু'জন মহিলার যৌনসঙ্গমের ভিডিয়ো দেখতে ভাল লাগে। এর একটাই কারণ, সেখানে মহিলাদের পছন্দই প্রাধান্য পায়। নিজের চাহিদার সঙ্গে মিল দেখতে পাই।" পর্ন দেখে যে উত্তেজনা অনুভব করতে চান, তা পাওয়া যায় সেখানে। একজন পুরুষ কোনও পছন্দের নারীর সঙ্গে সঙ্গমে কী সুখ পেলেন, তা দেখে আনন্দ পান না তিনি।

তবে কি মহিলারা শুধু সমকামী পর্ন দেখে থাকেন? তেমন কিন্তু একেবারেই বলা চলে না। মহিলাদের পছন্দে নজর দিয়ে অন্য ধারার পর্নও তৈরি হচ্ছে। নবনীতা যেমন একেবারেই পছন্দ করেন না সমকামী ভিডিয়ো দেখতে। যেখানে কিশোরীরা অভিনয় করে, তেমন ভিডিয়োও অপছন্দ তাঁর। তবে পছন্দের পর্ন কী? "মেয়েদের পণ্য হিসাবে না দেখানো হলে, যে কোনও ভিডিয়ো দেখতেই ভাল লাগে," উত্তর নবনীতার। নিজে সমকামী নন, তাই তেমন ভিডিয়ো তাঁর পছন্দ হয় না বলেও জানালেন নবনীতা।

পাচ্ছে ছবি বাছাইয়ের ক্ষেত্রে। এক সময়ে ধারণা ছিল মহিলাদের দেখাতে হলে চালাতে হবে 'সফ পর্ন'। কিন্তু মহিলাদের যৌন-কল্পনা কেন্দ্র করে 'হার্ডকোর পর্ন'-ও তৈরি হয়। ফলে যৌনসঙ্গমের ভিডিয়োয় আলগা ভালবাসার গন্ধ থাকা এখন আর প্রধান দাবি নয় মহিলাদের ক্ষেত্রেও। বরং বিডিএসএম দেখতেও দিব্যি ভাল লাগে একদল মহিলার। কলেজছাত্রী অন্নপূর্ণা বিশ্বাস বলেন, "বান্ধবীদের সঙ্গে চিয়ারলিডার পর্ন দেখতে ভাল লাগে। দলে বসে হইহই করে দেখার মতোই হয় সেগুলি। তবে প্রেমিকের সঙ্গে আলাদা থাকলে বন্ডেজ দেখি। বেশ অন্য রকম অনুভূতি হয়।"

তবে কি মেয়েদের মধ্যে 'সফ্ট পর্ন' দেখার আর চল নেই? তেমনও নয়। যৌনসঙ্গমের সময়ে পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে এখনও পছন্দ করেন সে ধরনের ছবি দেখতে। "তাতে নিজেদের কল্পনাশক্তি কিছুটা হলেও বেঁচে থাকে," বলে মত তিরিশ ছুঁই ছুঁই অহনা মান্নার। একমত অহনার বন্ধু বিকাশ অগ্রবালও। এমনি সময়ে সব ধারার পর্ন দেখলেও মহিলা সঙ্গীকে নিয়ে হাল্কা মেজাজের কিছু দেখতে পছন্দ করেন। "তাতে একসঙ্গে সময় ভাল কাটে," বলেন বিকাশ।

পছন্দ-অপছন্দের কথা তবে এখন সহজেই বলেন মেয়েরা? কোন পর্ন বেশি প্রিয়, তা নিয়ে অফিসে আলোচনা করেন? পরিস্থিতি অত সহজ হয়নি। চল্লিশ ছুঁই ছুঁই নবনীতা থেকে কুড়িতে পা অন্নপূর্ণা, সকলের অভিজ্ঞা একই কথা বলছে। তাঁদের পছন্দের কথা বলার মতো পরিবেশ এখনও নেই। এমনকি, বহু ক্ষেত্রে প্রেমিকও প্রেমিকার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনায় ঢোকেন না। এ শহরের মেয়েদের তেমন অভিজ্ঞতাও আছে।

ঘুমন্ত অবস্থায় যৌনসঙ্গম? পাঁচটি অদ্ভুত যৌন সমস্যার কথা জেনে নিন

যৌনসঙ্গম নিয়ে যে কথাগুলি কখনও মেয়েদের বলা হয় না

তবে অন্য রকম পুরুষও রয়েছেন। তাঁরা মনে করেন, এ একেবারেই ব্যক্তিগত পছন্দ। কে কোন পর্ন দেখবেন, তার উপরে নির্ভর করে না বান্ধবীর সঙ্গে রোজের যৌনসম্পর্ক। মধ্য তিরিশের ব্যাঙ্ককর্মী স্বাগতম বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন বলেন, "আমার স্ত্রী পর্ন দেখতে বেশি ভালবাসে। আমি এখন আর তত দেখি না। তাতে কোনও অসুবিধাও হয় না। ওর পছন্দ আলাদা। আমার আর এক রকম। পর্ন তো আর বাস্তব নয়। যে যার মতো দেখলেই হল।"

প্রণালী: চিংড়ির সঙ্গে সব উপকরণ মিশিয়ে নিন। তার পরে টফির আকারে গড়ে ভেজে নিতে হবে। এর পরে প্যানে তেল গরম করে আদা কুচি, রসুন কুচি, লঙ্কা কুচি সতে করুন। টম্যাটো বাটা, লাল লঙ্কা বাটা মেশান। অল্প নুন দিয়ে নাড়াচাড়া করে সসটা তৈরি করে নিন। এ বার ভেজে রাখা মাছের টুকরোগুলি এই সসে টস করে নিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

উপকরণ: পনির (চৌকো করে কাটা) ২০০ গ্রাম, আলু (মাঝারি মাপের) ৩টি, নুন স্বাদ মতো, চাট মশলা স্বাদ মতো, পেঁয়াজ (১টি) কুচি, আদা বাটা আধ চা চামচ, রসুন বাটা ১/৪ চা চামচ, কাঁচা লঙ্কা ২-৩ চা চামচ, ধনেপাতা কুচি ২ চা চামচ, সাদা তেল ৪ টেবিল চামচ, পনির কোরানো ১ কাপ, শুকনো লঙ্কা ২টি, কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো ১ চা চামচ, হলুদ গুঁড়ো এক চিমটে, ধনে গুঁড়ো এক চিমটে, আমচুর পাউডার আধ চা চামচ, ব্যাটারের জন্য ডিম ও কর্নফ্লাওয়ার, ফ্রেশ ব্রেড ক্রাম্বস ১৫০ গ্রাম।

প্রণালী: সামান্য চাট মশলা আর নুন মাখিয়ে পনিরের টুকরোগুলো ম্যারিনেট করে রাখতে হবে। ননস্টিক ফ্রায়িং প্যানে সামান্য তেলে শুকনো লঙ্কা দিয়ে অল্প নেড়েচেড়ে পাশে সরিয়ে রাখুন। এ বার তাতে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভাজুন। খানিক নরম হয়ে এলে রসুন বাটা দিন। রসুনের কাঁচা গন্ধ চলে গেলে আদা বাটা আর কাঁচা লঙ্কা কুচি দিয়ে দিন। বেশ কিছুক্ষণ ভাজার পরে বাদামি রং ধরলে কোরানো পনির মিশিয়ে দিন। নুন, কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, আমচুর পাউডার মিশিয়ে নিন। গ্রেটেড পনিরের সঙ্গে পুরো মশলাটা যেন ভাল ভাবে মিশে যায়।

এ বার আলু সিদ্ধ দিন, যাতে ডেভিলের পুরের বাঁধুনিটা শক্ত হয়। ভেজে রাখা শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো করে দিয়ে দিন, ধনেপাতা কুচি দিন। পুরো মিশ্রণটা মেখে নিন ভাল করে। নামিয়ে ঠান্ডা হতে দিন। ম্যারিনেট করে রাখা পনিরের টুকরোগুলোর গায়ে এই মিশ্রণ মাখিয়ে ডিম্বাকৃতি আকারে গড়ে নিন। এ বার ডিম-কর্নফ্লাওয়ারের ব্যাটারে ডুবিয়ে ব্রেড ক্রাম্বস বা বিস্কিট গুঁড়ো মাখিয়ে ভেজে নিলেই তৈরি পনির ডেভিল।

অতিমারিতে বেড়েছে শিশুর ওজন স্থূলত্ব নিয়ন্ত্রণ করবেন কী ভাবে

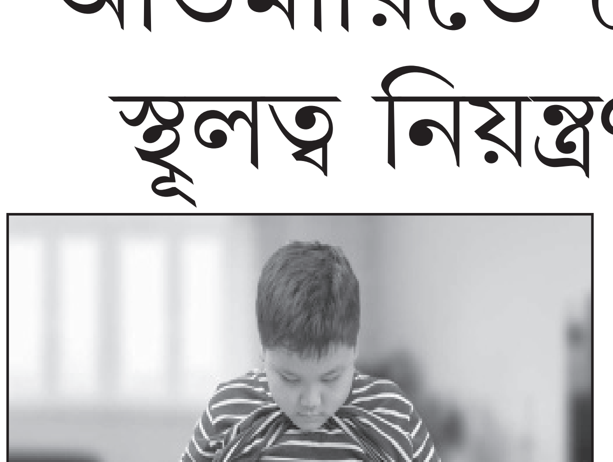

ঘরে বসেই চলছে স্কুল। খেলা থেকে গানবাজনার শিক্ষাও হচ্ছে অনলাইনে। বাইরে বেরোনো বন্ধ। ফলে হাঁটাচলা প্রায় করছে না শিশু। এর প্রভাব যেমন তার মনের উপরে পড়ছে, তেমনই পড়ছে শরীরেও। অতিমারির জেরে কত রকম ক্ষতি হচ্ছে, তা ধীরে ধীরে চোখে পড়ছে সকলের। আর তা নজরে পড়তেই বিশেষ ভাবে চিন্তা বেড়েছে শিশুদের স্বাস্থ্য নিয়ে। অতিমারির এই সময়ে শিশুদের ওজন বাড়ার সমস্যা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দেশে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে ভারতে তা দেখা দিচ্ছে বড় আকারে। কারণ, ব্যায়াম বা খেলার জন্য বেরোনোর সুযোগ বিশেষ ঘটছে না এখানে।

এমন ক্ষেত্রে বাবা-মায়েরা কী ভাবে যত্ন নেবেন শিশুর?

ওজন ঝরাতে অ্যাপ্‌ল সিডার ভিনিগার খাচ্ছেন? আদৌ কি কোনও উপকার হচ্ছে? কিছুতেই ওজন কমছে না?

নিয়ম করে খান তুলসি পাতা

নিয়মে বাঁধা শিশুর শরীরচর্চার জন্য আলাদা সময় বার করুন। তার স্কুল এবং নিজের অফিসের সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে রোজ অন্তত ২০ মিনিট হাতে রাখুন। শিশুর একা একা বাড়িতে ব্যায়াম করতে ভাল না লাগতে পারে। তাকে সঙ্গ দিন। নিজের এবং সন্তানের শরীর ভাল থাকবে এতে। খাওয়া কাজের মাঝে খাই খাই করে মন। বাড়িতে কিছু করার না থাকলেও অনেক সময়ে তেমন ঘটে। আর তখনই যাবতীয় অস্বাস্থ্যকর খাবারের দিকে ঝোঁকে মানুষ। বার্গার, ভাজাভুজি খাওয়া বন্ধ করুন। শিশুও তবে সে সব পাবে না হাতের কাছে। বাড়িতে বোতলবন্দি নরম পানীয় আনাও কমিয়ে দিন। তাতেও সমস্যার সমাধান খানিকটা হবে। এ সবের বদলে ফল, বাদাম, দুধ এমন ধরনের খাবার খাওয়ান। ফোন-টিভি বাবা-মা দিনভর কাজে ব্যস্ত। শিশুরও বাইরে খেলতে যাওয়া নেই। ফলে লেখাপড়া শেষ হলেই টিভি কিংবা ফোনে মগ্ন থাকে সন্তান। এমন ছবি দেখা যায় ঘরে ঘরে। শিশুকে সে সব যন্ত্র ব্যবহার করতে দিয়ে নিজেদের মতো শান্তিতে কাজ করার সুযোগ পান বাবা-মাও। কিন্তু তেমন করলে চলবে না। ফাঁকা সময়ে অল্প অল্প করে বাড়ির কাজ করার অভ্যাস করান শিশুকে। তা হলে এক জায়গায় বসে থাকার প্রবণতা কমবে। এই কয়েকটি অভ্যাসে বদল আনলে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে শিশুদের স্থূলতার সমস্যা।

কৈশোর কি শুধু আহ্লাদের? সন্তানকে কোন কাজ শেখাবেন এ সময়ে

সন্তানকে শিক্ষা দেওয়া জরুরি। কিন্তু কেমন শিক্ষা? শুধু বই পড়িয়ে বড় করলেই হবে তো?

সন্তানকে বড় করার ক্ষেত্রে নানা কথাই মাথায় রাখতে হয় বাবা-মায়েদের। কত দিক দিয়ে তাদের যত্ন নেওয়া যায়, সে সব নিয়েই চিন্তায় থাকে বাবা—মায়েরা।

কিন্তু যত্ন নেওয়া মানে কি সন্তানের সব দায়িত্ব সামলানো?

এমন কিন্তু একেবারেই নয়। বরং ভাবতে হবে কী ভাবে নিজের দায়িত্ব নিতে শিখবে সন্তান। শৈশব থেকে অল্প অল্প করে তার জন্য প্রস্তুত করতে হবে তাকে। আর যখন সে কৈশোরে, তখন বোঝাতে হবে আগামীর কথাও।

কৈশোরে কয়েকটি পাঠ পাওয়া খুব জরুরি। যাতে পরবর্তী সময়ে বাইরে পড়তে কিংবা কাজে গিয়ে কখনও সঙ্কটে না পড়ে সন্তান।

কোন কাজ শেখাবেন কিশোর-কিশোরীদের?

সন্তানের জন্মের পরে কি কাজ ছেড়ে দিলেন মা? এ সিদ্ধান্ত কেমন প্রভাব ফেলে সংসারে

সন্তানকে মাতৃদুগ্ধ ছাড়ানোর সময় এসেছে? এ বার কী কী খাওয়াবেন

১) রান্না: এ হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। নিজের রান্না যাতে করে নিতে পারে শিশুটি, তা তো দেখতেই হবে। সেই কাজ করতে গিয়ে যাতে সমস্যায় না পড়তে হয় সন্তানকে, তা দেখে নেওয়া জরুরি। নিজের পছন্দের কয়েকটি খাবার যেন কিশোর বয়সেই বানানো শিখে নিতে পারে সন্তান। তা হলে আর পরবর্তীকালে সমস্যায় পড়তে হবে না কোথাও গিয়েই।

২) হিসাব: টাকা-পয়সার হিসাব রাখতেও সাধারণত শেখানো হয় না সন্তানকে। তাকে বড়দের জগতের কঠিন সব দিক থেকে সরিয়ে রাখতেই পছন্দ করেন বাবা-মায়েরা। এ ভাবেই যত্নে থাকে শৈশব। কিন্তু কৈশোরে বাস্তবের সঙ্গে পরিচয় ঘটা প্রয়োজন। আয়-ব্যয়ের হিসাব খুবই জরুরি।

৩) ঘর গোছানো: নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা জরুরি কাজ। স্কুল শেষ করে শহরের বাইরের কলেজে পড়তে গেলেও তা জানা জরুরি। নিজের জামা-কাপড় কাচা, ভাঁজ করা থেকে শুরু করে বইপত্র জায়গা মতো রাখা। সবটাই অভ্যাসের বিষয়। বাড়িতেই তা শিখতে হয়।

৪) রোগীর যত্ন: অভিভাবকও অসুস্থ হতে পারেন। তাকে তখন দেখবে কে? সন্তানের কিছু কাজ শেখা প্রয়োজন। জ্বর এলে বাবা-মায়ের কী ভাবে দেখভাল করতে হবে, জানা দরকার। যাতে কোনও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সন্তান অসহায় বোধ না করে, সে কারণেই কিশোর-কিশোরীদের এ কাজ শিখিয়ে দেওয়া জরুরি।

৬) বাবা-মা কাজে ব্যস্ত? একাই কী ভাবে ভাল থাকতে পারে শিশু

এখন বেশির ভাগ বাড়িতেই একজন কি দু'জন সন্তান। বাবা-মা দু'জনেই কাজে ব্যস্ত। সে কাজ বাড়ি থেকে হোক বা অফিসে গিয়ে।

সঙ্গে থাকে সংসারের হাজার চিন্তা। তার মধ্যে কতটুকু সময় পায় শিশুটি?

ফটো জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন নিয়ে শনিবার সাংবাদিক বক্তব্য রাখেন নির্বাচনের আরও সহ অন্যান্যরা। ছবি ঃ নিজস্ব

ভয়ঙ্কর বন্যা পরিস্থিতির অবস্থা দেখতে রায়গড়ে ছুটলেন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে

মুম্বই, ২৪ জুলাই (হি.স.) : মহারাষ্ট্রের ৬ জেলায় প্রবল বৃষ্টিতে বন্যা পরিস্থিতি। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা রায়গড়ে। সরকারি হিসাবে, অন্তত ৭৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। ৩৮ জন গুরুতর জখম, ৫৯ জনেরও বেশি নিখোঁজ। এই পরিস্থিতিতে শনিবার রায়গড়ে জরুরি পরিদর্শনে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে। ক্ষয়ক্ষতি খতিয়ে দেখলেন এলাকায়।

গত কয়েকদিন ধরে প্রবল বর্ষণে মহারাষ্ট্রের উপকূলবর্তী জেলাগুলি বিপর্যস্ত। এত বৃষ্টি নজিরবিহীন বলে দাবি করেছে রাজ্য সরকার। প্রবল বর্ষণ-হড়পা বানে বহু বাড়িঘর ধসে গিয়েছে। রাজ্যের পশ্চিম ও দক্ষিণ ভাগে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। থানে, রায়গড়, রত্নাগিরি, সাতারা, সাঙ্গলি এবং কোলাপুর জেলায় ৭ হাজার মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি বিপর্যস্ত এই জেলাগুলি।

এই অবস্থায় শনিবার রায়গড়ে বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে যান উদ্ধব ঠাকরে। জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে ধস কবলিত সাতারা ও রত্নাগিরি জেলায় ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ১১টি দেহ চাপা পড়া অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে। বন্যা কবলিত এলাকায় উদ্ধারকাজের জন্য সেনা, বায়ুসেনা, নৌসেনা, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে নামানো হয়েছে।

ভারতীয় সেনার ১৫টি দল উপকূল এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে। বায়ুসেনা চপারে করে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর ১৫টি দল কোঙ্কন ও পশ্চিম মহারাষ্ট্রে পাঠানো হয়েছে। এদিকে, টানা সপ্তাহ খানেক বৃষ্টির পর এদিনই সূর্যের দেখা মিলেছে মুম্বইয়ে। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

আগামী সেপ্টেম্বর থেকেই শুরু হয়ে যেতে পারে ছোটদের টিকাকরণ, আশাবাদী এইমস প্রধান

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই (হি.স.): করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের আশঙ্কার মধ্যে শিশুদের টিকাকরণ নিয়ে অভিভাবকদের আশ্বস্ত করে এবার সুখবর দিলেন এইমস প্রধান ডাঃ রণদীপ গুলেরিয়া। তাঁর ঈঙ্গিত, আগামী সেপ্টেম্বর থেকেই শুরু হয়ে যেতে পারে ছোটদের টিকাকরণ। ডাঃ গুলেরিয়া জানান, 'জাইডাস' তাদের ট্রায়াল শেষ করেছে। এবার প্রয়োজনীয় অনুমোদনের অপেক্ষায়। 'দ্য ভারত বায়োটেক'-এর কোভ্যাক্সিনও এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ট্রায়াল আগস্টের মধ্যেই শেষ করবে। সেক্ষেত্রেও চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য আর সামান্যই অপেক্ষা করতে হবে। এদিকে ফাইজারের ভ্যাকসিন ইতিমধ্যেই ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র পেয়েছে। তাই এইমস প্রধানের আশা, সব মিলিয়ে সেপ্টেম্বর থেকেই শুরু হয়ে যেতে পারে ছোটদের টিকাকরণ। ইতিমধ্যেই দেশে ৪২ কোটি ডোজ টিকা দেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে। যা মোটামুটি দেশের জনসংখ্যার ৬ শতাংশ। এই বছরের মধ্যেই পূর্ণবয়স্কদের টিকাকরণ সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে সরকার। যদিও এখনও পর্যন্ত ছোটদের এই টিকাকরণে শামিল করা যায়নি। তাই অভিভাবকদের কপালে ছিল চিন্তার ভাঁজ। এবার এইমস প্রধানের কথায় অবশ্য অনেকটাই স্বস্তি মিলছে।

জানা গিয়েছে, ১১ থেকে ১৭ বছর বয়সিদের সঙ্গে যাঁরা থাকেন, তাঁদের সংক্রমিত হওয়ার হার বাড়ার সম্ভবনা, ১৮-৩০ শতাংশ। ডাক্তার গুলেরিয়া বলেন, এটিও বেশ চিন্তার বিষয়। হয়তো বাচ্চাদের সংক্রমণ হল সামান্যই। কিন্তু সেই সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়তে পারে বাড়িতে থাকা বয়স্কদের মধ্যে। যা বাড়তি বিপদ ডেকে আনবে পরিবারে। যদিও এ ব্যাপারে আরও তথ্য খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত টানা উচিত বলে মনে করেন তিনি। তবে, ছোটদের টিকাকরণ যত তাড়াতাড়ি শুরু করা যায় ততই মঙ্গল। এমনটাই তাঁর অভিমত। তিনি জানান, ফাইজারের টিকা তো আছেই। তবে তার থেকেও জরুরি আমাদের নিজেদের টিকা হাতে পাওয়া। তাহলেই দ্রুত এই টিকাকরণ শুরু করা যাবে ও সম্ভাব্য সমস্ত বিপদ রুখে দেওয়া যেতে পারে।

তাঁর আশা, সেপ্টেম্বর থেকেই ছোটদের টিকাকরণ শুরু হলে, সংক্রমণের চেন ভাঙার কাজ অনেকটাই সহজ হবে।

ভারতে ৪৫.৪৫-কোটির উর্ধ্বে কোভিড-টেস্ট, সুস্থতা ৯৭.৩৫ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই (হি.স.): ভারতে ৪৫.৪৫-কোটির উর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। শনিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৩ জুলাই সারা দিনে ভারতে ১৬,৩১,২৬৬ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৪৫,৪৫,৭০,৮১১-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৬,৩১,২৬৬ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৯ হাজার ০৯৭ জন।

চিনের দাদাগিরি বন্ধ করতে লাদাখ সীমান্তে জঙ্গি দমনে দক্ষ ১৫ হাজার সেনার মোতায়েন

লাদাখ, ২৪ জুলাই (হি.স.): লাদাখ সীমান্তে লাল ফৌজের আস্ফালন বন্ধ করতে জঙ্গি দমনে দক্ষ সেনার ইউনিটকেইমোতায়েন করল ভারত। সূত্রের খবর, গত কয়েক মাসে প্রায় ১৫ হাজার সেনা জনওয়ানকে সেখানে মোতায়েন করা হয়েছে। লাদাখের ভারত-চিন সীমান্তে লাল ফৌজ দাদাগিরি দেখালেই যোগ্য জবাব দেবে এই বাহিনী।

লাদাখে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় চিনের তৎপরতা দেখে কোনও রকম ঝুঁকি নিতে চায় না সরকার। তাই এ বার আরও বেশি সেনা সেখানে মোতায়েন করা হয়েছে। সেই সঙ্গে সেনার ১৭ মাউন্টেন স্ট্রাইক কোর-কে আরও বেশি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই কোরের আরও ১০ হাজার সেনা ভারত-চিন সীমান্তে পাঠানো হয়েছে।

গত বছর থেকেই লাদাখে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় দু'দেশের মধ্যে দফায় দফায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়েছে। গলওয়ানে সংঘর্ষের মতো ঘটনা ঘটেছে। সেনা সরানো নিয়ে চিনের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠকে বসেছে ভারত। কিন্তু তাতে কোনও লাভ হয়নি। বরং আরও বেশি সেনা মোতায়েনের পথে হেঁটেছে তারা। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় পাল্টা সেনার সংখ্যা বাড়িয়েছে ভারতও। যে কোনও পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে মাউন্টেন কোরের পাশাপাশি এ বার জঙ্গি দমনে দক্ষ সেনাও মোতায়েন করল ভারত।

অসম : একদিনের সফরে আগামী ২৬ জুলাই ডিমা হাসাও জেলায় আসছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

হাফলং (অসম), ২৪ জুলাই (হি.স.) : আগামী ২৬ জুলাই ডিমা হাসাও জেলা সফরে আসছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথমবারের মতো ডিমা হাসাও জেলায় আসছেন হিমন্তবিশ্ব শর্মা। এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে হাফলং শহরে প্রস্তুতি তুঙ্গে। সরকারি সূত্রের খবর, আগামী সোমবার ডিমা হাসাও জেলা সফরকালে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা মান্দারডিসায় ব্যাম্বু ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের শিলান্যাস করার পাশাপাশি বড়-হাফলঙে একটি অরফেন হাউসের উদ্বোধন করবেন। তাছাড়া জেলায় চলমান বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ নিয়ে জেলা প্রশাসন, উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ কর্তৃপক্ষ এবং বিভিন্ন সরকারি বিভাগের পদস্থ আধিকারিক সহ জেলার কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি। পাশাপাশি জেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও জেলার সাধারন এবং পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হবেন মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে হাফলং শহরে লোকনির্মাণ (পূর্ত) বিভাগ ফুটপাথ থেকে শুরু করে রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় রঙের প্রলেপ লাগাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

জল্পনার অবসান, ভূপেন বরা অসম প্রদেশ কংগ্রেসের নয়া সভাপতি

গুয়াহাটি, ২৪ জুলাই (হি.স.) : যাবতীয় জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির নয়া সভাপতি হিসেবে দলের বরিষ্ঠ নেতা ভূপেন বরাকে নিয়োগ করেছেন হাইকমান্ড। এছাড়া উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ, বিধায়ক জাকির হুসেন শিকদার এবং রাণা গোস্বামীকে অসম প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। তিনি রিপুন বরার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক কেসি বেণুগোপাল স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিবৃতিতে দলের সর্বভারতীয় সভানেত্রী ভূপেন বরাকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পদে নিয়োগ করেছেন বলে জানানো হয়েছে। প্রেস বিবৃতিতে বেণুগোপাল দলের বিদায়ী প্রদেশ সভাপতি রিপুন বরাকে তাঁর কার্যকালে দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যে অবদান রেখেছেন তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে অসমে কংগ্রেস শোচনীয় ফলাফল প্রদর্শন করার পর রাজ্যসভার সদস্য তথা প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি রিপুন বরা পদত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নতুন সভাপতি নিয়োগ না করা পর্যন্ত তাঁকে দায়িত্ব পালন ককে যেতে বলেছিল। হিন্দুস্থান সমাচার / সমীপ / অরবিন্দ

আফগানিস্তানে যাওয়া ভারতীয় পর্যটক ও কর্মরত নাগরিকদের সতর্ক করল ভারত

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই (হি.স.): আফগানিস্তানে যাওয়া ভারতীয় পর্যটক এবং কর্মরত নাগরিকদের উদ্দেশে সতর্কবার্তা জারি করল কাবুলের ভারতীয় দূতাবাস। শনিবার জারি করা ওই সরকারি নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, 'আফগানিস্তানের পরিস্থিতি বিপজ্জনক। সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলি সাধারণ মানুষকে নিশানা করছে। ভারতীয়দেরও হামলার শিকার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে'। এই পরিস্থিতিতে বিনা প্রয়োজনে আফগানিস্তানে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ভারতীয়দের। সে দেশে কর্মরতদের রাস্তাঘাটে যাতায়াতের সময় বিশেষ ভাবে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। জনাকীর্ণ বাজার, শপিং মল, মন্দির এবং রেস্তরাঁয় না যাওয়ার কথাও বলা হয়েছে ওই নির্দেশিকায়।

আফগানিস্তানে তালিবান আধিপত্য বাড়ার কারণে সম্প্রতি মাজার-ই-শরিফ এবং কন্দহর শহরের ভারতীয় কনস্যুলেট বন্ধ করা হয়েছে। সেখানে কর্মরত ভারতীয় কূটনীতিক এবং নিরাপত্তাকর্মীদের দেশে ফেরানোর কাজও চলছে। চলতি সপ্তাহে কাবুলে তালিবানের রকেট হানার পরে সেখানকার ভারতীয় দূতাবাসের নিরাপত্তা নিয়েও চিন্তিত বিদেশমন্ত্রক। কারণ, বিগত দু'দশকে একাধিক বার জঙ্গি নিশানা হয়েছে ওই দূতাবাস। এরই মধ্যে আফগান সীমান্ত পাক সেনা মোতায়েনের ঘটনায় আফগানিস্তানে কর্মরত ভারতীয়দের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে তৈরি হয়েছে শঙ্কা। হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

পঞ্জাবে সিধুর অভিষেক সভায় কোভিড বিধি না মানার অভিযোগ, দায়ের এফআইআর

চণ্ডীগড়, ২৪ জুলাই (হি.স.) : পঞ্জাব কংগ্রেসের অন্দরের বিবাদ মিটতে না মিটতেই এবার অভিযোগ উঠল কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে নভজ্যোৎ সিং সিধুর সভায় করোনা বিধি না মানার। চণ্ডীগড় পুলিশ ইতিমধ্যেই একটি এফআইআর দায়ের করেছে। শনিবার পুলিশের তরফে জানিয়ে দেওয়া হল, ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮৮ ধারা ও বিপর্যয় মোকাবিলা আইন অনুযায়ী অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেঅভিযোগ আনা হয়েছে।

অভিযোগ, সভায় পঞ্জাবের বিভিন্ন জেলা থেকে বহু মানুষ এসেছিলেন। তাঁরা পঞ্জাব কংগ্রেস ভবনে জমায়েত হওয়ার সময় কোনও রকম করোনা বিধি মানেননি। সামাজিক দূরত্ব না মেনে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসা ছাড়াও তাঁদের অধিকাংশের মুখেই মাস্কও ছিল না বলে পুলিশ জানিয়েছে। প্রসঙ্গত, শুক্রবার পঞ্জাব প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব নেন সিধু। বিবাদ ভুলে ওই দিন সিধুর অভিষেকের মঞ্চে হাজির ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংও। বহুলচর্চিত এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ উপস্থিত হন। দেখা যায়, ভিড়ের মধ্যে সামাজিক দূরত্ব মানা কিংবা মাস্ক না পরার মতো কোভিড বিধি কেউই মেনে চলছেন না। অবশেষে দায়ের হল এফআইআরও।

দলে সিধুর এই বিরাট উত্তরণ নিয়ে গত কয়েক মাস ধরেই টানাপোড়েন চলছিল পঞ্জাব কংগ্রেসের অন্দরে। মুখ্যমন্ত্রী অমরিন্দর সিং সিধুর এই উত্তরণ মানতে পারছিলেন না। হাই কম্যান্ডের কাছে সিধুর আচরণ নিয়ে নালিশও জানিয়েছিলেন। এমনকী সোনিয়া গান্ধী সিধুকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ঘোষণা করার পরও ক্যাপ্টেন জানিয়েছিলেন, যতক্ষণ না সিধু তাঁর কাছে জনসমক্ষে ক্ষমা চাইছেন, ততক্ষণ তাঁর সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করবেন না।

দিল্লিতে ১০০ শতাংশ যাত্রী নিয়ে মেট্রো চালানোর অনুমতি, খুলবে সিনেমা হলও

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই (হি.স.) : করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের ধাক্কা সামলিয়ে উঠেছে রাজধানী দিল্লি। করোনা সংক্রমণ ও আক্রান্তের সংখ্যা অনেকটা নিম্নমুখী। খানিকটা স্বাভাবিকের পথে দিল্লি। তাই ১০০ শতাংশ যাত্রী নিয়ে মেট্রো ও বাস চালানোর অনুমতি দিল দিল্লির সরকার। খুলছে সিনেমা হল, থিয়েটার ও মাল্টিপ্লেক্স। তবে এগুলিতে ৫০ শতাংশের অধিক প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। আগামী ২৬ জুলাই ভোর ৫টা থেকে এই নিয়ম চালু হবে।

দিল্লিতে কমেছে করোনা আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা। তাই করোনা বিধি মেনে চলার কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সকলকে মাস্ক পড়তে ও স্যানিটাইজার ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, মানতে হবে সামাজিক দূরত্বও। সমস্ত রেস্তোরাঁ, বার, বাজার, শপিং মল, জিম, পার্ক, সুইমিং পুল, অনুষ্ঠানবাড়ি এগুলিকে করোনার হটস্পট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই সমস্ত জায়গা গুলিতে কঠোরভাবে করোনা বিধি পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখানে করোনা বিধি ভঙ্গ করলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। করোনার তৃতীয় ঢেউ রুখতে তৈরি দিল্লি। হাসপাতালে পর্যাপ্ত পরিমাণ বেড, অক্সিজেন ও করোনা চিকিতসার সরঞ্জাম মজুত রাখা হচ্ছে। দ্বিতীয় ঢেউয়ের মতো ধাক্কা আটকাতে কোমর বেঁধেছে সরকার।

এদিকে, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৩৯ হাজার ৯৭ জন। এর ফলে ভারতে মোট কোরনা আক্রান্তের সংখ্যা ৩ কোটি ১৩ লক্ষ ছাড়িয়ে গেল।

দেশে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৪ লক্ষ ৮ হাজার ৯৭৭-এ নেমে এসেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে কোভিডের কারণে মারা গিয়েছেন ৫৪৬ জন। এর ফলে করোনায় দেশে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ৪ লক্ষ ২০ হাজার ছাড়াল।

ফের নিম্নমুখী, গত ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৭৩০ জন

কলকাতা, ২৪ জুলাই (হি.স.): ফের নিম্নমুখী রাজ্যের করোনা গ্রাফ। গত ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৭৩০ জন। শনিবার স্বাস্থ্য দফতরের দেওয়া পরিসংখ্যানে এমনটাই জানান হয়েছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত একদিনে রাজ্যে করোনার বলি মাত্র ৮ জন। শনিবার স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৭৩০ জন। তবে এই পরিস্থিতিতে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে দার্জিলিং জেলা। এখানে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৮৯ জন। তারপরেই রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা। এই জেলায় দৈনিক সংক্রমিত ৮৬ জন। আর কলকাতায় তা অনেক কম — ৫৮ জন। করোনাযুদ্ধে সবচেয়ে এগিয়ে মালদহ ও মুর্শিদাবাদ। এই দুই জেলায় গত ২৪ ঘণ্টায় ৫ জনেরও কম করোনায় সংক্রমিত হয়েছে। মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫,২২,৮৩৩ জন।

এদিকে, রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী করোনা সংক্রমণে এদিন মৃত্যু হয়েছে ৮ জনের। শুক্রবার মৃতের সংখ্যা ছিল ১৬, তা কমে অর্ধেক এদিন। রাজ্যে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৮,০৬৪। গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে করোনা মুক্ত হয়েছেন ৯২০ জন। তথ্য অনুযায়ী মোট আক্রান্ত ১৫,২২,৮৩৩ জনের মধ্যে এই মুহূর্তে সক্রিয় করোনা রোগী ১১,৮৯১ জন। এদিন ১৯৮ জন কমল সক্রিয়ের সংখ্যা। আর মোট করোনা মুক্ত হলেন ১৪,৯২,৮৭৮ জন। সুস্থতার রেট হয়েছে ৯৮.০৩ শতাংশ। করোনা বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে এদিন রাজ্যে করোনা টেস্ট হয়েছে ৫২১৮৮ জনের। ফলে এদিন পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা টেস্ট হয়েছে ১,৫৪,২৮,৫৪৯ টি। ১২৮টি ল্যাবরেটরিতে এই টেস্ট হচ্ছে।

এদিকে, রাজ্যে টিকার সংকটও রয়েছে। পর্যাপ্ত টিকা সরবরাহ না হওয়ায় মাঝেমধ্যে বন্ধ রাখতে হচ্ছে টিকাদান কেন্দ্রগুলি। সুষ্ঠুভাবে টিকাদানের জন্য কলকাতা পুরসভা নয়া নিয়ম চালু করেছে। এবার থেকে টিকা নেওয়ার আগেরদিন প্রাপকদের টোকেন দেওয়া হবে। যাতে এ নিয়ে কোনও জালিয়াতির সুযোগ তৈরি না হয়। আশা, এর মধ্যে দিয়েই যথাযথভাবে ভ্যাকসিন দেওয়া যাবে শহরবাসীকে।

অসম : হাইলাকান্দিতে গো মাংস উদ্ধার, উত্তেজনা, পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে

হাইলাকান্দি (অসম), ২৪ জুলাই (হি.স.) : অসম বিধানসভার চলতি বাজেট অধিবেশনে রাজ্যে গো সুরক্ষা বিল পেশ করেছে হিমন্তবিশ্ব শর্মার বিজেপি সরকার। এই বিল পেশের দিন-কয়েকের মধ্যেই একটি গো মাংসের টুকরো পাওয়া গিয়েছে হাইলাকান্দির হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায়। এ নিয়ে উত্তেজনা বিরাজ করছে জেলা সদরের বৃহত্তর লক্ষ্মীসহর এলাকায়। অবশ্য পুলিশের সময়োচিত হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে। সদর থানায় পৃথক দুটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

প্রাপ্ত খবরে জানা গিয়েছে, হাইলাকান্দি শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের লক্ষ্মীসহরের ভটপাড়ায় আজ শনিবার বেলা আনুমানিক সাড়ে এগারোটা নাগাদ একটি গো-মাংসের টুকরো দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনার খবর দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। মুহূর্তের মধ্যে জড়ো হতে থাকেন জনতা। বজরং দল ও ভারতীয় গোরক্ষা বাহিনী সহ অন্যান্য হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। খবর দেওয়া হয় হাইলিকান্দি সদর থানায়। পুলিশের বিশাল দল নিয়ে ওসি ইন্সপেক্টর আম্পি দাওলাগপু পৌঁছেন ওখানে। ছুটে আসেন সদর ডিএসপি নবমিতা দাস (এপিএস)।

গো-মাংসের টুকরো ফেলে রাখা নিয়ে কার্যত উত্তেজনা বিরাজ করে গোটা এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দারা সহ বিভিন্ন সংগঠনের কর্মকর্তারা পুলিশের কাছে জোরদার দাবি জানিয়ে বলেন, সমাজের শান্তি বিঘ্নকারী যারা ভটপাড়ায় গো-মাংসের টুকরো ফেলেছে তাদের শীঘ্রই গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। এ নিয়ে এলাকার বাতাস কিছুটা তপ্ত হতে থাকে। পুলিশ কর্তারা দুষ্কৃতীদের পাকড়াও করে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের আশ্বাস দেন। পুলিশ স্থানীয় বাসিন্দাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। পরে অবশ্য পুলিশ গো-মাংসের টুকরো পলিথিন দিয়ে মুড়ে নিয়ে যায়।

এ ঘটনায় হাইলাকান্দি সদর থানায় পৃথক পৃথকভাবে দু''টি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন বজরং দলের হাইলাকান্দি জেলা কমিটির সংযোজক বিক্রমজিৎ ভট্টাচার্য। অন্য অভিযোগ দায়ের করেছেন নবগঠিত ভারতীয় গো রক্ষা বাহিনীর জেলা সভাপতি রামকৃষ্ণ দেবরায়। দায়েরকৃত অভিযোগপত্রে তাঁরা উভয়েই এই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে যারা এই কুকর্ম করেছে সেই সব দুষ্কৃতীদের শীঘ্রই গ্রেফতার করে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের দাবি জানিয়েছেন।

এদিকে, আজ সন্ধ্যায় হাইলাকান্দি সদর থানার ওসি ইন্সপেক্টর আম্পি দাওলাগপু জানিয়েছেন, শনিবার লক্ষ্মীসহরের ভটপাড়ায় একটি গো-মাংসের টুকরো উদ্ধারকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা বিরাজ করলেও পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এ নিয়ে দুটি সংগঠনের পক্ষ থেকে অভিয়োগ দায়ের হয়েছে থানায়। অভিযোগের ভিত্তিতে ৬৩১/২১ নম্বরে মামলা রুজু করা হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, মামলা হাতে পেয়ে পুলিশ তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। দুষ্কৃতীদের পাকড়াও করতে অভিযান চালিয়েছেন তাঁরা।

তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলে বাসন্তী ফের উত্তপ্ত গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু এক মহিলার, আহত দুই

বাসন্তী, ২৪ জুলাই (হি. স.) শুক্রবার রাতে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানার নেবুখালি সর্দার পাড়ায়। ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে মনোয়ারা সর্দার(৪৬) নামে এক মহিলার। গুলিবিদ্ধ হয়েছেন মনোয়ারার ছেলে মঞ্জুর আলম সর্দার সহ নুরুল হাসান সর্দার নামে আরও দুই তৃণমূল কর্মী। এছাড়া বেশ কয়েকজন তৃণমূল কর্মীকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠেছে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ দুষ্কৃতীরা সকলেই তৃণমূলের ওপর গোষ্ঠী জাকির শেখের নেতৃত্বে হামলা চালায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার রাত থেকেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়ালে বাসন্তী থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। এ বিষয়ে শনিবার বিকেলে নিহতের স্বামী মোনাব্বর সর্দার বাসন্তী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ। যদিও ঘটনার পরই ইউসুফ সর্দার ও ইদ্রিস মোল্লা নামে দুজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতের দখল কাদের হাতে থাকবে তা নিয়েই তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ দীর্ঘদিন ধরে লেগে আছে এই এলাকায়। শুক্রবার রাতে মোটর বাইকে করে বাড়ি ফেরার সময় আচমকাই এলাকার তৃণমূল নেতা জাকির শেখের নেতৃত্বে যুব তৃণমূল কর্মী মঞ্জুর ও নুরুল হাসানের উপর অতর্কিতে হামলা হয়। তাঁদের চিৎকারে মনোয়ারা ছুটে এলে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ও বোমা ছোড়ে দুষ্কৃতীরা। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ঐ মহিলা তৃণমূল কর্মীর। অন্যদিকে মঞ্জুর ও নুরুল হাসান গুলিবিদ্ধ হলে তাঁদেরকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে রাতেই তাঁদেরকে কলকাতার ন্যাশানাল মেডক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। অন্যদিকে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করতে গেলে এলাকার মানুষরা দোষীদের গ্রেফতারের দাবীতে দেহ আটকে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। যদিও পুলিশ দোষীদের গ্রেফতারের আশ্বাস দিলে রাত দুটো নাগাদ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠাতে সক্ষম হয়। শনিবারও এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে। এই ঘটনায় জড়িত বাকিদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। যদিও এলাকার তৃণমূল নেতৃত্ব এটাকে গোষ্ঠী কোন্দল মানতে চাননি। তাঁদের দাবি পারিবারিক বিবাদের জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে। যদিও যুব তৃণমূল নেতা ইউসুফ মোল্লার দাবি, " তাঁদের হাতে থাকা ফুল মালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েত ছিনিয়ে নেওয়ার জন্যই এই অশান্তি শুরু করেছে জাকির শেখ, রাজা গাজিরা।"

বিশালগড়ে উদ্ধার হওয়া গাঁজা সহ সংবাদ মাধ্যমের ক্যামেরার সামনে পুলিশ ও আটক হওয়া গাড়ি চালক। শনিবার তোলা নিজস্ব ছবি।

বাগবাসা মন্ডলের উদ্যোগে ধন্যবাদ রেলি ও কনফারেন্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২৪ জুলাই।। উত্তর জেলার বাগবাসা মন্ডলের উদ্যোগে ধন্যবাদ রেলি ও মন্ডল কনফারেন্স হলের উদ্বোধন করা হয়। প্রান্তিক রাজ্য ত্রিপুরা থেকে কোন ভূমি কন্যা প্রতিমা ভৌমিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর স্থান পেয়েছেন।দেশের জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরাকে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে এরাজ্যে একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উপহার দিয়েছেন। তার জন্য বাগবাসা মন্ডলের উদ্যোগে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানিয়ে এক ধন্যবাদ রেলি অনুষ্ঠিত হয়। বাগবাসা মন্ডলের অধীন কামেশ্বর বাজার থেকে এই ধন্যবাদ রিয়েলিটির শুভারম্ভ হয়। এই রেলিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি দলের ত্রিপুরা প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক টিংকু রায়, বাগবাসা মন্ডলের মন্ডল সভাপতি সুদীপ দেব, সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ নাথ, উত্তর জেলার জেলা নেত্রী মলিনা দেবনাথ, জেলার সাধারণ সম্পাদক সুমিত দে সহ মন্ডল ও জেলা স্তরের সকল কার্যকর্তা গন সহ তিনশত কর্মী সমর্থক। ধন্যবাদ রিলিটি কামেশ্বর বাজার থেকে শুরু হয়ে মিশন টিলা স্থিত বাগবাসা মন্ডল কার্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয়। তারপর উপস্থিত অতিথিরা বাগবাসা মন্ডলের নতুন কনফারেন্স হলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মিলিত হন।উপস্থিত প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক টিংকু রায় ফিতা কেটে মন্ডলের কনফারেন্স হলের উদ্বোধন করেন। তারপর প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। উপস্থিত বাগবাসা মন্ডলের সকল কার্যকর্তাদের সম্মুখে উদ্বোধক শ্রী রায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, বাগবাসা মন্ডলের উদ্যোগে যে অভিনব প্রয়াস অর্থাৎ কারুকার্যমন্ডিত নতুন কনফারেন্স হলের উদ্বোধন হলো, তাতে করে ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনে বাগবাসা যা করতে পারেনি তা আগামী ২০২৩ এর বিধানসভা নির্বাচনে ৫৫ নং বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্র করে দেখাবে।শ্রী রায় আরও বলেন, রাজ্যের প্রদেশ কার্যালয়ের পর সর্বপ্রথম এত ঘটা করে কারুকার্যমন্ডিত দলীয় কনফারেন্স উদ্বোধন করল বাগবাসা মন্ডল।সেই উদ্যোগ মন্ডলের সকল কার্যকর্তা থেকে শুরু করে সাধারণ কর্মীদের অক্লান্ত প্রয়াস ও পরিশ্রমের ফসল।

এদিকে বাগবাসা মন্ডলের মন্ডল সভাপতি সুদীপ দেব এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী গন যে বিষয়বস্তুর উপর কাজ করেন সেগুলোর মধ্যে হল,,, কর্মসূচি, কার্যকর্তা,কার্যালয় ইত্যাদি। বর্তমানে রাজ্যের সাথে বাগবাসা মন্ডলেও কার্যকর্তাদের কোন খামতি নেই। কর্মসূচিও দ্রুত গতিতে চলছে। সেই সুবাদে বাগবাসা বাসির অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল রূপে একটি কার্যালয়ের আজ উদ্বোধন হলো। মূলত এই কনফারেন্স হল থেকেই ২০২৩ লোকসভা নির্বাচনের রণনীতি বা রনকৌশল শুরু হবে। মন্ডল সভাপতি সুদিপ দেব আরো বললেন, এই কনফারেন্স হল উদ্বোধনের পূর্বে বাগবাসা মন্ডলের উদ্যোগে রাজ্য থেকে কোন ভূমিকন্যাকে প্রতিমন্ত্রী করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি ধন্যবাদ রেলি করা হয়। সর্বোপেরি মন্ডলের উদ্যোগে এই অভিনব প্রয়াসে বেজায় খুশি বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের সকল স্তরের জনগণ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

চারদিন ধরে বিদ্যুৎ নেই গোপী চৌমুহনীতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৪ জুলাই।। কয়েক মাস আগে উদয়পুরের বাগমা বিধানসভা এলাকায় একটি সাবস্টেশন বসানো হয়েছিলো। বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রতিষ্ঠানটিকে আরো উন্নত করে তোলা। কিন্তু নিগমের একাংশ কর্তাদের খামখেয়ালীপনার কারনে গত চারদিন ধরে বিদ্যুৎ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত আছে উদয়পুর মহাকুমার অন্তর্গত বাগমা গুপি চৌমুনী এলাকার দুই থেকে তিন হাজার বিদ্যুৎ গ্রাহক। নিগমের কল সেন্টারে জানিয়ে কোনো কাজ হচ্ছেনা ন দিনের পর দিন এভাবেই বিদ্যুতের যন্ত্রণায় সাধারণ নাগরিকদের নাভিশ্বাস ওঠে। গুপি চৌমুনী এলাকার সাধারণ জনগণের অভিযোগ সময় মত বিদ্যুতের বিল পরিষেবা মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে -অথচ বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে গাফিলতি প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে। শুধু গোপী চৌমুনী নয় রাজ্যের সর্বত্রই বিদ্যুতের বেহাল অবস্থা ন সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কোন রকমের হেলদোল নেই নিগমের কর্তাদের।ফলে নিগমের উপর তাদের খুব ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছে ন এলাকার জনগণের দাবি রাজ্যের বিদ্যুৎ দপ্তরের সমস্যা নিরসনে মন্ত্রীর হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

দূর্ঘনায় আহত গাড়ি চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৪ জুলাই।। শনিবার সাতসকালে দুই গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত এক যান চালক, ঘটনা চম্পকনগর আউট পোস্টের অধীনে বনকুমারি মন্দির সংলগ্ন আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় গ্যাসের ট্যাংকার আগরতলার উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে অন্য দিক থেকে বহি রাজ্যের ঢক্ষ৬৫দ্র -০৮২০ নম্বরের একটি লরি আগরতলা থেকে বহি রাজ্যের পাড়ি দেওয়ার পথে বনকুমারি মন্দির সংলগ্ন এলাকায় আসতেই দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। এতে আহত হয় ছয় চাকার গ্যাসের ট্যাংকার গাড়ির চালক মৃদুল দাস(৪৮) পরে এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান তেলিয়ামুড়া দমকল বাহিনীর পরে ঘটনাস্থল থেকে আহত মৃদুল দাস কে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে।

প্রতিক্রিয়া

● আটের পাতার পর

দায়ী। এতে কোনো ভুল নেই।“ এস সি শিমুল লেখেন, “আগে তাকে মেরে হাত পাও ভেঙ্গে দাও তার পর হুইলচেয়ার কিনে দাও বড় করে সেলফি তুলে ফেসবুকে স্টাটাস দাও দেখবে জনগন বলবে বাংলা তার নিজের হুইলচেয়ার চায়।“ অর্ণব ভট্টাচার্য লেখেন, “যাদের রাজ্য ভিক্ষাজীবীতায় প্রথম তারা আবার উত্তরপ্রদেশ আর গুজরাত দেখায়, ছিঃ !“ কল্যাণ সেন লেখেন, “কাজ না করিয়ে -পাইয়ে দিয়ে - না পরীক্ষায় পাস করিয়ে দিলে যদি রাজত্ব পাওয়া যায় তাহলে করবেনা কেন?

মৃত্যুও

● প্রথম পাতার পর

আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৩৫২৬ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৭৫৯০৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৭১৫৭৯ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার হয়েছে ৫.১০ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার হয়েছে ৯৪.৩৮ শতাংশ। এদিকে ০.৯৭ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। গত ২৪ ঘণ্টায় এক জনের মৃত্যু হওয়ায় এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৭৩৬ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, আবারও পশ্চিম জেলা করোনা সংক্রমণে শীর্ষস্থান দখল করেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ১১১ জন, দক্ষিণ জেলায় ৪৭ জন, গোমতি জেলায় ৪৮ জন, ধলাই জেলায় ১৬ জন, সিপাহিজলা জেলায় ১২ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ১৩ জন, উনকোটি জেলায় ৩৬ জন এবং খোয়াই জেলায় ১৬ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

রাজ্যেগুলোর মধ্যে ত্রিপুরা শীর্ষস্থানে রয়েছে।

সাথে তিনি যোগ করেন, আরও অর্থনৈতিক সহায়তার জন্য ২০১৮ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে মহিলা স্বসহায়ক দলগুলিকে ২২৫.০৮ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। যদিও ২০১৪ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে ঋণ প্রদানের মোট অর্থরাশি ছিল মাত্র ৪.৯৬ কোটি টাকা যা বর্তমান সরকারের সময়ের তুলনায় অনেক অনেক কম।

তিনি বলেন, বর্তমানে টিআরএলএমের মহিলা স্বসহায়ক দলগুলি জীবিকা নির্বাহ ও অন্যান্য দাবির জন্য স্ব-সহায়ক গোষ্ঠির সদস্যদের মধ্যে ৪০০ কোটি টাকার মত কর্পাস হয়েছে। যা গ্রামীণ এলাকায় উন্নয়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুখবর এবং উৎসাহ ব্যঞ্জক।

তাঁর দাবি, স্ব-সহায়ক গোষ্ঠির ব্যাংকের ঋণ এনপিএ হার ২০২১ সালের ৩১ মার্চ মাত্র ২.৬৩ শতাংশ। ত্রিপুরার ইতিহাসে স্ব-সহায়কের অর্থায়নের ক্ষেত্রে সর্বকালের সর্বনিম্ন এনপিএ। তিনি বলেন, ২০১৮-১৯ সাল থেকে আজ অব্দি এই কম সময়ের মধ্যে টিআরএলএম ২টি জাতীয় পুরষ্কার পেয়েছে যা এই রাজ্যের জন্য অত্যন্ত একটি সুখবর।

তিনি জানান, মহিলা স্বসহায়ক দল এবং তাদের ফেডারেশনগুলির মান উন্নয়নের জন্য ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৪২,৫৫১টি মহিলাদের স্ব-সহায়ক দলগুলো প্রাথমিক জীবিকার ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে সরাসরি যুক্ত যার মধ্যে রয়েছে অ-রাসায়নিক ধান চাষাবাদ, জৈবিক সবজি চাষ, বৈজ্ঞানিকরূপে ছাগল পালন, মাছ চাষ, পুষ্টি বাগান, শূকর, উদ্যান, মাশরুম চাষ ইত্যাদি। তাঁর কথায়, কৃষিক্ষেত্রে মহিলা স্বসহায়ক দলগুলোর সদস্যদের ভারী কাজের বোঝা হ্রাস করার জন্য এসএইচজি-র ভিলেজ অর্গানাইজেশন দ্বারা প্রায় ১৫০টি কাস্টম হায়ারিং সেন্টার পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, মহিলা স্ব-সহায়ক দলগুলোর সদস্যদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের বাজারে যাতে আরও ভাল দাম পায় তার জন্য, আজিবিকা গ্রামীণ এক্সপ্রেস যোজনা (এজিইওয়াই) এর অধীনে এসএইচজি ফেডারেশনগুলির সরল লোনের মাধ্যমে মহিলা সদস্যদের ২০টি গাড়ি সরবরাহ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ

● প্রথম পাতার পর

বন্ধ ছিল। যা এখন পুনরায় চালু হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ভারতীয় রেলওয়ের অক্সিজেন এক্সপ্রেস গত ২৪ এপ্রিল থেকে পরিসেবা শুরু করেছে। সারা দেশে এখন পর্যন্ত ১৫টি রাজ্যে ৩৫০০০ মেট্রিক টন লিকুইড মেডিকেল অক্সিজেন সরবরাহ করা হয়েছে ওই এক্সপ্রেসের মাধ্যমে। ভারতীয় রেলওয়ের হিসেব অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত ৪৮০টি অক্সিজেন এক্সপ্রেস পরিচালিত হয়েছে। খুবই স্বল্প সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট গন্তব্যে অক্সিজেন পৌছে দেওয়ার ক্ষেত্রে ভারতীয় রেলওয়ের এক্সিজেন এক্সপ্রেসের কোন বিকল্প নেই।

জেলা শাসকের সাথে সাক্ষাৎ উদয়পুর প্রেসক্লাবের প্রতিনিধিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৪ জুলাই।। গতকাল বিকাল সাড়ে চারটায় উদয়পুর প্রেস ক্লাবের এক প্রতিনিধি দল গোমতি জেলা শাসক রাভেল হেমন্ত কুমারের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎকারে মিলিত হয়ে উ দয়পুরের সার্বিক উন্নয়নের ব্যাপারে চল্লিশ মিনিটের আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় উদয়পুর রমেশ চৌমূহনী থেকে খিলপাড়া স্কুলের পাশ দিয়ে মরা নদীর জল নিষ্কাশনী ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং শহরের দক্ষিণ পশ্চিম অংশ তথা রাজারবাগ, দাস পাড়া, খিলপাড়া এলাকার বর্ষার সময় বৃষ্টির জল সরাসরি গোমতি নদীতে যাওয়ার জন্য যে মরা নদী আছে তার বেশির ভাগ অংশ খিলপাড়া স্কুলের পেছনে জবরদখল করে রাখায় উপছেপরা জল গোমতি নদীতে পরতে পারছে না, ফলে প্রতি বছর মরা নদী সংলগ্ন দুই দিকের কৃষকদের পুকুর জলে ডুবে যাওয়ায় মাছ চাষের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয় , ধানি জমি ,সব্জি সহ অন্যান্য ফসল নষ্ট হয়ে কৃষকদের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। গোমতি নদী সংলগ্ন এলাকার জবর দখল মুক্ত করে জল গোমতি নদীতে পৌছানোর ব্যবস্থা করা, ছাত্র-যুবক থেকে শুরু করে নেশা কারবারি ও নেশা সামগ্রী বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে পারিবারিক অশান্তি নিরসনে প্রশাসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ইয়ুথক্লাব কর্ণার, ব্রহ্মাবাড়ি এলাকায় বিদ্যুতিক সিগন্যালিং ব্যবস্থা চালু করা, উদয়পুর জামতলা অটো স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকা থেকে করোনা আবহে সব্জি বাজার প্রসারিত করে রাস্তার এক দিকে সব্জি বাজার বসানো, মুখ্যমন্ত্রীর স্পেশাল রিলিফ প্যাকেজ পত্রিকা হকারদের মধ্যে বন্টনের ব্যবস্থা করা, উদয়পুর টেপানিয়া স্থিত গোমতি জেলা হাসপাতালের পরিষেবার মান উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা, জেলা হাসপাতালে ক্যান্টিন পুনরায় চালু করা, জেলা হাসপাতালে যাওয়ার রাস্তাটি অবিলম্বে সংস্কার করা ও চলাচলের উপযোগী করে তোলা।

ঋষ্যমুখে

● আটের পাতার পর

স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সরকারী জায়গার বাউন্ডারি ওয়ালের ভিতরে একটি ঔষধের দোকান দীর্ঘ বৎসর ধরে চলছে। গত ১৫ই মে জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিককে তিনি একটি আরটিআই দেন। যার কোন সদুত্তর তিনি পান নি বলে জানান। জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক জবাবে জানান বিষয়টি ওনি ডেপুটি ড্রাগ কন্টোলারকে জানিয়েছেন। অথচ এ বিষয়ে নিজেই পদক্ষেপ নিতে পারতেন।আশিষ ভৌমিকের অভিযোগ দপ্তরের সাথে ঐ ঔষধ দোকানের কোন অবৈধ সম্পর্কের কারনে দপ্তর সব কিছু জেনেও কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না। ওনার দাবী দপ্তর হয় ঐ দোকানটি হাসপাতালের জায়গা থেকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। নতুবা বাকী বাইরের ঔষধ দোকান গুলিকে ভেতরে জায়গা দেওয়া হউক।

মীরাবাই

● প্রথম পাতার পর

উঁচু করে দিয়েছেন মীরাবাই। তিনি বলেন, মীরাবাই চানু গত চার বছর কঠোর পরিশ্রম করেছেন। তিনি ভারতের মুখ উজ্জ্বল করে উৎকৃষ্ট ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হওয়ায় খুবই সুখ অনুভব করছেন তিনি।

উল্লেখ্য, এশিয়ান চেম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জপদক লাভ করে মণিপুরের এই খেলোয়াড় অলিম্পিকে নিজের স্থান দখল করতে মরণপণ পরিশ্রম করেছেন। ভারোত্তলক মীরাবাই চানু উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের একজন কর্মচারীও। অলিম্পিকে তিনি স্থান লাভ করায় তাঁকে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের সর্বস্তরের কর্মচারী। গত ২০১৫ সালের ৩১ আগস্ট থেকে তিনি সিনিয়র জ্যেষ্ঠ টিকিট কালেক্টর হিসেবে লামডিং সেকশনে এনএফআর-এর অধীনে কর্মরত।

অলিম্পিকে রূপো জিতে ইতিহাসে গড়লেন মীরাবাই চানু। করোনা অতিমারির কারণে একটা সময় ধাক্কা খেয়েছিল চানুর প্রস্তুতি। কিন্তু অলিম্পিক্সে যেন তা বুঝতেই দিলেন না তিনি। নুর এই কৃতিত্বে খুশি গোটা দেশ। টুইট করে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

তিনি লেখেন, 'এর চেয়ে বেশি আনন্দের কিছু হতেই পারে না। ভারতের সম্মান বাড়িয়ে দিলেন চানু। তাঁকে শুভেচ্ছা ভারোত্তোলনে রুপো জেতার জন্য। ওঁর সাফল্য ভারতীয়দের অনুপ্রাণিত করবে।' অলিম্পিক্স রেকর্ড গড়ে প্রথম হলেন চিনের ঝৌ হৌ। তিনি মোট ২১০ কিলোগ্রাম ওজন তোলেন। মীরাবাই তুলেছেন মোট ২০২ কিলোগ্রাম। তৃতীয় স্থানে ইন্দোনেশিয়ার উইন্ডি কান্টিকা আইসাহ। তিনি তুলেছেন ১৯৪ কিলোগ্রাম।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

স্প্যাশিয়াল প্রযুক্তিকে একটি পদ্ধতি ও প্রযুক্তির ভান্ডার বলা যেতে পারে। যার প্রযোজ্যতা এই ক্ষেত্রে রয়েছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের সমস্ত রাজ্যগুলির পর্যটন সম্ভাবনাকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে জিও স্পেসিয়াল প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো খুবই জরুরি বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি আরও বলেন, উত্তর পূর্বাঞ্চল মূলত: পাহাড়ি অঞ্চল হওয়াতে এখানে জলের বেগ নিয়ন্ত্রণ করতে, ভূমি সংরক্ষণ ও জমির গুণমান উন্নয়নে চেকড্যাম ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। বন্যার সময় জল ছাড়া, পলি পরিবহণ, গ্রাউন্ড ওয়াটার রিচার্জ ইত্যাদির জন্য চেকড্যামের প্রচলন রয়েছে এই অঞ্চলে। ভূগর্ভে জল সঞ্চয় ও সংরক্ষণ বৃদ্ধির জন্য সঠিক জায়গায় ওয়াটার হার্ভেস্টিং খুবই দরকার। তাই ওয়াটার হার্ভেস্টিং কাঠামো তৈরির সময় জিআইএস এবং রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইন্টেগ্রেটেড ওয়াটারশেড ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পে ত্রিপুরায় ১৮২৫টি চেকড্যাম নির্মাণ করা হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

তাছাড়া বিভিন্ন জায়গার স্যাটেলাইট চিত্রের উপর ভিত্তি করে ত্রিপুরা স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার একটি তুলনামূলক গবেষণা করে দেখেছে সরকারি নেওয়ার আগে এবং পরে কতটুকু ব্যবধান হয়েছে এক্ষেত্রে। এই গবেষণার ফলাফল ভূবন জিওআইসিটি পোর্টালে রয়েছে। এই প্রযুক্তি সমূহ আরও বেশি পরিমাণে ব্যবহার করলে এই অঞ্চলের রাজ্যগুলি আরও বেশি লাভবান হবে বলে মনে করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মূলত জুম চাষ ও সমতল জমিতে স্থায়ী কৃষি চাষ দেখা যায় এবং প্রায় চার ভাগের তিনভাগ জনসংখ্যা কৃষিকাজ ও সংশ্লিষ্ট কাজ করে জীবনধারণ করে। এই অঞ্চলের বিচিত্র ভূমিগত চরিত্রকে সামনে রেখে কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়নে জিও স্পেসিয়াল প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে। রিমোট সেন্সিং-এর মাধ্যমে উপযুক্ত শস্য নির্বাচন করে ভালো ফসল পাওয়া যেতে পারে। উৎপাদনশীলতা বাড়াতে বর্তমান ক্রপিং-এর ধরণকেও বিশ্লেষণ করার পরামর্শ দেন তিনি।

এই অঞ্চলে ফসল কাটার ব্যাপারে অধিক পরিকল্পনা ও নজরদারির লক্ষ্যে একটি মোবাইল অ্যাপ এবং ড্যাশবোর্ডও তৈরি করা যেতে পারে। বিগত তিন বছরে জিআইএস এবং রিমোট সেন্সিং-এর ক্ষেত্রে ত্রিপুরায় প্রভূত অগ্রগতি হয়েছে। তাছাড়া রাজ্যে জিআইএস ভিত্তিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ল্যান্ড ব্যাঙ্কও তৈরি করা হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। এই ব্যবস্থা শিল্প স্থাপনে জমির সহজলভ্যতা দেখিয়ে ব্যবসায়িক প্রক্রিয়াকে সহজ করে দেয়। আগরতলা পুর এলাকায় ত্রিপুরা ন্যাচারাল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেডের গ্যাস পাইপলাইনের নেটওয়ার্ক তৈরি সম্পূর্ণ হয়েছে। ফলে যে কোনও খোদাই কার্য করার সময় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেওয়া যাবে, বলেন তিনি।

নর্থ ইস্ট স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টারের (এনইএসএসি) গত জানুয়ারির সভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য মহাকাশ প্রযুক্তি ব্যবহারের একটি কর্ম পরিকল্পনা তৈরির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আনন্দের সাথে জানান যে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী ত্রিপুরা সরকার ইতিমধ্যে একটি কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করেছে ও নর্থ ইস্ট স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টারের পরামর্শে ২১টি প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়েছে। তার মধ্যে দুটি প্রকল্প ইতিমধ্যে চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রকল্পগুলির একটি হচ্ছে রাজ্যের নিজস্ব অর্থে বাস্তবায়ন যোগ্য কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে জিও স্পেসিয়াল প্রযুক্তি ব্যবহার এবং অপরটি হচ্ছে উত্তর পূর্বাঞ্চল পরিষদের আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়নযোগ্য পর্যটন ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তি ব্যবহার। এই কর্ম পরিকল্পনাতে আগর চাষের আওতাধীন এবং সম্ভাব্য এলাকার ম্যাপিং করারও পরিকল্পনা রয়েছে, কেননা আগর চাষের পরিমাণ বাড়াতে পারলে অর্থনীতিতেও ভালো প্রভাব পড়বে।

চালক

● প্রথম পাতার পর

পুলিশ। তাতে রাবারের সিট বোঝাই ছিল।

কৃষ্ণেন্দু বাবু বলেন, গাড়ির চালক সিলবার রাজু তামিলনাড়ুর বাসিন্দা। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই রাবারের সিটের ভেতর থেকে গাঁজা ভর্তি প্যাকেট উদ্ধার করা হয়েছে। সমস্ত গাঁজা ট্রাক থেকে নামাতে প্রায় আড়াই ঘন্টা সময় লেগেছে। মোট ১৯৮টি প্যাকেট থেকে ২৯৭০ কেজি শুকনা গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। তিনি বলেন, বিশালগড় থানার পুলিশ ওই গাঁজা ও ট্রাক চালককে হেফাজতে নিয়েছে। ট্রাক চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করে গাঁজা পাচারের মূল পান্ডাকে খোজে বের করার চেষ্টা চলছে।

মোহনপুরে

● প্রথম পাতার পর

মজুমদার।মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত জানান ,মোহনপুর মহকুমার দমদমিয়া থেকে শুরু করে প্রায় বেশ কিছু স্থানে চলে অভিযান।আইন ভঙ্গ করার কারনে তিনজন ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তারও করা হয়।

করোণা বিধি অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে বলে প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

ধর্ষিতা

● প্রথম পাতার পর

মেয়েটির বাড়িতে চাপ সৃষ্টি করে পুলিশকে না জানানোর জন্য। যদিও শেষ পর্যন্ত গত ২৩ জুলাই মেয়েটির বাবা ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে আমবাসা থানায় ওই দুই যুবকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। অভিযোগ মূলে আমবাসা থানার পুলিশ দুইজনকে গ্রেপ্তার করে। রাজেশ কন্দের বাড়ি লালছড়ির হৃদয় বস্তি এবং নিরঞ্জন দেবনাথের বাড়ি আম্বেদকার নগর। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিবারের তরফ থেকে এবং স্থানীয় জনগণের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করা হয়েছে। নাবালিকা ধর্ষণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

কিশোর

● প্রথম পাতার পর

বর্ডার গোলচক্কর থেকে ১৬ বছরের এক কিশোরকে আটক করেছেন স্থানীয় জনগণ। বাড়ি করে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে ওই কিশোর। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেছে নেশার টাকা যোগাড় করতে না পেরে সে এ ধরনের চুরির ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছে। নেশার টাকা যোগাড় করতে বাধ্য হচ্ছে চুরি করতে।বর্ডার গোলচক্কর থেকে আটক ঐ কিশোর জানায়, ১৪০ থেকে ১৫০ টাকার বিনিময়ে নেশা সামগ্রী কিনে বটতলা হাওড়া মার্কেট থেকে। এর জন্যই এই কাজ করতে হয় তাকে।আগরতলার জয়নগরের দশমী ঘাট সংলগ্ন এলাকায় এলাকাবাসীর হাতে ধরা পড়ে জিজ্ঞাসাবাদের সময় এই চাঞ্চল্যকর স্বীকারোক্তি দিয়েছে সে। এর আগেও এই যুবক কয়েকবার অন্যান্য এলাকায় চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। এ ধরনের ঘটনা আকছাড় ঘটেছে বলেও জানা গেছে।

মৃতদেহ

● প্রথম পাতার পর

ঘটনাস্থলে ছুটে যায় শ্রীনগর থানার পুলিশ। সেখান থেকে বৃদ্ধ দিনমজুরের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। কেন এই বৃদ্ধ শ্রমিক আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন সে সম্পর্কে অবশ্য বিস্তারিত কোনো তথ্য জানা যায়নি। প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে ওই ব্যক্তি আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

নাবালকের

● প্রথম পাতার পর

ট্রাক্টরের নিচে পড়ে যায় সে।

এতে পা থেকে কোমর অব্দি প্রচণ্ড আঘাত প্রাপ্ত হয় ঐ নাবালক।সাথে সাথে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় প্রথমে ফটিকরায় হাসপাতাল এবং পরে কৈলাশহর হাসপাতালে।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গেছে ফটিকরায় থানার পুলিশ। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত আহত শিবেন্দুকে আগরতলার জিবি হাসপাতালে রেফার করা হলে আগরতলায় যাবার পথে মুঙ্গিয়াকামী এলাকায় পথেই মৃত্যু হয়েছে ঐ নাবালকের।ঘটনায় এলাকায় নেমেছে শোকের ছায়া।

টোকিও অলিম্পিক : বক্সিংয়ে ইন্দ্রপতন
প্রথম রাউন্ড থেকেই ছিটকে গেলেন বিকাশ

টোকিও, ২৪ জুলাই (হি.স.): টোকিও অলিম্পিকে শুরুতেই ইন্দ্রপতন। ৬৯ কেজি বিভাগে প্রথম রাউন্ড থেকেই ছিটকে গেলেন বক্সার বিকাশ কৃষণ যাদব। তিন বারের অলিম্পিয়ানকে এদিন ৫-০ ব্যবধানে পরাজিত করেন জাপানের কুইন্সি ওকাজাওয়া। ২০১৯ এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের রুপো জয়ী জাপানের কুইন্সি ওকাজাওয়া শুরু থেকেই রিংয়ে আধিপত্য বজায় রাখেন তিনি। ২০১৯ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের কোয়ার্টার ফাইনালিস্ট এদিন বিকাশকে ৫-০ ব্যবধানে হারিয়ে পৌঁছে গেলেন প্রি কোয়ার্টার ফাইনালে। সেখানে কিউবার তৃতীয় বাছাই রনিল ইগলেসিয়াসের বিরুদ্ধে নামবেন তিনি। ভারতের বক্সিং থেকেই বেশি পদক আসবে বলে মনে করা হচ্ছিল। বিকাশও অন্যতম ফেভারিট ছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রথম রাউন্ডেই বিদায় অবাক করছে সকলকে। হাই ভোল্টেজ লড়াই তাঁর চোখের কাছে কিছুটা কেটেও যায় এদিন। জানা গিয়েছে, কাঁধে সামান্য চোট নিয়ে খেলতে নামাই কাল হল বিকাশের। কাল ভারতের নজর থাকবে ছয়বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন এমসি মেরি কম (৫১ কেজি বিভাগ) এবং কমনওয়েলথ গেমসের রুপোজয়ী মণীশ কৌশিকের দিকে।

টোকিও অলিম্পিক: নেদারল্যান্ডসের কাছে হারলেন
১-৫ গোলে হেরে গেল ভারতীয় মহিলা হকি দল

টোকিও, ২৪ জুলাই (হি.স.): সকালে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে ভারতীয় পুরুষ হকি দল অলিম্পিক অভিযান শুরু করলেও মহিলা হকি দল বড় পরাজয়ের সম্মুখীন হল। নেদারল্যান্ডসের কাছে হারলেন ১-৫ গোলে হেরে গেল ভারতীয় মহিলা হকি দল। টোকিও অলিম্পিকে এদিন প্রথম দুটি কোয়ার্টারে ভারতীয় মহিলা হকি খেলোয়াড়রা দারুণ লড়াই চালালেন। রক্ষণও বেশ জমাট লাগছিল। সে কারণেই বিরতিতে ফলাফল ছিল ১-১। ম্যাচের ৬ মিনিটে ফেলিস আলবার্সের গোলে ডাচরা এগিয়ে যাওয়ার ৪ মিনিট পরেই গোল করে সমতা ফেরান অধিনায়ক রানি রামপাল। কিন্তু বিরতির পরই ছন্দ হারিয়ে ফেলে ভারতীয় দল। সেই সুযোগ নিয়ে আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়ায় তিনবারের অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন ও গতবারের রুপোজয়ী নেদারল্যান্ডস। ৩৩ মিনিটে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন মার্গর্তে ভ্যান গিফেন। এরপর ৪৩ ও ৪৫ মিনিটে গোল করে ব্যবধান বাড়ান আলবার্স ও ফ্রেডেরিক মাতলা। নেদারল্যান্ডসের পঞ্চম গোলটি আসে ষষ্ঠ পেনাল্টি কর্নার থেকে। এই গোলটি করেন কাইয়া জ্যাকলিন ভ্যান মাসাক্কের। পুল এ-র পরবর্তী ম্যাচে ২৬ জুলাই রানি রামপালের ভারত খেলবে জার্মানির বিরুদ্ধে।

কোরিয়ার কাছে হেরে তিরন্দাজির মিক্সড ইভেন্টে
অভিযান শেষ দীপিকা-প্রবীণের

টোকিও, ২৪ জুলাই (হি.স.) : সকালটা শুরু হয়েছিল আশার আলো ছড়িয়ে। চিনা তাইপের বিরুদ্ধে পিছিয়ে পড়েও দুরন্ত প্রত্যাবর্তন ঘটিয়ে তিরন্দাজিতে মিক্সড টিম ইভেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছিলেন দীপিকা কুমারী ও প্রবীণ যাদব। তবে পদক সম্ভাবনা তৈরি হতে না হতেই হারিয়ে গেল। কোয়ার্টার ফাইনালে কোরিয়ার কাছে ৬-২ ব্যবধানে হেরে গেলেন দীপিকা ও প্রবীণ। শনিবার দীপিকা ও প্রবীণের প্রতিপক্ষ ছিলেন চিনা তাইপের চিন চান ট্যাং ও চিয়া এন লিং। প্রথম সেটে চিনা তাইপে ৩৬-৩৫ ব্যবধানে জিতে নেয়। চারটি শটে চিনা তাইপের প্রতিনিধিরা ৯, ৯, ৮ ও ১০ পয়েন্ট স্কোর করে। সেখানে ভারতের দুই তিরন্দাজ ৮, ১০, ৮ ও ৯ পয়েন্ট স্কোর করেন। কোয়ার্টার ফাইনালে হতাশ করেছেন দীপিকা। একটিও তির থেকে দশ পয়েন্ট অর্জন করতে পারেননি ভারতের সেরা মহিলা তিরন্দাজ। প্রবীণ যাদব দুবার দশ পয়েন্ট করে পেলেও ফাইনাল সেটে ৬ পয়েন্ট পান। কোরিয়ার আন সান ও কিম জি ডিওক জুটি স্পষ্টতই ফেভারিট ছিলেন।

প্রথম রাউন্ডে সহজ জয়, টোকিওয়ে সোনা জয়ের লক্ষ্যে জকোভিচ

টোকিও, ২৪ জুলাই (হি.স.) : টোকিও অলিম্পিকে সোনা জেতাটা যেন স্রেফ সময়ের অপেক্ষা সার্বিয়ান তারকা নোভাক জকোভিচের কাছে। তিনি বিশ্বের এক নম্বর টেনিস তারকা।তাঁর দেশ সার্বিয়ার একটা হলেও সোনার পদক এবারের অলিম্পিকে নিশ্চিত। এমনটাই মত বিশেষজ্ঞদের। শনিবার অলিম্পিকে নিজের শুরুটাও দুর্দান্ত করলেন জকোভিচ। বলিভিয়ার হুগো ডেলিয়ানকে প্রথম রাউন্ডে হারালেন ৬-২, ৬-২ স্ট্রেট সেটে। এ বছর অস্ট্রেলিয়ান ওপেন, ফরাসি ওপেন এবং উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন জকোভিচ। এবার অলিম্পিকেও দেশকে সোনা এনে দিতে বদ্ধপরিকর সার্বিয়ান তারকা। ২০০৮ সালে বেজিং অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছিলেন জকোভিচ। এবার তাই সোনা জিততে মরিয়া বিশ্বের একনম্বর টেনিস তারকা।

শুটিংয়ে পদক হাতছাড়া ভারতের, সপ্তম স্থানে শেষ করলেন সৌরভ

টোকিও, ২৪ জুলাই (হি.স.): আশা জাগিয়েও শুটিংয়ে পদক হাতছাড়া ভারতের। ১০ মিটার এয়ার পিস্তলের ফাইনালে ৭ নম্বরে থেকে লড়াই শেষ করলেন ভারতীয় শুটার সৌরভ চৌধরি। এর আগে ১০ মিটার এয়ার পিস্তল বিভাগের ফাইনালে উঠে টোকিও অলিম্পিকে ভারতের পদক জয়ের সম্ভাবনা উজ্জ্বল করেন শুটার সৌরভ চৌধরি। শুধু তাই নয় যোগ্যতা অর্জন পর্বে প্রথম হন সৌরভ। ১০ মিটার এয়ার পিস্তলের কোয়ালিফাইং রাউন্ডে ৫৮৬ পয়েন্ট স্কোর করে এক নম্বরে থেকে ফাইনালে উঠলেন সৌরভ চৌধরি।ফলে পদকের আশা বাড়তে থাকে বিশ্বের দুই নম্বর শুটারকে ঘিরে। তবে কোয়ালিফাইং রাউন্ডে এক নম্বরে থেকে ফাইনালে উঠলেও পোডিয়াম ফিনিশ করতে পারলেন না সৌরভ চৌধরি। ১০ মিটার এয়ার পিস্তলের ফাইনালে ৭ নম্বরে থেকে লড়াই শেষ করলেন তিনি। ১৩৭.৪ পয়েন্ট নিয়ে ফাইনালের দ্বিতীয় প্রতিযোগী হিসেবে ছিটকে যেতে হয় সৌরভকে।

৩-২ গোলের ব্যবধান, নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে হকিতে জয় ভারতের

নিউজিল্যান্ড, ২৪ জুলাই (হি.স.): ছেলেদের হকিতে প্রথম ম্যাচে নিউজিল্যান্ডকে ৩-২ গোলে পরাজিত করল ভারত। ভারতের হয়ে ২৬ ও ৩৩ মিনিটে জোড়া গোল করেন হরমনপ্রীত সিং। ১০ মিনিটের মাথায় অপর গোলটি করেন রুপিন্দর পাল সিং। নিউজিল্যান্ডের হয়ে ৬ মিনিটে প্রথম গোল করেন কেন রাসেল। পরে ৪৩ মিনিটের মাথায় স্টিফেন জেনেস দ্বিতীয় গোল করেন। প্রথম কোয়ার্টারে খেলা শেষে ভারত-নিউজিল্যান্ড ম্যাচের স্কোর ছিল ১-১। নিউজিল্যান্ডের হয়ে পেনাল্টি কর্ণার থেকে গোল করেন (৬ মিনিটে) কেন রাসেল। ভারতের হয়ে গোল শোধ করেন (১০ মিনিটে) রুপিন্দর পাল সিং। লড়াই চালিয়ে যায় ভারত। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে (২৬ মিনিটে) গোল করে ভারতকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে নিয়ে যান হরমনপ্রীত সিং। এরপর ৩৩ মিনিটে ফের গোল করেন হরমনপ্রীত। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

ইস্তোমিনকে হারিয়ে অলিম্পিকে পদকের আশা জিইয়ে রাখলেন সুমিত

টোকিও, ২৪ জুলাই (হি.স.) : শনিবার সকালটা এক রাশ হতাশা দিয়ে শুরু হয়েছিল টোকিও অলিম্পিকে ভারতীয় প্রতিযোগীদের। জুডো থেকে তিরন্দাজি প্রায় সব বিভাগেই ধরাশায়ী হতে দেখা যাচ্ছিল ভারতীয় অ্যাথলিটদের। এরপর, হতাশা কাটিয়ে টোকিও অলিম্পিকের আসরে দেশের হাতে প্রথম পদক তুলে দেন মহিলাদের ভারোত্তোলন বিভাগ থেকে মীরা বাই চানু। রিও অলিম্পিকে আশানুরূপ ফল না পেলেও টোকিও অলিম্পিকে বাজিমাত করে বছর ২৬-র এই তারকা।

এরপর আবারও আশার আলো দেখা দিল টেনিস বিভাগ থেকে। প্রথম রাউন্ডের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর দুরন্ত ভাবে নিজের জয় তুলে নেন সুমিত নাগাল। এদিন প্রথম সেটে জিততে নাগালের খুব একটা সমস্যা দেখা না দিলেও দ্বিতীয় সেটে হাড্ডাহাড্ডির লড়াইয়ের পর সমতায় আসেন ইস্তোমিন। কিন্তু এর পর তৃতীয় সেটে উজবেকিস্তানের এই প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারাতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি সুমিত নাগালকে। প্রায় ঘন্টা তিনেকের লড়াইয়ের পর তার কাছে হার মানেন উজবেকিস্তানের ডেনিস ইস্তোমিন। সব মিলিয়ে খেলার ফল গিয়ে পৌঁছায় ৬-৪, ৬-৭ এবং ৬-৪ এ। এছাড়াও টেনিসের পাশাপাশি ব্যাডমিন্টনে ও ডাবলসে চিনা তাইপেই-র ইয়াং লি ও লি-লিন ওয়াং জুটিকে ২১-১৬, ১৬-২১, ২৭-২৫ এ পরাজিত করে ভারতের সাত্যিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি ও চিরাগ শেট্টি এই জুটি। মীরা বাই চানুর পর এই মুহূর্তে টেনিস তারকা সুমিত ও ব্যাডমিন্টনে সাইরাজ ও চিরাগ জুটির দিকে তাকিয়ে গোটা দেশ।

টোকিও অলিম্পিক: টেবিল টেনিসে রুদ্ধশ্বাস জয়ে দ্বিতীয় পর্বে বাংলার সুতীর্থা মুখোপাধ্যায়

টোকিও, ২৪ জুলাই (হি.স.) : পিছিয়ে থেকেও অলিম্পিকে টেবিল টেনিসের দ্বিতীয় পর্বে পৌঁছে গেলেন বাংলার সুতীর্থা মুখোপাধ্যায় (ডাব্লুআর ৯৮)। এদিন ৩-১ ব্যবধানে পিছিয়ে ছিলেন বাংলার টেবিল টেনিস খেলোয়াড়। সেখান থেকে ৪-৩ ব্যবধানে জয় তুলে নিয়ে টোকিও অলিম্পিকের দ্বিতীয় পর্বে পৌঁছে গেলেন সুতীর্থা।

টেবিল টেনিসের ওমেনস সিঙ্গলসে সুইডেনের লিন্ডা বার্গস্ট্রোয়েম (ডাব্লুআর ৭৮)---এর বিরুদ্ধে শুক্রবার লড়াই ছিল বাংলার সুতীর্থা মুখোপাধ্যায়ের। একসময় ১-৩ গেমে পিছিয়ে ছিলেন সুতীর্থা। সেখান থেকে শেষ তিনটি গেমে টানা জয় তুলে নিয়ে ৪-৩ ব্যবধানে ম্যাচ জিতে নেন তিনি। টেবিল টেনিসের ওমেনস সিঙ্গলসের প্রথম ম্যাচে সুইডেনের লিন্ডাকে ৫-১১, ১১-৯, ১১-১৩, ৯-১১, ১১-৩, ১১-৯, ১১-৫ গেমে পরাজিত করেন সুতীর্থা।পরের পর্বে পর্তুগালের (ডাব্লুআর ৫৫) ফু ইউয়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামবেন সুতীর্থা।

এদিন শুরুতেই ৬ মিনিটের লড়াইয়ে ৫-১১ ব্যবধানে প্রথম গেম হেরে যান সুতীর্থা। এরপরই ১১-৯ ব্যবধানে দ্বিতীয় গেম জিতে ম্যাচে ১-১ সমতা ফেরান ভারতীয় তারকা। এরপর তৃতীয় গেম যায় লিন্ডা বার্গস্ট্রোয়েমের পক্ষে।১১-১৩ ব্যবধানে পরাজিত হলেন সুতীর্থা। ম্যাচে তিনি পিছিয়ে ১-২ ব্যবধানে। চতুর্থ গেমেও পরাজিত হন তিনি। চতুর্থ গেমে ৯-১১ ব্যবধানে পরাজিত হন সুতীর্থা। ম্যাচে তিনি পিছিয়ে পরেন ১-৩ ব্যবধানে। এখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বাজিমাত করেন বাংলার এই টেবিল টেনিস খেলোয়াড়।

শেষ তিনটি গেমে টানা ১১-৩ (পঞ্চম গেম), ১১-৯ (ষষ্ঠ গেম) এবং শেষ তথা নির্নায়ক গেমে ১১-৫ ব্যবধানে জিতে রুদ্ধশ্বাস জয় তুলে নেন সুতীর্থা মুখোপাধ্যায়। পরের পর্বে পর্তুগালের (ডাব্লুআর ৫৫) ফু ইউয়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামবেন সুতীর্থা।

চানুকে শুভেচ্ছা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালের

কলকাতা, ২৪ জুলাই (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টোকিও অলিম্পিকের সাফল্যে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ভারতের তারকা অ্যাথলিট মীরাবাই চানুকে। শনিবার টুইট করে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, ”মীরাবাই চানুর জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল। ৪৯ কেজি ভারোত্তলন বিভাগে রুপো জয় করেছে।” সঙ্গে তিনি আরও যোগ করেছেন, ”তুমি আমাদের সবাইকে অত্যন্ত গর্বিত করেছ। তোমার এই সাফল্য আমাদের প্রত্যেকের কাছেই অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।” ২০১৭ সালে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ৮৭ কেজি স্ন্যাচ বিভাগে সোনা জয় করেছিলেন ভারতের এই মহিলা ভারোত্তলক। ২০০০ সালে সিডনি গেমসে কারনাম মালেশ্বরীর পর মীরাবাই চানু ভারতের দ্বিতীয় মহিলা ভারোত্তলক যিনি অলিম্পিকের মঞ্চে সোনা জয় করেন।

মণিপুর : অলিম্পিকে দেশের প্রথম পদক বিজয়ী মীরাবাইকে এক কোটি টাকার পুরস্কার ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

ইমফল, ২৪ জুলাই (হি.স.) : টোকিও অলিম্পিকে ভারতকে প্রথম পদক এনে দিয়েছেন মণিপুর-কন্যা সাইখম মীরাবাই চানু। অলিম্পিকে রৌপ্যপদক বিজয়ী মীরাবাই চানুকে এক কোটি টাকার পুরস্কার দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী নংথমবাম বীরেন সিংহ।

আজ শনিবার পদক বিজয়ের পর মীরাবাই চানুর সঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিংহ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কথা বলে তাঁকে মণিপুর তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চল তথা দেশের জন্য বিরল সম্মান এনে দেওয়ায় উষ্ণ অভিনন্দন জানান। ভিডিও কনফারেন্সে কথা বলার আগে উচ্ছ্বসিত মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংহ তাঁর অফিশিয়াল টুইটে লিখেছিলেন, মীরাবাই চানু, তোমার এই সাফল্যে আমি গর্বিত। গর্বিত মণিপুর। তোমার আরও সাফল্য কামনা করছি। উল্লেখ্য, স্নেচে ৮৭ কিলোগ্রাম এবং ক্লিন অ্যান্ড জার্কে প্রথম প্রচেষ্টায় ১১০ কেজি, দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় ১১৫ কিলোগ্রাম এবং এর পর যথাক্রমে ১১৭ এবং ২০২ কেজি ভারোত্তলন করেও সফল হতে পারেননি তিনি। চিনের ঝিহুই হউ ২১০ কিলোগ্রাম ভারোত্তলন করে স্বর্ণপদক ছিনিয়ে নিয়েছেন। ভারতের এই খেলোয়াড় স্বর্ণপদক বিজয়ীর সম্ভাবনায় তালিকায় ছিলেন। তবু রৌপ্যপদক অর্জন করে দেশের জন্য প্রথম সুখবর এনে দেওয়ায় মীরাবাইকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, মণিপুর ও অসমের মুখ্যমন্ত্রী যথাক্রমে নংথমবাম বীরেন সিংহ, হিমন্তবিশ্ব শর্মা, কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রক, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের সর্বস্তরের আধিকারিক-কর্মচারী থেকে শুরু করে গোটা দেশ উষ্ণ অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, টোকিও অলিম্পিকে ভারোত্তলন প্রতিযোগিতায় ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছোট্ট রাজ্য মণিপুরের রাজধানী ইমফলের মেয়ে সাইখম মীরবাই। ২১ বছর পর ভারতকে ভারোত্তলনে দ্বিতীয় পদক এনে দিয়ে ইতিহাস রচনা করেছেন তিনি। এর আগে সিডনি অলিম্পিক ২০০০-এ ভারোত্তলনে পদক লাভ করেছিলেনে কর্ণম মল্লেশ্বরী। অলিম্পিকে রৌপ্যপদক অর্জনকারী প্রথম ভারতীয় ভারোত্তলক সাইখম মীরাবাই চানু।

রুপো জয়েই লক্ষ লক্ষ টাকার পুরস্কার, চানুর সঙ্গেই টাকায় পুরস্কৃত কোচও

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই (হি.স.) : টোকিও অলিম্পিকে ইতিহাস গড়ার পরে মীরাবাই চানুর কোচ বিজয় শর্মাকে ১০ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। শনিবার ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থা এমনটাই জানিয়ে দিল। আইওএ সচিব জেনারেল রাজীব মেহতা জানান, ”অলিম্পিক পদকপ্রাপ্ত অ্যাথলেটিকদের প্রশিক্ষণের জন্য কোচদেরও পুরস্কৃত করা হবে। দিন রাত উদয়াস্ত পরিশ্রম করে অ্যাথলেটিকদের গাইড করে যাচ্ছেন ওঁরা। অ্যাথলেটিকদের মত ওঁরাও জীবনে অনেককিছু উতসর্গ করেছেন।” বৃহস্পতিবারই আইওএ-র তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল টোকিও অলিম্পিকে সোনাজয়ী তারকাদের ৭৫ লক্ষ টাকার আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হবে। এর সঙ্গে জাতীয় স্পোর্টস ফেডারেশনসের তরফে মিলবে আরো ২৫ লক্ষ বোনাস। রুপো এবং ব্রোঞ্জজয়ীদের ক্ষেত্রে এই আর্থিক পুরস্কার যথাক্রমে ৪০ এবং ২৫ লক্ষ। পাশাপাশি জানানো হয়েছে, অলিম্পিকে অংশগ্রহণকারী জাতীয় অ্যাথলেটিকদের প্রত্যেককে ১ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে। আর পদক জিতলেই ন্যাশনাল স্পোর্টস ফেডারেশনের তরফে মিলবে ৩০ লক্ষ করে বোনাস।

মণিপুর : কঠোর সংগ্রামের বলে অলিম্পিকে পদক এনে ইতিহাস রচনাকারী দরিদ্র পরিবারের কন্যাসন্তান মীরাবাই

শৈশবে দুর্গম পাহাড় থেকে গাছের কাণ্ড কাঁধে বহন করে রসুইঘরের উনুন জ্বালাতেন যিনি, সেই মণিপুর-কন্যা আজ অলিম্পিকে দৃষ্টান্ত রচনাকারিণী

ইমফল, ২৪ জুলাই (হি.স.) : টোকিও অলিম্পিকে রৌপ্যপদক জয় করে কেবল উত্তর-পূর্বঞ্চলেরই নয়, গোটা দেশের নাম গৌরবোজ্জ্বল করছেন মণিপুর-কন্যা সাইখম মীরাবাই চানু। কঠোর সংগ্রাম করলে সাফল্য লাভ হয়, তার এক নয়া দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন উত্তরপূর্বের ২৭ বছর বয়সি এই মেয়ে। টানা ২১ বছর পর ভারোত্তলনে ভারতে রূপা এনে দিয়ে মীরাবাই চানু ইতিহাস রচনা করেছেন। অলিম্পিকে রৌপ্যপদক জয় করে দেশের প্রথম মহিলা হিসেবে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। রিও অলিম্পিকে উচ্চ প্রত্যাশা তাঁর ছিল। কিন্তু হতাশাজনক প্রদর্শনে খেলার ময়দান থেকে বের হতে হয়েছিল তাঁকে। এর পর পণ ধরেছিলেন, যত কঠোরই হোক, টোকিও অলিম্পিকে তাঁকে সাফল্য অর্জন করতেই হবে।

১৯৯৪ সালে ইমফল পূর্ব জেলার নংপোক কাকচিং গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মীরাবাই। বাবা-মায়ের ছয় সন্তানের কনিষ্ঠ মীরাবাই চানু শৈশবে তাঁদের বাড়িতে রসুইঘরে উনুন জ্বালানোর জন্য প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে দুর্গম পাহাড়ের জঙ্গল থেকে কাঠখড়ের বোঝা কাঁধে বহন করে পায়ে হেঁটে ঘরে ফিরতেন। তখনই কেউ কেউ তাঁর প্রতিভার আবিষ্কার করেছিলেন। বলেছিলেন, এই মেয়ে একদিন কোনও না-কোনওভাবে দেশের নাম উজ্জ্বল করবে। আজ সেদিনের ভারী কাঠের বোঝা বহনকারিণী মেয়েটিই ভারতকে পদক এনে দিয়েছেন। কাঠের বোঝা বহনই ছিল তাঁর ভারোত্তলনের আদি পাঠ, বলেছেন মীরাবাইয়ের দাদা সাইখম সনাতম মেইতেই।

সনাতম মেইতেই বলেন, ভারী ভারী গাছের কাণ্ড বহনকারিণী আমাদের ছোট বোন দীর্ঘ ১৭ বছর পর আজ টোকিও অলিম্পিকে ভারোত্তলন করে পদক জয় করেছেন, এটা কেবল তাঁর পরিবারের নয়, গোটা দেশের গৌরব, দেশের নাম উজ্জ্বল করেছে ছোট বোন মীরা। তিনি বলেন, শৈশবে সে বড় বড় গাছের কাটা কাণ্ড ও ডাল অনায়াসে কাঁধে বহন করে কিলোমিটারের পর কিলোমিটার পায়ে হেঁটে যেতে পারত। এত পরিশ্রমের পাশাপাশি তাঁর ছোট বোন কেবলমাত্র প্রবল অধ্যবসায়ের মাধ্যমে যথাসময়ে বিএ পাশ করেছেন, বলেন আবেগিক দাদা সনাতম।

সাইখম সনাতম মেইতেই ছোট বোনের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জির তথ্য দিতে গিয়ে জানান, তাঁর প্রতিভাকে সম্মান জানিয়ে গত ২০১৫ সালের ৩১ আগস্ট ভারতীয় রেলওয়ে মন্ত্রক তাঁকে সিনিয়র জ্যেষ্ঠ টিকিট কালেক্টর হিসেবে নিয়োগ করেছে। মীরাবাইকে লামডিং সেকশনে এনএফআর-এর অধীনে নিয়োগ করা হয়েছিল। গত ২০১৮ সালের এপ্রিল থেকে তিনি পিসিপিও-র অধীনে ওএসডি (ক্রীড়া) হিসেবে কর্মরত। তিনি ফুটবল খেলতেন, আর মীরাবাই গাছের কাণ্ড তুলে শুরু করেছিল ওয়েইট-লিফটিং, জানান দাদা সনাতম। তিনি বলেন, তাঁর প্রচণ্ড উদ্দ্যম এবং সাধনাই হল মীরার সাফল্যের রহস্য। যে কোনও ধরনের চাপ, সে মানসিকই হোক, আর শারীরিক, অনায়াসে মোকাবিলা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে অত্যন্ত শীতল মস্তিষ্কে।

২০১৮ সালে পদ্মশ্রী এবং ওই সালেই রাজীব গান্ধী ক্রীড়ারত্ন পদকে বিভূষিত মীরাবাই ২০১৪ সালে গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসে রৌপ্যপদক লাভ করেছিলেন। ২০১৭ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্টের আনাহেমে ভারোত্তলন চ্যাম্পিয়নশিপে স্বর্ণপদক, ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে মেঙ্গালুরুতে মহিলা জ্যেষ্ঠ রাষ্ট্রীয় ভারোত্তলন চ্যাম্পিয়নশিপেও স্বর্ণপদক অর্জন করেছিলেন তিনি। ওই সালে (২০১৮) গোল্টকোস্ট অস্ট্রেলিয়ায় কমনওয়েলথ গেমসেও স্বর্ণপদক জয় করে ভারতের নাম উজ্জ্বল করেছেন মীরাবাই। এছাড়া চলতি বছর (২০২১) এপ্রিলে তাসখন্দে অনুষ্ঠিত আসিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ১১৯ কিলোগ্রাম ভারোত্তলন করে ক্লিন অ্যানাড জার্কে বিশ্ব রেকর্ড গড়েছেন তিনি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত রিও অলিম্পিয়াকে হতাশাজনক প্রদর্শনের পর কিছু সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মীরাবাই ফিনিক্স পাখির মতো আজ ইতিহাস রচনা করেছেন ৪৯ কেজি ভারোত্তলন শাখায় ২০২ কিলোগ্রাম ওয়েইট তুলে।

লিম্পিকে পদকপ্রাপ্ত দরিদ্র পরিবারের কন্যাসন্তান মীরাবাই সব সময় গ্রামের মাটি সঙ্গে রাখেন

শৈশবে দুর্গম পাহাড় থেকে গাছের কাণ্ড কাঁধে বহন করে রসুইঘরের উনুন জ্বালাতেন যিনি, সেই মণিপুর-কন্যা আজ অলিম্পিকে দৃষ্টান্ত রচনাকারিণী

ইমফল, ২৪ জুলাই (হি.স.) : টোকিও অলিম্পিকে রৌপ্যপদক জয় করে কেবল উত্তর-পূর্বঞ্চলেরই নয়, গোটা দেশের নাম গৌরবোজ্জ্বল করছেন মণিপুর-কন্যা সাইখম মীরাবাই চানু। কঠোর সংগ্রাম করলে সাফল্য লাভ হয়, তার এক নয়া দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন উত্তরপূর্বের ২৭ বছর বয়সি এই মেয়ে। টানা ২১ বছর পর ভারোত্তলনে ভারতে রূপা এনে দিয়ে মীরাবাই চানু ইতিহাস রচনা করেছেন। অলিম্পিকে রৌপ্যপদক জয় করে দেশের প্রথম মহিলা হিসেবে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। রিও অলিম্পিকে উচ্চ প্রত্যাশা তাঁর ছিল। কিন্তু হতাশাজনক প্রদর্শনে খেলার ময়দান থেকে বের হতে হয়েছিল তাঁকে। এর পর পণ ধরেছিলেন, যত কঠোরই হোক, টোকিও অলিম্পিকে তাঁকে সাফল্য অর্জন করতেই হবে।

১৯৯৪ সালে ইমফল পূর্ব জেলার নংপোক কাকচিং গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মীরাবাই। বাবা-মায়ের ছয় সন্তানের কনিষ্ঠ মীরাবাই চানু শৈশবে তাঁদের বাড়িতে রসুইঘরে উনুন জ্বালানোর জন্য প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে দুর্গম পাহাড়ের জঙ্গল থেকে কাঠখড়ের বোঝা কাঁধে বহন করে পায়ে হেঁটে ঘরে ফিরতেন। তখনই কেউ কেউ তাঁর প্রতিভার আবিষ্কার করেছিলেন।

বলেছিলেন, এই মেয়ে একদিন কোনও না-কোনওভাবে দেশের নাম উজ্জ্বল করবে। আজ সেদিনের ভারী কাঠের বোঝা বহনকারিণী মেয়েটিই ভারতকে পদক এনে দিয়েছেন। কাঠের বোঝা বহনই ছিল তাঁর ভারোত্তলনের আদি পাঠ, বলেছেন মীরাবাইয়ের দাদা সাইখম সনাতম মেইতেই।

সনাতম মেইতেই বলেন, ভারী ভারী গাছের কাণ্ড বহনকারিণী আমাদের ছোট বোন দীর্ঘ ১৭ বছর পর আজ টোকিও অলিম্পিকে ভারোত্তলন করে পদক জয় করেছেন, এটা কেবল তাঁর পরিবারের নয়, গোটা দেশের গৌরব, দেশের নাম উজ্জ্বল করেছে ছোট বোন মীরা। তিনি বলেন, শৈশবে সে বড় বড় গাছের কাটা কাণ্ড ও ডাল অনায়াসে কাঁধে বহন করে কিলোমিটারের পর কিলোমিটার পায়ে হেঁটে যেতে পারত। এত পরিশ্রমের পাশাপাশি তাঁর ছোট বোন কেবলমাত্র প্রবল অধ্যবসায়ের মাধ্যমে যথাসময়ে বিএ পাশ করেছেন, বলেন আবেগিক দাদা সনাতম।

তিনি বলেন, মীরাবাই ইমফলের বাইরে গেলে সঙ্গে রাখেন গ্রামের মাটি, খান গ্রামের খেতের চালের ভাত। দেশের অন্য প্রান্ত, কিংবা বিদেশে গেলেও তাঁর নিয়মে পরিবর্তন হয় না। এতটাই দেশপ্রমী তিনি। সনাতম বলেন, মীরার এই যাত্রা একটি চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যের চেয়ে কম নয়। তিনি মাত্র ১২ বছর বয়সে প্রশিক্ষণ শুরু করেছিলেন। প্রথমে তিনি একজন ধনুর্ধর (আর্চার) হবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু একটি ভিডিও তাঁর জীবনে পরিবর্তন এনে দেয়। তাঁর বয়স তখন মাত্র ১২। ধনুর্বিদ্যায় প্রশিক্ষণ নিতে একদিন ইমফলের ভারতীয় ক্রীড়া কর্তৃপক্ষ (সাই) কেন্দ্রে যান তিনি। কিন্তু সেখানে গিয়ে সেদিন কাউকে পাননি। হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। এর কয়েকদিন পর কিংবদন্তি ভারোত্তলক কুঞ্জরানি দেবীর একটি ভিডিও ক্লিপ দেখেন। সেদিনই মীরাবাই তাঁর পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে ভারোত্তলক হওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে ওঠেন। পরবর্তীতে ২০০৬ সালে কোচিং অ্যাকাডেমিতে যোগদান করেন তিনি। তাঁদের বাড়ি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে ছিল। কখনও লিফ, কখনও-বা বাই-সাইকেল, আবার কখনও ট্রাকে চড়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যেতেন। যতই ঝড়-বৃষ্টি-তুফান হোক, একদিনের জন্যও তিনি প্রশিক্ষণ বন্ধ করেননি, বলেন দাদা সনাতম।

দাদা বলেন, একজন ভারোত্তলক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা মীরাবাইয়ের কাছে খুব সহজের ছিল না। কেননা, বাবা সাইখম কৃতি সিংহ একজন সরকারি কর্মচারী ছিলেন। খুবই স্বল্প বেতন পেতেন। মা, ছয় পুত্র-কন্যার ভরণপোষণ করতে বাবার মাথার ঘাম পায়ে পড়ত। কিন্তু মেয়ের প্রতিভা দেখে বাবা কোনও দিন তাঁর প্রশিক্ষণে বাধা দেননি।

সাইখম সনাতম মেইতেই ছোট বোনের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জির তথ্য দিতে গিয়ে জানান, তাঁর প্রতিভাকে সম্মান জানিয়ে গত ২০১৫ সালের ৩১ আগস্ট ভারতীয় রেলওয়ে মন্ত্রক তাঁকে সিনিয়র জ্যেষ্ঠ টিকিট কালেক্টর হিসেবে নিয়োগ করেছে। মীরাবাইকে লামডিং সেকশনে এনএফআর-এর অধীনে নিয়োগ করা হয়েছিল। গত ২০১৮ সালের এপ্রিল থেকে তিনি পিসিপিও-র অধীনে ওএসডি (ক্রীড়া) হিসেবে কর্মরত। তিনি ফুটবল খেলতেন, আর মীরাবাই গাছের কাণ্ড তুলে শুরু করেছিল ওয়েইট-লিফটিং, জানান দাদা সনাতম। তিনি বলেন, তাঁর প্রচণ্ড উদ্দ্যম এবং সাধনাই হল মীরার সাফল্যের রহস্য। যে কোনও ধরনের চাপ, সে মানসিকই হোক, আর শারীরিক, অনায়াসে মোকাবিলা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে অত্যন্ত শীতল মস্তিষ্কে।

২০১৮ সালে পদ্মশ্রী এবং ওই সালেই রাজীব গান্ধী ক্রীড়ারত্ন পদকে বিভূষিত মীরাবাই ২০১৪ সালে গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসে রৌপ্যপদক লাভ করেছিলেন। ২০১৭ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্টের আনাহেমে ভারোত্তলন চ্যাম্পিয়নশিপে স্বর্ণপদক, ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে মেঙ্গালুরুতে মহিলা জ্যেষ্ঠ রাষ্ট্রীয় ভারোত্তলন চ্যাম্পিয়নশিপেও স্বর্ণপদক অর্জন করেছিলেন তিনি। ওই সালে (২০১৮) গোল্টকোস্ট অস্ট্রেলিয়ায় কমনওয়েলথ গেমসেও স্বর্ণপদক জয় করে ভারতের নাম উজ্জ্বল করেছেন মীরাবাই। এছাড়া চলতি বছর (২০২১) এপ্রিলে তাসখন্দে অনুষ্ঠিত আসিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ১১৯ কিলোগ্রাম ভারোত্তলন করে ক্লিন অ্যানাড জার্কে বিশ্ব রেকর্ড গড়েছেন তিনি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত রিও অলিম্পিয়াকে হতাশাজনক প্রদর্শনের পর কিছু সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মীরাবাই ফিনিক্স পাখির মতো আজ ইতিহাস রচনা করেছেন ৪৯ কেজি ভারোত্তলন শাখায় ২০২ কিলোগ্রাম ওয়েইট তুলে।

শনিবার করোনা উইকেন্ড কারফিউ চলাকালীন রাজধানী আগরতলা শহরে নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের কঠোর নজরদারী। ছবি নিজস্ব।

করোনার প্রকোপ ঃ আইজল পুর নিগম এলাকায় লকডাউনের মেয়াদ বাড়ল ৩১ জুলাই পর্যন্ত

আইজল, ২৪ জুলাই (হি. স.)।। মিজোরামের রাজধানী শহর আইজল পুর নিগম এলাকায় করোনার প্রকোপ থামছেই না। বরং সকলের চিন্তা বাড়িয়ে সংক্রমণের হার বেড়েই চলেছে। তাই, আজ শনিবার থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত সম্পুর্ন লকডাউনের মেয়াদ বৃদ্ধি করেছে মিজোরাম সরকার। ইতিপূর্বে সাত দিনের জন্য গত ১৮ জুলাই থেকে আইজল পুর নিগম এলাকায় সম্পুর্ন লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছিল। পুনরায় লকডাউনের মেয়াদ বৃদ্ধিতে জরুরি পরিষেবার সাথে যুক্ত দোকান ছাড়া সমস্ত ৩১ জুলাই পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। আধিকারিকদের দাবি, এই পদ্ধতিতেই করোনার প্রকোপ নিয়ন্ত্রণে আনার জোর চেষ্টা চলছে।

মিজোরাম সরকার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, বর্তমানে করোনার সংক্রমণ চিহ্নিতের হার অত্যাধিক বেড়েছে। একাধিক ব্যবস্থা নেওয়া সত্ত্বেও সংক্রমণের এই বৃদ্ধি খুবই উদ্বেগজনক। স্বাস্থ্য আধিকারিকের কথায়, বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে মনে হচ্ছে বিধিনিষেধ আরও কঠোরভাবে পালনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। তবেই, সংক্রমণ ছড়ানো রোধ করা সম্ভব হবে। তাঁর দাবি, গণ পরীক্ষণের হার বৃদ্ধি করা হবে। তাতে, সংক্রমিত ব্যক্তিকে চিহ্নিত সহজ হবে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, রাজ্যের অন্যান্য প্রান্তে ডেপুটি কমিশনাররা প্রয়োজন বোধে নির্দিষ্ট এলাকায় লকডাউন জারি করতে পারবেন।

আইজল পুর নিগম এলাকায় সম্পুর্ন লকডাউন-এ পানীয় জল, বিদ্যুত দফতর, স্বাস্থ্য ক্ষেত্র, টিকাকরণ এবং এলপিজি বিতরণ স্বাভাবিক থাকবে। সমস্ত দোকান বন্ধ থাকবে। শুধু জরুরি পরিষেবার সাথে যুক্ত দোকান খোলা রাখা যাবে। তবে, আইজল পুর নিগম এলাকার বাইরে ভ্রমন এবং পণ্য পরিবহণে কোন বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়নি।

প্রসঙ্গত, মিজোরামে শুক্রবার ৮৪৭ জন করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। স্বাস্থ্য আধিকারিকের কথায় করোনার প্রথম ও দ্বিতীয় ঢেউ-এ শুক্রবার সর্বোচ্চ করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে রাজ্যে। এখন পর্যন্ত রাজ্যে ৩০৪৯২ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৭৫৫৯ জন করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন। ২২৮০২ জন এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন। এছাড়া, ১৩১ জন করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

বুদ্ধের চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে একে-অপরের শক্তি হয়ে উঠেছে বিভিন্ন দেশ : মোদী

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই (হি.স.): করোনা-পরিস্থিতিতে ভগবান বুদ্ধ অনেকটাই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছেন। বুদ্ধের চিন্তাধারা ও মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে একে-অপরের শক্তি হয়ে উঠেছে বিভিন্ন দেশ। শনিবার সকালে আষাঢ় পূর্ণিমা-ধম্ম চক্র দিবস কার্যক্রম অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, 'সকলকে ধম্ম চক্র প্রবর্তন দিবস ও আষাঢ় পূর্ণিমার অনেক-অনেক শুভেচ্ছা। আজকের দিন আমার গুরু পূর্ণিমাও উদযাপন করি, এই দিন ভগবান বুদ্ধ বুদ্ধত্ব অর্জনের পর বিশ্বকে প্রথম নিজের জ্ঞান দিয়েছিলেন। আমাদের এখানে বলা হয়েছে-যেখানে জ্ঞান আছে, সেখানেই পূর্ণতা; সেটাই পূর্ণিমা।' করোনা- পরিস্থিতিতে ভগবান বুদ্ধ অনেকটাই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছেন, এই কথা বলে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'করোনা-মহামারীর জন্য বর্তমানে মানবতা সঙ্কটের মুখোমুখি, এমন সময় ভগবান বুদ্ধ আমাদের কাছে আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছেন। ভগবান বুদ্ধের দেখানো পথে অনুসরণ করে আমরা কীভাবে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারি, তা ভারত করে দেখিয়েছে। ভগবান বুদ্ধের চিন্তাধারা ও মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিভিন্ন দেশ একে-অপরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে, একে-অপরের শক্তি হয়ে উঠেছে।'

৬.৭ তীব্রতার ভূমিকম্প ফিলিপিন্সে

ম্যানিলা, ২৪ জুলাই (হি.স.): শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ফিলিপিন্সের বৃহত্তম লুজন আইল্যান্ড। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৬.৭, প্রথম ভূমিকম্পের কিছু পরে ৫.৮ তীব্রতার আফটার শক অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল অনেক গভীরে, শক্তিশালী ভূকম্পন সত্ত্বেও ক্ষয়ক্ষতির কোনও ঘটনা ঘটেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভে (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, শনিবার সকাল ৪.৪৮ মিনিট (স্থানীয় সময়) নাগাদ ৬.৭ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় লুজন আইল্যান্ডে, ভূপৃষ্ঠের ১১২ কিলোমিটার (৭০ মাইল) গভীরে।

বান্দিপোরা এনকাউন্টারে মৃত্যু দুই জঙ্গির, আহত একজন সৈনিক

শ্রীনগর, ২৪ জুলাই (হি.স.): কাশ্মীর উপত্যকায় প্রতিদিনই জঙ্গি নিকেশ অভিযানে ছোট-বড় সাফল্য পাচ্ছে সুরক্ষা বাহিনী। এবার জম্মু ও কাশ্মীরের বান্দিপোরা জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিকেশ হয়েছে দু''জন সন্ত্রাসবাদী। তবে দুঃখের বিষয় হল, সংঘর্ষে একজন সেনা জওয়ান আহত হয়েছেন। বান্দিপোরা জেলার সুম্বলার এলাকার শোকবাবা জঙ্গলের ঘটনা।

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার ভোর থেকে বান্দিপোরা জেলার সুম্বলার এলাকার শোকবাবা জঙ্গলে সুরক্ষা বাহিনী (সেনাবাহিনী, জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ ও সিআরপিএফ) ও জঙ্গিদের মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয়। প্রথমে জঙ্গিদের আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু, সেই প্রস্তাবে কর্ণপাত না করে জঙ্গিরা গুলি চালাতে থাকে। প্রত্যুত্তরে সুরক্ষা বাহিনীও পাল্টা জবাব ফিরিয়ে দেয়। সংঘর্ষে নিকেশ হয়েছে দু''জন অজ্ঞাতপরিচয় জঙ্গি। নিহত সন্ত্রাসবাদীদের নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। এখনও অভিযান চলছে, এমনটাই জানিয়েছে কাশ্মীর জোন পুলিশ। শ্রীনগরে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের পিআরও জানিয়েছেন, সংঘর্ষে একজন জওয়ান আহত হয়েছেন। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পৃথক জায়গায় রেশন কার্ডে একজনের নাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। সরকারি নিয়ম নীতি ও আইন কানুনের তোয়াক্কা না করে একই ব্যক্তির নাম দুই জায়গায় অন্তর্ভুক্ত করে দিব্যি রেশন সামগ্রী তুলে নেওয়া হচ্ছে। এ ধরনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে কাঞ্চনমালা এলাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে কৌতুহলের সৃষ্টি হয়েছে। এক দেশ এক রেশন কার্ড।এটা সরকারের কথা।তার মানে একজন ব্যক্তির নাম শুধুমাত্র একটি রেশন কার্ডেই থাকবে। আইন তাই বলছে। কিন্তু খুব ঠান্ডা মাথায় সরকারি সুযোগ সুবিধা পাবার লোভে দুটি রেশন কার্ডেই নাম তোলা হয়েছে এক মহিলার। এই অবাক করার মত ঘটনা সদর মহকুমার ডুকলী আর ডি ব্লকের কাঞ্চনমালা এলাকায়। উল্লেখ্য বিগত ১২ বছর আগে কাঞ্চনমালা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নং ওয়ার্ডের জ্যোৎস্না সরকারের মেয়ে মনিকা সরকারের কাঞ্চনমালা বাজার সংলগ্ন এলাকার ঝুলন বিশ্বাসের ছেলে পরেশ বিশ্বাসের সাথে বিয়ে হয়। আইনের নিয়ম অনুসারে বিয়ের পরেই জ্যোৎস্না সরকার তার মেয়ে মনিকা সরকারের নাম রেশন কার্ড থেকে কেটে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তিনি সেটা করেননি।উনার মেয়ের বিয়ের ১২ বছর পার হলেও উনার মেয়ের নাম রেশন কার্ডে রেখে দিলেন শুধুমাত্র সরকারি সুযোগ সুবিধা পাওয়ার লোভে। কিন্তু অবাক করার বিষয় হলো মনিকা সরকারের শাশুড়ি ঝুলন বিশ্বাস তৎকালীন বাম আমলে কিছু নেতাদের হাত করে ডিলেশন সার্টিফিকেট ছাড়াই উনার পুত্রবধূ মনিকা সরকারের নাম তুলে নিয়েছেন। কিন্তু তা কী করে সম্ভব? হ্যাঁ সেটাই সম্ভব আর সেটাই প্রমাণ করে দিলেন ঝুলন বিশ্বাস। বর্তমানেও জ্যোৎস্না সরকার উনার মেয়ের নামে রেশন সামগ্রী গিলে খাচ্ছেন, আর অন্যদিকে ঝুলন বিশ্বাসও উনার পুত্রবধূ মনিকা সরকারের নামে অবৈধভাবে রেশন সামগ্রী গিলে খাচ্ছেন। তা নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এলাকার শুভবুদ্ধি মহলের দাবি এত বড় একটি অপরাধের জন্য জ্যোৎস্না সরকার এবং ঝুলন বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সদর মহকুমা প্রশাসন যেন কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যাতে করে এই ধরনের অবৈধ কাজ পরবর্তী সময়ে কেউ করতে না পারে। এখন দেখার বিষয় হল সদর মহকুমা শাসক এই দুই রেশন কার্ডের কার্ড হোল্ডারদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি হিন্দুর এই সর্বনাশে দায়ী বামপন্থীরা ও মমতা, তথাগতের মন্তব্যে প্রতিক্রিয়া

।। অশোক সেনগুপ্ত ।। কলকাতা, ২৪ জুলাই (হি .স.)।। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি হিন্দুর এই সর্বনাশে দায়ী বামপন্থীরা ও মমতা। ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়ের এই মন্তব্যে টুইটার ও ফেসবুকে প্রবল প্রতিক্রিয়া হয়েছে। পোস্ট করার পর প্রথম এক ঘন্টায় লাইক, মন্তব্য ও শেয়ারের সংখ্যা যথাক্রমে ৫৬৯, ৯০ ও ৩৯।

তথাগতবাবু শনিবার দুপুরে লেখেন, "কোনো একটি জনগোষ্ঠীর মেরুদন্ডটিকেই পচিয়ে দেওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায়, বিনা শ্রমে বিনা পয়সায় তাদের কিছু 'পাইয়ে দেওয়া'। এর ফলে তারা শুধু 'দাবী' করতে শেখে, পরিবর্তে কিছু দিতে শেখে না। আজকে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি হিন্দুর এই সর্বনাশটিই করেছে বামপন্থীরা ও তাদের মেধাবী ছাত্রী।"

প্রতিক্রিয়ায় ধীমান সিনহা লেখেন, "বিগত ৫৫ বছরে, পশ্চিমবঙ্গের যা অবস্থা হয়েছে, সেটা ঠিক করা বোধহয় একেবারেই অসম্ভব। বর্তমান সরকার সরে যাবে! ভবিষ্যতে নতুন দল সরকার গঠন করবে! হয়ত বিজেপি-ই করবে! কিংবা সিপিএম বা কংগ্রেস অথবা নতুন কোন দল! জানিনা! সেটা ভবিষ্যৎ বলবে! তবে, এটুকু জানি বেঙ্গলের একটি বৃহৎ অংশের শিরদাঁড়া, কর্মক্ষমতা, সদিচ্ছা ইত্যাদি ভেঙে চুরে পঙ্গু করে দিয়েছে এই ৫৫ বছরে! মানুষের চারিত্রিক বদল করে দিয়েছে! নতুন কোন সরকার আসলে ১০০ু নিশ্চিত যে তার জন্য এটা পুরো পাহাড় ঠেলার কাজ হবে! এখানে সব ঠিক করতে! আমরা একেবারে ডুবে গিয়েছি!"

রাজীব দে লেখেন, "মানুষকে পঙ্গু বানিয়ে আজীবন ক্ষমতায় থেকে যাওয়ার ধান্দা। আগেরটারও ছিল, এটারও আছে।" শুভাশিষ রায় লেখেন, "তথাগতদা আপনার সাথে আমি একমত। সত্যি এরা দুই দল আজ এই পরিস্থিতির জন্যে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা টেট টিচার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনকে রাজ্য সরকারের স্বীকৃতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। ত্রিপুরা টেট টিচার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। শনিবার আগরতলা প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান। ত্রিপুরা টেট টিচার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়ায় সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারকে জানানো হয়েছে। সংগঠন সামাজিক দায়বদ্ধতা কথা মাথায় রেখে আগামী দিনে কাজ করতে বদ্ধপরিকর বলেও তারা জানিয়েছেন। শনিবার আগরতলা প্রেসক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান বিগত সরকারের আমলে অত্যন্ত অমানবিক ও অনৈতিকভাবে টেট শিক্ষকদের অনিয়মিতভাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। এ বিষয়ে তাঁরা তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলেন। বিগত বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী তপন চক্রবর্তী তা স্বীকার করেছিলেন। সরকার পরিবর্তনের পর সাড়ে তিন বছর কেটে গেলেও শিক্ষকদের নিয়মিতকরণ সহ অন্যান্য দাবি গুলি এখনো পর্যন্ত পূরণ করা হয়নি। তাতে শিক্ষকদের পক্ষ থেকে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে। তারা আশা ব্যক্ত করেছেন বর্তমান সরকার সহানুভূতির দৃষ্টিভঙ্গিতেটেট শিক্ষকদের নিয়মিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।অবিলম্বে টেট শিক্ষকদের নিয়মিতকরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে তারা বাধ্য হয়ে আন্দোলনে সামিল হবেন বলে জানিয়েছেন।

ধর্মনগর এফসিআই থেকে চাল চুরির অভিযোগে আরও এক ব্যক্তি গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২৪ জুলাই।। ধর্মনগর এফ সি আই গোদাম থেকে চাল চুরি কান্ডে আরও এক অভিযুক্তকে গ্রফতার করলো পুলিশ।ধৃতের নাম বদরুল ইসলাম (৪০)। বাড়ি ধর্মনগর থানাধীনলাতু গাউ য়ে।চলতি মাসের ১১ তারিখ রাতে ধর্মনগর এফ সি আই খাদ্য গোদামের গ্রিল এবং দরজার তালা ভেঙ্গে ১৪০ বস্তা চাল চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল। এই দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা চাউর হতেই চাঞ্চল্য দেখা দেয় গোটা মহকুমায়।এফ সি আই খাদ্য গোদামের ম্যানেজার এই ঘটনা জানিয়ে ধর্মনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। পুলিশ মামলা হাতে পেয়েই ময়দানে নেমে পড়ে এবং ১২ ঘন্টার মধ্যেই চুরি যাওয়া চাল সহ ৬ অভিযুক্তকে গ্রফতার করে।পরবর্তীতে ধর্মনগর থানার পুলিশ চুরিকান্ডে ব্যবহৃত একটি লরিও আটক করেছিল। ধৃত ৬ অভিযুক্ত কে ৪দিনের পুলিশ রিমান্ডের পর জেলা হাজতে পাঠায় জেলা ও দায়রা আদালত। এদিকে শুক্রবার গভীর রাতে ধর্মনগর থানাধীন লাতুগাউ এলাকায় তার নিজ বাড়ি থেকে অভিযান চালিয়ে বদরুল ইসলামকে পুলিশ আটক করেছে। শনিবার বদরুলকে আদালতে সোপার্দ করা হয়। এফ সি আইতে চুরি কান্ডের মাষ্টার মাইন্ড বদরুল ইসলাম, তদন্তে ক্রমে এমনই তথ্য উঠে এসেছে পুলিশের কাছে। এদিকে বদরুলকে বাচাতেও একাধিক তাবর তাবর ব্যক্তিরা ময়দানে নেমেছে বলেও একটি বিশ্বস্ত সুত্র মারফৎ জানা গেছে।

শান্তিরবাজারে উইকেন্ড কারফিউ লঙ্ঘন করে বাজারে বিকিকিনি জমজমাট

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৪ জুলাই।। উইকেন্ড কারফিউর নির্দেশিকা অমান্য করে চলছে লোকজন নিরব দর্শকের ভূমিকায় প্রসাশন। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে রাজ্য সরকার প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই ভাইরাস থেকে লোকজনদের রক্ষনার্থে প্রতিনিয়ত নানান প্রকারের নির্দেশিকা জারী করাহয়চ্ছে। কিন্তু দেখাযাচ্ছে রাজ্য সরকারে দেওয়া এই নির্দেশিকাকে অমান্য করে চলছে কিছু সংখ্যক লোকজন। এমনই একটি চিত্র লক্ষ্যকরা গেলো শান্তির বাজার মহকুমার মনপাথর বাজারে। শনিবার ছিলো মমপাথর সাপ্তাহিক বাজাবার। এই বাজারবারকে কেন্দ্র করে দক্ষিন জেলার বাইরে থেকেও ব্যাবসায়ীরা ব্যাবসার সামগ্রী নিয়ে এসেছে। মনপাথর বাজারে খোলা রাখা হয়েছে রেষ্টুরেন্ট ও মাংস রান্না করার দোকান। অপরদিকে বাজারে আগত ক্রেতা বিক্রেতারা সামাজিক দুরত্ব ছারা ভীর জমাচ্ছে বাজারে। রাজ্যসরকারের নির্দেশিকার বাইরে বাজারে খোলা রাখাহয়েছে পশুর হাট। এই বাজারে বিভিন্নপ্রকারের পশু পাখি বিক্রি করাহচ্ছে। শান্তির বাজার শহরেও নির্দেশনা অমান্যকরে খোলা রাখা হয়েছে মিষ্টি দোকান, রেষ্টুরেন্ট ও অন্যান্য দোকানপাট। এককথার বলাচলে রাজ্যসরকারের দেওয়া নির্দেশিকাকে কেউ মান্যতাদিয়ে চলতে চাইছেনা। অপরদিকে এই পরিস্থিতি দেখেও পুলিশ ও মহকুমা শাসক নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে।

শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা টেট টিচার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের নেতৃত্বরা। ছবি নিজস্ব।

স্বামীর আত্মহত্যার তিন দিনের মাথায় মৃত্যু স্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২৪ জুলাই।। স্ত্রীর উপর প্রাণঘাতী হামলা চালিয়ে স্বামীর আত্মহত্যার তিন দিনের মাথায় মৃত্যু হল স্ত্রীর। ঘটনাকে কেন্দ্র করে কদমতলা থানাধীন হাপাই টিলা এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা থানাধীন হাপাই টিলা এলাকায় স্ত্রীর উপর প্রাণঘাতী হামলা চালিয়ে স্বামী গুরু প্রসাদ শর্মা আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিল। আত্মহত্যার পর তিন দিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল স্ত্রী। মৃত স্ত্রীর নাম পম্পি শর্মা (২৭)। ফলে মা বাবাকে হারিয়ে অনাথ দুটি শিশু। রাজ্য সরকার ও হৃদয়বান ব্যক্তিদের অনাথ দুই শিশুর পাশে দাঁড়ানোর আর্জি স্থানীয়দের। ঘটনা কদমতলা থানাধীন হাপাই টিলা এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ,গত ২০ জুলাই মঙ্গলবার উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন দক্ষিণ কদমতলায় এক লোমহর্ষক ঘটনাটি সংঘটিত হয়। দক্ষিণ কদমতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নং ওয়ার্ডের হাপাই টিলা এলাকার বাসিন্দা গুরু প্রসাদ শর্মা কাকভোরে স্ত্রী পম্পি শর্মার উপর রাগান্বিত হয়ে লোহার রড দিয়ে মাথায় আঘাত করেন।সাথে সাথে আধমরা অবস্থায় রক্তাক্ত হয়ে ঘরের মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে পম্পি। আশপাশের লোকজন দমকল অফিসে খবর দিলে দমকল কর্মীরা কদমতলা সামাজিক হাসপাতালে গুরুতর অবস্থায় পম্পি শর্মাকে নিয়ে যায়। পম্পি শর্মার মাথায় আঘাত এতটাই গুরুতর" ছিল যে, কর্তব্যরত চিকিৎসক অবস্থা বেগতিক দেখে জেলা হাসপাতালে রেফার করেন।পরবর্তীতে জেলা হাসপাতাল থেকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় শিলচর নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসক। কিন্তু আর্থিক প্রতিকূলতার কারণে পম্পির শ্বশুরবাড়ির লোকজন আগরতলা জিবি হাসপাতালে তাকে নিয়ে যান। এদিকে স্ত্রীকে রক্তাক্ত অবস্থায় ঘরের মেঝেতে ফেলে রেখে স্বামী গুরু প্রসাদ শর্মা বাড়ির সামনের নিজ দোকান ঘরে ফাঁসি লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। কদমতলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে কদমতলা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

পরবর্তীতে ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেয় পুলিশ।জানা গেছে, মৃত গুরু প্রসাদ শর্মা বছর দশেক পূর্বে ভালোবেসে পাশের গ্রামের পম্পিকে বিয়ে করে। তারপর তাদের ঘর আলো করে একটি ছেলে ও কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। বর্তমানে ছেলেটির বয়স আট বছর ও মেয়েটি সবেমাত্র তিন বছরে পড়েছে। ঘরে অভিভাবক হিসেবে ছিলেন অসুস্থ বৃদ্ধ পিতা।ফাসি লেগে বাবা আত্মহত্যার পর ছেলেটি কিছুটা টের পেলেও তিন বছরের ছোট্ট মেয়েটি কিছুই বুঝতে পারেনি।সাথে মা মৃত্যুর সঙ্গে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পম্পির শারীরিক অবস্থা অবনতি ঘটতে থাকে। কিন্তু আর্থিক প্রতিকূলতার কারণে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে পারেনি পম্পি শর্মা। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় পম্পিকে নিয়ে আসা হয় হাপাই টিলা স্থিত স্বামীর বাড়িতে। কিন্তু যত সময় যেতে থাকে পম্পির অবস্থা ততটাই শোচনীয় রুপ ধারণ করতে থাকে। নিরুপায় হয়ে বৃহস্পতিবার দুপুর নাগাদ এলাকাবাসী সহযোগে আশঙ্কাজনক অবস্থায় পম্পিকে কদমতলা সামাজিক হাসপাতালে ভর্তি করান। কিন্তু নিয়তির নির্মম পরিহাস দুটি ছোট্ট শিশুকে রেখে অর্থের অভাবে এই পৃথিবীকে বিদায় জানাতে হয় পম্পির।

বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক এগারোটা নাগাদ কদমতলা হাসপাতালেই মৃত্যু হয় পম্পির। তারপর হাসপাতালের তরফ থেকে মৃতদেহটি পম্পির পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কদমতলা হাসপাতালের চিকিৎসক জানিয়েছেন, লোহার রড দিয়ে পম্পি শর্মার মাথায় আঘাত করে মাথার অধিকাংশ থেঁতলে দেওয়া হয়েছে।মাথা ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছিল। অপরদিকে মা বাবাকে হারিয়ে অনাথ হয়ে পড়েছে ছোট ছোট ভাই বোন। যারা এখনো এই সংসারের হিংসা, স্বার্থ ,ন্যায় ,অন্যায় কিছুই বুঝে উঠতে পারলোনা।তার আগেই নিয়তি তাদের কাছ থেকে মা-বাবাকে কেড়ে নিলেন। বর্তমানে পরিবারটি অসহায় হয়ে পড়েছে। অসুস্থ দাদু আট বছরের নাতি ও তিন বছরের নাতনিকে কিভাবে লালন-পালন করবেন তা নিয়ে চরম উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে। মানবিক দৃষ্টিতে রাজ্য সরকার পিতৃ-মাতৃ হারা অনাথ শিশু দুটির পাশে দাঁড়ানোর জুড়ালো আর্জি জানান সানীয় এলাকাবাসী।সাথে আবেদন করেন,যদি কোন হৃদয়বান ব্যক্তি শিশু দুটির পাশে দাঁড়ান তাহলে তাদের কোমল জীবনটি পূর্ণতা পাবে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।